চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেটে সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 92 Friday, 3 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৯২ সংখ্যা ❋ ১৮ ফাল্গুন, ১৪২৯, শুক্রবার, ৩ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

সিপিএম-কংগ্রেস-বিজেপির সঙ্গে একাই লড়বে তৃণমূল। মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ ২০২১ সালে বড় জয়ের পরে এই প্রথম হার। বিধানসভা নির্বাচনের পর সব ক'টি উপনির্বাচনেই শাসকদল বড় ব্যবধানে জিতেছে। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য জুড়ে তাঁর সফর চললেও উপনির্বাচনে কোথাওই প্রচারে যেতে দেখা যায়নি তাঁকে। যাননি সাগরদিঘিতেও। তবে সাগরদিঘিতে হারের পর তার কারণ ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তীব্র কটাক্ষ করলেন কংগ্রেসকে। কটাক্ষের সুরেই ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানালেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীকেও। পরিশেষে দাবি করলেন, বিজেপির সাহায্য নিয়েই জিতেছে বাম-কংগ্রেস জোট। বললেন, ''একটা নির্বাচন হয়তো জিতেছে (কংগ্রেস)। কিন্তু ওদের নৈতিক হার হয়েছে।'' সাগরদিঘিতে জয়ের গন্ধ পেতেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী নিজের মতো করে ফলের বিশ্লেষণ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা ছিল, ''কংগ্রেস প্রার্থী যেমন বামফ্রন্টের ভোট পেয়েছেন। তেমনই বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের বড় অংশের ভোট পেয়েছেন। আর বিজেপির ভোটাররা যাঁরা এই ভোটে তৃণমূলের পরাজয় চেয়েছিলেন, তাঁরাও কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলেন।'' অধীরের এমন বক্তব্যকে হাতিয়ার করেই আক্রমণ শানান মমতা। মমতা বলেন, সাগরদিঘির হার থেকে শিক্ষা নেবে তৃণমূল। কী সেই শিক্ষা? তা-ও জানিয়েছেন মমতা। বলেছেন, যারা বিজেপির সঙ্গে রয়েছে, অর্থা কংগ্রেস, তাদের সঙ্গে কোনও ভাবেই হাত মেলাবে না তৃণমূল। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ''২০২১ সালে সিপিএম-কংগ্রেস জোট করেনি? জোটের নামে মহাঘোঁট ছিল না?'' সঙ্গে তিনি বলেন, ''সেই সময় তো বিজেপিকে ভোট ট্রান্সফার করেছিল। এ বার বিজেপি ভোট ট্রান্সফার করেছে কংগ্রেসকে। দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক। সুতরাং ও সব করে কোনও লাভ নেই। এটা প্রমাণ হয়ে গেছে, ওরা ভোট পরস্পরকে ট্রান্সফার করে।'' রাজ্য অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ রোধে কী কী ব্যবস্থা করছে, তা নিয়েই বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। সেখানেই তিনি বলেন, ''সাগরদিঘি উপনির্বাচনে আমরা হেরেছি।

কাউকে দোষ দেব না। গণতন্ত্রে হার-জিত লেগেই থাকে। কিন্তু এখানে অনৈতিক একটি জোট হয়েছে। যার তীব্র নিন্দা করছি আমরা।'' বাংলায় বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএমের মধ্যে 'লেনদেনের সম্পর্ক' রয়েছে বলেও দাবি করেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, ''বিজেপির ভোট গুনলে দেখা যাবে তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ২২ শতাংশ। এ বার ওরা নিজেদের ১৩ শতাংশ ভোট কংগ্রেসকে হস্তান্তরিত করেছে।'' বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বাংলার সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচনের ভোটগণনা হয়েছে। ত্রিপুরায় খারাপ ফল হলেও মেঘালয়ে পাঁচটি আসনে জয় পেয়েছে তৃণমূল। মমতা মেঘালয়বাসীকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি সরব হন সাগরদিঘির ফল নিয়েও। মমতার বক্তব্য, বিরোধীদের ভোটের সমীকরণ তাঁর কাছে জলের মতো পরিষ্কার। তৃণমূল নেত্রীর কথায়, ''মজার কথা হল, এত চুপিচুপি করার কী আছে! কংগ্রেস নেতাকে অভিনন্দন যে, উনি ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। মেনেছেন যে বিজেপি, সিপিএম সাহায্য করছে তাঁদের। সত্য বলার জন্য ধন্যবাদ। আমরা তো বলেই আসছি, এটা অনৈতিক জোট। বিজেপির সাহায্য নিয়ে মমতাকে হারালে নিজেদের বিরোধী বলেন কী করে!'' সাগরদিঘির উপনির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অধীর। তিনি বলেছেন, ''সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে তৃণমূল সরকার কেবল রাজনীতিই করে গিয়েছে। আসলে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের কোনও উন্নয়নই হয়নি। তাঁদের ভোট নিয়ে ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। তাই সংখ্যালঘু মানুষরা বুঝতে পেরে বিকল্প হিসেবে কংগ্রেসকে বেছে নিয়েছে।'' তবে এমন অভিযোগের পাল্টা মমতার জবাব, ''বিজেপি বরাবরের মতোই সাম্প্রদায়িক তাস খেলেছে। কিন্তু সিপিএম এবং কংগ্রেস তার থেকেও বেশি করেছে। বিষয়টা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এ থেকে শিক্ষা নিচ্ছি আমরা। এর পরে আর কংগ্রেস বা সিপিএমের কথা শোনার প্রয়োজন নেই। যারা বিজেপির সঙ্গে রয়েছে, তাদের সঙ্গে কোনও ভাবেই হাত মেলাবে না তৃণমূল!'' যদিও সাগরদিঘি জয়ের পরেই অধীর ঘোষণা করে দিয়েছেন, ''শুধু পঞ্চায়েত ভোটেই নয়, আগামী দিনে সব ভোটেই বামেদের হাত ধরবে লড়াই করবে কংগ্রেস।'' তৃণমূলকে সরাতে বিরোধীদের ঐক্য 'প্রয়োজন' বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বাবুঘাটে গঙ্গা আরতির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন থেকে বাবুঘাটে শুরু হল গঙ্গা আরতি। তৈরি হয়েছে গঙ্গার মন্দির। সেই মন্দিরের উদ্বোধন-ও করেন মুখ্যমন্ত্রী, তিনিই প্রথম মন্দিরে পুজো দেন। বসেছে আরতি বন্দনার বোর্ড। আরতি করার জন্য বসানো হয়েছে ১১টি অস্থায়ী মঞ্চ। এখান থেকেই ২২ জন পুরোহিত গঙ্গা আরতি করবেন। শীতকালে সন্ধে ৬টা ও গরমকালে সন্ধে সাতটায় গঙ্গা আরতি হবে। তবে, দুর্গাপুজোর বিসর্জনের সময় এই গঙ্গা আরতি বন্ধ থাকবে। এই পাড়ে যখন পুরোহিতরা গঙ্গারতি করবেন, ওই পাড়ে হাওড়ার দিক থেকে চলবে শার্পি আলোর খেলা। ঘাটে বসে অপরূপ সেই দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। সূত্রের খবর, মেয়র পারিষদ তারক সিংহের উদ্যোগেই আরতির এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। বুধবার গোটা বিষয়টি তদারকি করে দেখেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এখন থেকে কলকাতা-হাওড়া, গঙ্গার দুই পাড়ের মানুষই রোজ সন্ধেয় গঙ্গা আরতি দেখতে পাবেন। কোনওরকম অঘটন রুখতে গঙ্গাঘাটে থাকছে যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা-ও।

তিন রাজ্যেই প্রায় ভোটের ফল চমকহীন

ত্রিপুরা-নাগাল্যান্ডে বিজেপি ফিরছে

ত্রিশঙ্কু মেঘালয়ে ফুটল ঘাসফুল

দুরন্ত বার্তা, প্রতিবেদন

যা হওয়ার কথা নয়, তা হলে 'চমক'। নইলে চমক নয়। সেই অঙ্ক মেনেই উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল প্রত্যাশিত, চমকহীন। কারণ আপাতদৃষ্টিতে তিনটি রাজ্য ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে নতুন কিছুই হয়নি। ত্রিপুরায় গত বিধানসভা নির্বাচনের মতোই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে শাসকদল বিজেপি। নাগাল্যান্ডে গত বিধানসভা ভোটের পর জোট সরকার গড়েছিল স্থানীয় দল এনডিপিপি এবং বিজেপি। এ বারও দুই দলের প্রাপ্ত আসন একত্রে দখলের দরকার ছিল। জোটবদ্ধ বিজেপি তার থেকেও দু'টি আসন বেশি পেয়েছে। কিন্তু গত বার এই বিজেপিই ত্রিপুরার ৬০টি আসনের মধ্যে ৪৪টিতে জিতে রাজ্যের ক্ষমতায় এসেছিল। বাকি ১৬টি পেয়েছিল প্রাক্তন শাসক বামফ্রন্ট। কংগ্রেস, তৃণমূল সে বার ভোটে খাতাই খুলতে পারেনি। এ বারের নির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট আরও কমেছে। তৃণমূল এ বারও খাতা খুলতে পারেনি। তা হলে বিজেপির ভোট গেল কোথায়? দেখা যাচ্ছে, ওই ভোট পেয়েছে রাজার দল তিপ্রা মাথা। প্রথম বার বিধানসভা নির্বাচনে লড়েই ১৩টি বিধানসভা আসন জয় করেছে তারা। উঠে এসেছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে। মূলত উপজাতি এলাকার সবক'টি আসনই জিতেছে রাজা প্রদ্যোৎ বিক্রম মাণিক্য দেববর্মণের দল। এই উত্থান কি হওয়ার কথা ছিল? ত্রিপুরার বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির জয়ী প্রার্থী মানিক সাহা অন্তত তেমনটা মনে করছেন না। মানিক বলেছেন, ''আমরা আরও আসন পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কোনও কারণে সেটা হয়নি। কারণ জানতে দিন কয়েকের মধ্যেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আমরা আলোচনায় বসব। ভোট পরবর্তী বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব ঠিক কোথায় গন্ডগোল হল।'' অর্থাৎ ত্রিপুরার ফল আর যার কাছেই হোক, বিজেপির কাছে 'চমকহীন' মনে হয়নি। ত্রিপুরার ভোটে কারও কারও চমক লাগতে পারে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোটের হার দেখেও। গোটা রাজ্যে ১ শতাংশেরও কম ভোট পেয়েছে তৃণমূল। গত দু'টি বিধানসভা ভোটে প্রার্থী দিয়ে আসা তৃণমূল ২০২১ সালের নভেম্বর থেকে ত্রিপুরায় মনোনিবেশ করেছে। ত্রিপুরার পুরভোটে আগরতলায় প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হারে বামদলগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছিল তারা। সেই তৃণমূল বিধানসভা ভোটে গোটা রাজ্যে ১ শতাংশেরও কম ভোট ('নোটা'র চেয়েও কম) পেল কী করে, তা-ও ভেবে দেখার মতো! নাগাল্যান্ডে গত বছর সরকার গড়েছিল এনডিপিপি এবং বিজেপির জোট। যদিও ৬০টি আসনের মধ্যে তারা পেয়েছিল যথাক্রমে ১৮ এবং ১২টি আসন। এনপিএফ ২৬টি আসন পেয়েও সরকার গড়তে পারেনি। এনপিপিই ক্ষমতায় আসবে বলে জানিয়েছিল করেছিল বুথফেরত সমীক্ষা। তবে ১৯৮৩ সাল থেকে বিধানসভা নির্বাচনের ধারায় নজর রাখলে দেখা যাবে প্রতি বছরই ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হয়ে এসেছে মেঘালয়ে। কোনও দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। আবার বুথফেরত সমীক্ষা মানলে বেশি ভোট পেয়েছে এনপিপিই। ফলে উত্তর মিলেছে। কিন্তু বদলে গিয়েছে ভিতরের অঙ্ক। গত বার কংগ্রেস পেয়েছিল ২১টি আসন। এনপিপি ২০। বিজেপি ২টি। ২০১৮ সালের সেই বিধানসভা নির্বাচনে অবশ্য

সরকার গঠনের 'ম্যাজিক সংখ্যা' পেরিয়ে গিয়েছে। মেঘালয়ে গত কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনের ধারা অব্যাহত রেখে এ বছর আবার তৈরি হয়েছে ত্রিশঙ্কু পরিস্থিতি। তবে একের পর এক পুরনো অঙ্ক মিলে গিয়েও কি শেষ পর্যন্ত 'চমকহীন' হয়ে থাকতে পারল উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের ভোট? বড় কোনও বদলের আশা বা আশঙ্কা কোনওটাই ছিল না বুথফেরত সমীক্ষায়। ভোট রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহালরা এমনও বলেছিলেন যে, ২০১৮ সালের মতোই ২০২৩ সালেও বিজেপিই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে ত্রিপুরা এবং নাগাল্যান্ডে। সঙ্গী দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে তারা ক্ষমতার দখল নেবে। বৃহস্পতিবার ভোটের ফল প্রকাশের পর সেই চেনা উত্তর মিলতে চলেছে ঠিকই। তবে চেনা সমীকরণ সামান্য বদলেও গিয়েছে। প্রত্যাশামতোই ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি এবং আইপিএফটির জোট। তাদের মোট প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা ৩৩। সরকার গড়তে ৩১টি আসন বৃহস্পতিবারের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, সেই এনপিএফের প্রাপ্ত আসন নেমে এসেছে দু'টিতে। তবে গত বার বিজেপির সমর্থন পেয়ে সরকার গড়েছিল যে এনডিপিপি, তাদের প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা এক লাফে পৌঁছেছে ২৪-এ। অর্থাৎ, গত পাঁচ বছরের শাসকদলকেই আবার বেছে নিয়েছেন মানুষ। আর বিজেপি? বুথফেরত সমীক্ষায় তো বটেই, বৃহস্পতিবার সকালে গণনা যখন মাঝপথে, তখন কংগ্রেসও এক রকম স্বীকার করেই নিয়েছিল যে, উত্তর-পূর্বের রাজ্যে বিজেপিকে বেছে নেওয়া নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের কথায়, ''উত্তর-পূর্বের সাত রাজ্যের স্বভাবই এমন। যে যতই বোঝাক, ভোট দেওয়ার সময় তাদের যত আস্থা-ভরসা-বিশ্বাস কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দলের উপরেই গিয়ে পড়ে।'' ত্রিপুরা ছাড়া বিজেপি-কংগ্রেসের দ্বৈরথে নজর ছিল নাগাল্যান্ডেও। কিন্তু সেই নাগাল্যান্ডে বিজেপি থেমে গিয়েছে সেই ১২টি আসনেই। মেঘালয়ে তৃণমূল মেঘালয়ে মাত্র ৮টি আসনে লড়েছিল। ভোট পেয়েছিল সাকুল্যে ০.৩৫ শতাংশ। ২০২১ সালে মেঘালয় বিধানসভায় আচমকাই মুকুল সাংমার নেতৃত্বে বিরোধী নেতারা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর মেঘালয় বিধানসভায় 'সাজানো-গোছানো' প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা হাতে পেয়েছিল তৃণমূল। তার পরে ২০২৩-এই তৃণমূল প্রথম মেঘালয়ে বিধানসভা ভোটে অধিকাংশ আসনে (৫৬টি) প্রার্থী দেয়। প্রথম বার পাঁচটি আসন জিতেছে তৃণমূল। তবে এই ভবিষ্যদ্বাণীও আগেই ছিল। যেটা লক্ষ্যণীয়, তা হল কংগ্রেসের ভোট কমেছে মেঘালয়ে। বিজেপির আসনসংখ্যা চোখে পড়ার মতো না বাড়লেও আগের বারের ক্ষমতাসীন দল এনপিপির প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে ২৫-এ। কিন্তু তৃণমূল ভোটের মানচিত্রে ঢোকার পর কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ২১ থেকে কমে নেমে এসেছে ৫-এ। এই অবনতিও চোখে পড়ার মতো। তবে 'চমক'-এর পর্যায়ে নয়।

নির্বাচন কমিশনে নিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ রায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ মার্চঃ নির্বাচন কমিশনের উচ্চপদে নিয়োগ আরও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন। এই দাবি নিয়ে মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার সেই মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিল শীর্ষ আদালত। আদালতের রায়, এক বিশেষ প্যানেল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়োগ করবে। সেই প্যানেলে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। 'নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায়' রাখতেই এই রায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। বৃহস্পতিবার পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। সেই রায়ে বলা হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও আরও দুই নির্বাচনী আধিকারিক যাঁরা দেশ জুড়ে ভোটের দায়িত্ব থাকবেন, তাঁদের নিয়োগ হবে নয়া নিয়মে। তিন সদস্যের প্যানেলের অনুমোদন নিয়ে তাঁদের নিয়োগ করবেন দেশের রাষ্ট্রপতি। সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'নির্বাচন অবশ্যই স্বচ্ছ হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনকে সেই স্বচ্ছতা বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।' আরও বলা হয়েছে, 'গণতন্ত্রে স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়া জরুরি, নাহলে তার ফল ধ্বংসাত্মক হতে পারে।' তাই সিবিআই প্রধান নিয়োগের পদ্ধতিতেই নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে আদালতের রায়ে। এতদিন পর্যন্ত এই তিন আধিকারিকের নিয়োগ করতেন রাষ্ট্রপতি। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ মেনেই নিয়োগ করা হত।

সাগরদিঘি উপ নির্বাচনে জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী বায়রন, বিধানসভায় খুলল খাতা!

ধরাশায়ী তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২ মার্চঃ অবশেষে কংগ্রেসের শুন্যর গেরো কাটিয়ে বাম কংগ্রেস জোট অবশেষে বিধানসভাতে খাতা খুলল। সাগরদিঘি বিধানসভার উপ নির্বাচনে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ইভিএম খোলার পর পরেই কংগ্রেসের দিকে পাল্লা ভারী ছিল। শেষমেশ সাগরদিঘি বিধানসভা উপ নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস ২৫ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হলেন। সাগরদিঘির বিধানসভা উপ নির্বাচনে ৯জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও ত্রিমুখী লড়াইয়ে জমে উঠেছিল বিধানসভার উপ নির্বাচন পর্ব। কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস, বিজেপির প্রার্থী ছিলেন দিলীপ সাহা ও তৃণমূলের প্রার্থী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের দিনে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা একমাত্র লক্ষ্য ছিল কমিশনের। আর সেই মতো কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় সুষ্ঠ ভাবেই সম্পন্ন হয় বোমা ও গুলি ছাড়াই নির্বিঘ্নে শেষ হয় নির্বাচন। তবে বৃহস্পতিবার

সাগরদিঘির কামদাকিঙ্কর স্মৃতি মহা বিদ্যালয়ে গণনা কেন্দ্রে সকাল থেকেই গণনা শুরু হয়। মোট ১৬টি টেবিলে ১৬টি রাউন্ডের গননা হয়। শুরু থেকেই একটু একটু করে বাম কংগ্রেস জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস এগিয়ে যেতে থাকেন। শেষমেশ জয়ী হলেন তিনি। বাইরন বিশ্বাসের ভোটে এগিয়ে যেতেই একদা অধীর গড় হিসেবে পরিচিত সেই মুর্শিদাবাদে অকাল হোলিতে মেতে ওঠেন বাম ও কংগ্রেস কর্মীরা। ধুলিয়ানের একদা শিল্পপতি বাইরন বিশ্বাসের বাড়ির সামনেও আবীর ও বাজি ফাটাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি, বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে বাজি ফাটাতে থাকেন কংগ্রেস কর্মীরা। ফল ঘোষণার আগেই বাইরন বিশ্বাস জানিয়েছিলেন, জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি জয়ী হব, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। পরিবর্তন হবে সাগরদীঘি থেকেই। ২০১১ সালে জেলার একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক হিসেবে এই আসনে জয়ী হয়েছিলেন সুব্রত সাহা। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদের এই ৬০ নম্বর বিধানসভা আসনে ৫০.৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন তৃণমূলের সদ্য প্রয়াত নেতা সুব্রত সাহা। ওই একইভোটে প্রয়াত সুব্রত সাহার প্রাপ্ত ভোটের প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন বিজেপির মাফুজা খাতুন। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল ২৪.০৮ শতাংশ। ১৯.৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে তালিকায় তিন নম্বরে ছিলেন কংগ্রেসের হাসানুজ্জামান(বাপ্পা)। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই ব্লকের জনসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৪৬১ জন। তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ছিলেন ২ লক্ষ ৭৯৬ জন। মুসলিম সম্প্রদায় ছিলেন ৬৪.৬৮ শতাংশ। হিন্দু সম্প্রদায় ৩১.৫৬ শতাংশ। অন্যান্য সম্প্রদায় ৩.৭৬ শতাংশ। সরকারি নিয়মে পরবর্তী জনগণনা না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী দশ-এগারো বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরে নেওয়া হয় ৭.৫ শতাংশ। সেই হিসেব ধরলে সাগরদিঘির বর্তমান জনসংখ্যা আনুমানিক ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৪৬ জন। সংখ্যালঘু বাসিন্দা আনুমানিক ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৫৬ জন। মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা হবে সেই হিসেবে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬১৬ জন। তবে ১৬ রাউন্ড পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে কে জয়ী হবে এবং তার কত ব্যবধানে জয়ী হবে তার দিকে।

'বিনা প্রমাণে আমরা কাউকে গ্রেফতার করি না', বলল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন শিক্ষাকর্তা শান্তিপ্রসাদ সিনহা, মিডলম্যান প্রসন্ন রায়, প্রদীপ সিং, শাহিদ ইমাম সহ ১১ জনকে বৃহস্পতিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন বলেন, ''বিনা প্রমানে আমরা কাউকে গ্রেফতার করি না। এটা আমাদের কালচার না। প্রমাণ এলে তবেই এগোই। সিবিআইকে বলা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। এটা ভুল বলা হচ্ছে। হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত চলছে। কোর্টের কথা অনুযায়ী আমরা কেস ডায়রি সামনে আনি না। আমরা সূত্র জোগাড়ের কাজ করছি। আমাদের তদন্ত তো শেষ হয়নি। আমরা প্রভাবিত নই, আমাদের ক্ষমতা দেওয়া আছে। আমরা যাদের গ্রেফতার করেছি, তারা কেউ নিজের লোকেদের চাকরি দিয়েছে। কেউ প্যানেল বাতিল হওয়ার পর অন্যদের চাকরি দিয়েছে প্যানেল থাকা সত্ত্বেও। এটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র।''

বিষাদ বাড়াচ্ছে অ্যাডিনো, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু শিশুকন্যার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ কলকাতার পাশাপাশি গোটা রাজ্যে ক্রমেই বাড়ছে অ্যাডিনো ভাইরাসের দাপট। লাগাতার শিশুর মৃত্যুর খবরে উদ্বেগ বেড়েছে নাগরিক মহলে। আরও এক মৃত্যু হল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বুধবার রাত দুটো ১০ মিনিট নাগাদ এক বছর দু মাস বয়সী শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। মৃত শিশুকন্যাটির নাম শ্রেয়া পাল। অ্যাডিনো পজিটিভ ছিল শিশুটি। ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভর্তি ছিল হাসপাতালে। বিগত কয়েকদিন ধরেই তাঁর শারীরিক অবস্থার লাগাতার অবনতি হতে থাকে বলে খবর। একইসঙ্গে শিশুটি কো-মর্বিড ছিল বলেও জানা যাচ্ছে। আর সে কারণেই তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে বলে মত চিকিৎসকদের। শেষ পর্যন্ত আর হয়নি শেষ রক্ষা। মায়ের কোল খালি করে চলে গিয়েছে শ্রেয়া। শোকের ছায়া পরিবারে। এদিকে একের পর এক শিশু মৃত্যুতে উদ্বেগ বেড়েছে কলকাতার স্বাস্থ্য মহলেও। এদিন সন্ধ্যা ৬ টায় সবকটি মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতালের অধ্যক্ষ, শিশুরোগ বিভাগের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক মুখ্যসচিবের। সেখানে কী

সিদ্ধান্ত হয় সেদিকেও নজর রয়েছে সকলের। প্রশাসনের দাবি অ্যাডিনো সংক্রমণ এখনও রাজ্যে মাহামারির আকার ধারণ করেনি। কিন্তু, সন্তানহারা মা-বাবাদের কান্না সে কথা বলছে না। তিন মাসের শিশু কন্যা কাশ্মীরা খাতুন, এবং তিন বছর দুমাসের দিশা সর্দারের বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয়েছে বিসি রায় শিশু হাসপাতালে। অল্প সময়ের ব্যবধানে এদিন দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। তাদের মা-বাবাদের একটাই অভিযোগ, যে পরিষেবা তাঁদের পাওয়ার কথা তা তাঁরা পাচ্ছেন না। সে কারণেই অকালেই চলে যেতে হচ্ছে ছোট ছোট শিশুদের। এদিকে অ্যাডিনো রুখতে সরকারের তরফে দফায় দফায় নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে, চালু করা হচ্ছে হেল্প লাইন নম্বর, তাঁরা বলছেন ভেন্টিলেটর বেডের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু, তাই বলে এই সংক্রমণ এখনই মহামারির চেহারা নেয়নি। কিন্তু, বিসি রায় শিশু হাসপাতাল থেকে রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে গেলে ছবিটা সম্পূর্ণ উল্টো। সর্বত্রই কোলের সন্তানকে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা-বাবারা। হাহাকার হাসপাতাল চত্বরে। বিষাদের সুর হাসপাতালের অলিতেগলিতে। এখন দেখার ছবিটা কত দ্রুত বদলায়।

ফের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে ঢাকা

ঢাকা, ২ মার্চঃ দূষিত শহরের তালিকায় আবারও শীর্ষে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকা। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা ৫৮ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ১৭৮ নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে রাজধানী ঢাকার বাতাসের মান অস্বাস্থ্যকর রয়েছে।এদিকে আবার রাজধানী ছাড়াও কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে বাতাসের মান রয়েছে ২৫৭ যা খুবই অস্বাস্থ্যকর। এর আগে ঢাকায় সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) স্কোর ২৯৭ নিয়ে রাজধানীর বাতাসের মান ছিল 'খুব অস্বাস্থ্যকর'।১০১ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য 'অস্বাস্থ্যকর' বলে মনে করা হয়। ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে 'খুব অস্বাস্থ্যকর' বলা হয়। আর ৩০১ থেকে ৪০০ এর এর মধ্যে থাকা একিউআইকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে বিবেচিত হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে। ইরাকের বাগদাদ ও মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন যথাক্রমে ২৩৮ ও ১৯৩ এর স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে।বাংলাদেশে একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের ৫টি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে, সেগুলো হলো-বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ এবং ওজোন (ও৩)। দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণের কবলে রয়েছে ঢাকা। এর বাতাসের গুণগতমান সাধারণত শীতকালে অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায় এবং বর্ষাকালে কিছুটা উন্নত হয়। ২০১৯ সালের মার্চে পরিবেশ অধিদফতর ও বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার বায়ুদূষণের ৩টি প্রধান উৎস হল-ইটভাটা, যানবাহনের ধোঁয়া ও নির্মাণ সাইটের ধুলা এবং নিয়ম না মেনে প্রতিনিয়ত রাস্তা খোঁাখুঁাকিরা। প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস ধরেই ঢাকা বাতাসে দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে।

নরেন্দ্র মোদী খেলাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেনঃ রাকেশ সিনহা

বেগুসরাই, ২ মার্চ ঃ ক্রমবর্ধমান নগরায়ণে মানুষ ভুলে গেছে তাদের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা। স্বাধীনতার পর নরেন্দ্র মোদী হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি স্থানীয় খেলাধুলার প্রচারে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সাংসদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সকল সাংসদকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খেলাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন। রাজ্যসভার সদস্য অধ্যাপক ড. বৃহস্পতিবার বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রাকেশ সিনহা এ কথা বলেন।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনীতিতে খেলাধুলা থেকে বেরিয়ে এসে গঠনমূলক কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংসদীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামের প্রতিভা বাড়ানোর জন্য এই প্রতিযোগিতার আযজেন করার জন্য সমস্ত সাংসদদের অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বিরোধীদের শর্ত হল যে নরেন্দ্র মোদী যদি করেন, তাহলে বিরোধীদের সংসদ বলবে যে এমন কিছু নেই। ভারতে এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি।তিনি বলেন, কম প্রচারের পরও ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বেগুসরাইয়ে শুরু হতে যাওয়া সাংসদ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিন হাজারের বেশি খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে এখানকার প্রতিটি গ্রামের মাটিতে প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এই প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়া, উৎসাহিত করা, লালন করা এবং সুযোগ দেওয়া দরকার।

কংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবেঃরাজনাথ সিং

বেলাগাভি, ২ মার্চ ঃকংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবে। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের বেলাগাভিতে ''বিজয় সংকল্প যাত্রা''-র সূচনা করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, কংগ্রেস এতটাই নিচু হয়ে গিয়েছে যে বলছে, মোদীজি, আপনার কবর খোঁড়া হবে আসলে তাঁরা নিজেদের কবর খনন করছে। কংগ্রেস যত কাদা ছুড়বে, ততই পদ্ম ফুটবে। রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, বি এস ইয়েদুরাপ্পা স্বাস্থ্যগত কারণে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং বাসভরাজ বোমাই বিগত দেড় বছর ধরে

উন্নয়ন ও আর্থিক স্থিতিশীলতা-সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃউন্নয়ন, আর্থিক স্থিতিশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ-সহ বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আপনারা গান্ধীজি এবং বুদ্ধের দেশে মিলিত হয়েছেন, আমি প্রার্থনা করি আপনারা ভারতের সভ্যতাগত নীতি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আসুন, যা আমাদের বিভক্ত নয় একত্রিত করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা, দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ এবং খাদ্য ও জ্বালানি সঙ্কটের চ্যালেঞ্জ থেকে পরিত্রাণ পেতে জি-২০-র দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্ব।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ব্যর্থ অপশাসনের করুণ পরিণতি প্রধানত উন্নয়নশীল দেশগুলিই ভোগ করছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশ খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, ধনী দেশগুলির দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা সংক্রান্ত বিষয়ে লড়াই করছে। এই উত্তেজনা কীভাবে সমাধান করা উচিত সে সম্পর্কে আমাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। যারা এই কক্ষে নেই তাঁদের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। মোদী বলেছেন, বিগত কয়েক বছরের আর্থিক সঙ্কট, জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারী, সন্ত্রাসবাদ এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা নিজস্ব আদেশে ব্যর্থ হয়েছে। বক্তব্যের একেবারে শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিজস্ব জি-২০ প্রেসিডেন্সির জন্য 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত' থিম বেছে নিয়েছে ভারত। আমি আশা করি আজকের বৈঠকটি সাধারণ এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রিত হওয়ার চেতনাকে প্রতিফলিত করবে।

ত্রিপুরাঃকার্যকর্তাদের জন্যই জয় সম্ভব হয়েছে, বিজয়ী হয়ে বললেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

আগরতলা, ২ মার্চ ঃ কার্যকর্তাদের জন্যই জয় সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে ৮-টাউন বাদোয়ালি কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা। তিনি ১,২৫৭ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী আশিসকুমার সাহাকে পরাজিত করেছেন।ডা, সাহা বলেন, আজকের জয়ে আমি অত্যন্ত খুশি। তার জন্য বিশেষ

করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি সমস্ত কার্যকর্তা, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অসম ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত নেতৃত্ব প্রচারে সহযোগিতা করেছেন সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।তাঁর দাবি, বিজেপি কার্যকর্তাদের জন্যই এই জয় সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরায় পুনরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সমস্ত কৃতিত্ব তাঁদেরই, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি। এদিন জয়ী হওয়ার পর নির্বাচনী আধিকারিক ডা. মানিক সাহার হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী-জর্জিয়া, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে হায়দ্রাবাদ হাউসে জর্জিয়াকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী মোদী, এরপর উভয়ে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক করেছেন।ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে এসে পৌঁছন, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় দেশ থেকে কোনও শীর্ষ নেতার এটিই প্রথম ভারত সফর। বিমানবন্দরে মেলোনিকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পি পওয়ার। পরে রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন জর্জিয়া মেলোনি। এরপর হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি।

উত্তর-পূর্ব মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, মন্তব্য মালব্যর

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের তিন রাজ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে টুইটারে মন্তব্য করলেন বিজেপি-র তথ্য প্রযুক্তি শাখার সর্বভারতীয় প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। অমিতবাবু লিখেছেন, বাম-কংগ্রেস জোট এবং উচ্চাভিলাষী টিএমসি থাকা সত্ত্বেও বিজেপি ত্রিপুরাকে ধরে রেখেছে। টিএমসি নোটা-র চেয়ে কম (₹১) ভোট পেয়েছে! টিএমসি মেঘালয়ে কংগ্রেসের ১২ জন বিধায়ককে নিয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাটা এখন কমে দাঁড়িয়ে হয়েছে ৫এ। উত্তর-পূর্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রত্যাখ্যান করেছে। এর পর হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে।

'নগর পরিকল্পনা, উন্নয়ন এবং নিকাশি ব্যবস্থা' নিয়ে বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে

নয়াদিল্লি,২ মার্চ ঃআপনাদের সবাইকে নগরোন্নয়নের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আয়োজিত এই বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারে স্বাগত। বন্ধুগণ,এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার পর এত বছরে আমাদের দেশে হাতে গোণা কয়েকটি মাত্র সুপরিকল্পিত নগর গাে উঠেছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছরে যদি ৭৫টি নতুন এবং বড় সুপরিকল্পিত নগর গাে উঠতো, তা হলে আজ ভারতের চেহারা অন্যরকম হ'ত। কিন্তু, এখন একবিংশ শতাব্দীতে যেভাবে ভারত দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে, আগামী দিনে ভারতে অনেক সুপরিকল্পিত নতুন শহর গাে তোলা অনিবার্য হয়ে উঠবে।এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে নগরোন্নয়নের দুট প্রধান দিক রয়েছে। নতুন শহরগুলির উন্নয়ন আর পুরনো শহরগুলিতে পুরনো ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ। এই দৃষ্টিকোণকে সামনে রেখে আমাদের সরকার প্রত্যেক বছরের বাজেটে নগরোন্নয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে। এবারের বাজেটে নগর পরিকল্পনার মাপদন্ডগুলির জন্য ১৫ হাজার কোটি টাকা উসাহ ভাতার বাজেট বরাদ্দও নির্ধারিত করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর মাধ্যমে দেশে সুপরিকল্পিত এবং সুব্যবস্থিত নগরায়নে নতুন সূত্রপাত হবে, এই প্রক্রিয়ায় গতিসঞ্চার হবে। বন্ধুগণ,আপনাদের মতো বিশেষজ্ঞরা সকলে জানেন যে, নগরোন্নয়নে নগর পরিকল্পনা এবং নগর শাসন উভয়েরই অত্যন্ত ব। ভূমিকা থাকে। শহরগুলির বাজে পরিকল্পনা অথবা ভালো পরিকল্পনা হলেই তার বাস্তবায়ন না হওয়া। দুটিই আমাদের উন্নয়নযাত্রার সামনে ব। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে যানবাহন পরিকল্পনা, নগর পরিকাঠামো পরিকল্পনা, জল ব্যবস্থাপনা - এই সকল ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে হবে।এই ওয়েবিনারের ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে আপনারা অবশ্যই তিনটি প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেবেন। প্রথমত, রাজ্যগুলিতে নগর পরিকল্পনা বাস্তব্যবস্থাকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায় দ্বিতীয়ত, বেসরকারি ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞতাকেও কিভাবে নগর পরিকল্পনায় যথার্থভাবে কাজে লাগানো যায় এবং তৃতীয়ত, এ ধরনের কোনও ' অফ এক্সেলেন্স' কিভাবে গড়ে তোলা যায়, যেখানে নগর পরিকল্পনাকে একটি নতুন মাত্রা প্রদান করা যাবে।প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে এবং দেশের সমস্ত নগর প্রশাসনকে সর্বদাই একটি কথা মনে রাখতে হবে। তারা যদি সুপরিকল্পিতভাবে শহরের প্রতিটি এলাকার উন্নয়ন করতে পারে, তবেই তারা দেশের উন্নয়নে নিজেদের অবদান রাখতে পারবে। আমাদের একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, স্বাধীনতার অমৃতকালে নগর পরিকল্পনাই আমাদের শহরগুলির ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আর ভারতে সুপরিকল্পিত শহরগুলি ভারতের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যখন পরিকল্পনা সুন্দর হবে, তখন আমাদের শহর পরিবেশের দিক থেকে এবং জল সংরক্ষণের দিক থেকে স্থিতিস্থাপক হয়ে উঠবে। বন্ধুগণ,এই ওয়েবিনারে নগর পরিকল্পনা এবং নগর শাসনের যত বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার একটি বিশেষ অনুরোধ রয়েছে। আপনাদের বেশি করে উদ্ভাবক ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। জিআইএস বা ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা ভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান রচনা থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরিকল্পনার বিভিন্ন উপায় খুঁজে বের করা, দক্ষ মানবসম্পদ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা সামর্থ্য গড়ে তোলা - এই প্রতিটি ক্ষেত্রের নিজস্ব বড় ভূমিকা থাকতে পারে। আপনাদের বিশেষজ্ঞতা যেন আজ স্বশাসিত স্থানীয় নগর প্রশাসনগুলিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এই প্রয়োজন আপনাদের জন্য অনেক নতুন নতুন সুযোগ গড়ে তুলবেই। বন্ধুগণ, নগরগুলির উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হ'ল যানবাহন পরিকল্পনা। আমাদের শহরগুলির যাতায়াত ব্যবস্থা যেন বাধাহীন থাকে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। আপনারা সবাই জানেন যে, ২০১৪ সালের আগে দেশে মেট্রো যোগাযোগ ব্যবস্থা কেমন ছিল। আমাদের সরকার অনেক শহরে মেট্রো রেল সম্প্রসারণের কাজ করেছে। আজ আমরা মেট্রো নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে অনেক দেশের তুলনায় এগিয়ে আছি। এখন প্রয়োজন হ'ল এই নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা এবং দ্রুতগতিতে প্রান্তিকতম স্থানে পৌঁছে দেওয়া। আর সেজন্য দক্ষ যানবাহন পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে। শহরগুলিতে সড়ক প্রশস্তিকরণ থেকে শুরু করে পরিবেশ-বান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা, এলিভেটেড রোড, জংশন ইমপ্রুভমেন্ট - এই সকল ব্যবস্থাকে সংহত যানবাহন পরিকল্পনার অঙ্গ করে তুলতে হবে।বন্ধুগণ,আজ ভারত বৃত্তীয় অর্থনীতিকে নগরোন্নয়নের বড় ভিত্তি করে তুলছে। আমাদের দেশে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার টন পৌর বর্জ্য নিষ্কাশিত হয়। এর মধ্যে থাকে ব্যাটারি বর্জ্য, বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন বর্জ্য, টায়ার ইত্যাদির অটো মোবাইল বর্জ্য আর কম্পোস্ট সার তৈরি করা যেতে পারে - এ ধরনের বর্জ্য। ২০১৪ সালে দেশে যেখানে মাত্র ১৪-১৫ শতাংশ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ হ'ত, আজ সেখানে ৭৫ শতাংশ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ হচ্ছে। আগে থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হলে আমাদের শহরগুলির বাইরে বড় বড় বর্জ্যের পাহাড় গড়ে উঠতো না।আজ বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে এই বর্জ্যের পাহাড়গুলি থেকেও শহরগুলিকে মুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে বেশ কিছু নতুন শিল্পোদ্যোগের জন্য পুনর্ব্যবহার ও বৃত্তীয় অর্থনীতি গাে তোলার অনেক সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে বেশ কিছু স্টার্টআপ খুব ভালো কাজ করছে। আমাদের প্রত্যেকেরই উচি এদের পাশে দাঁড়ানো। প্রত্যেক শিল্পোদ্যোগেরই উচি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে ব্যবহার করা। আমরা অমৃত যোজনার সাফল্যের পর শহরগুলিতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য '২.০' প্রকল্প চালু করেছিলাম। এই প্রকল্পের পাশাপাশি এখন আমাদের জল ও পয়ঃপ্রণালী

নাগাল্যান্ডে ১৫,৮২৪ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও

কোহিমা, ২ মার্চ ঃ নাগাল্যান্ডে বিশাল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপির জোটশরিক 'ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক প্রগ্রেসিভ পার্টি' (এনডিপিপি)-প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও। ১৫,৮২৪টি ভোটের পাশাপাশি ৯২.৮৭ শতাংশ-এর বিশাল ব্যবধানে উত্তর আঙ্গামি-২ বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছেন তিনি।এই খবর লেখা পর্যন্ত ভোট গণনা চলছে। নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বহু হেভিওয়েট নেতা বিজয়ী হয়েছেন। তবে প্রধান আঞ্চলিক দল নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) এবং কংগ্রেস বিধ্বস্ত হয়ে গেছে বিজেপি-এনডিপিপি ঝড়ে। রিওর দুর্দান্ত বিজয় ক্ষমতাসীন জোটের কাছে একটি বড়

আশাব্যঞ্জক হিসেবে ধরা হচ্ছে। ভোটের ফলাফলে রাজ্য বিধানসভায় অনায়াসে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে বিজেপি-এনডিপিপি জোট।সরকারিভাবে ফলাফল ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও বলেন, তার দলের কাছে এই বিজয় নিশ্চিত ছিল। রাজ্যবাসী স্বস্তি পেতে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারকে পুনরায় স্বাগত জানিয়েছেন। এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নাগাল্যান্ড বিদ্রোহী কার্যকলাপ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সহ বহু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। কেন্দ্রে মোদী নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের বদৌলতে বহ সমস্যা সমাধান হয়েছে এবং হচ্ছেও। এবারের বিপুল জয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা আনবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন নেইফিউ।পোড় খাওয়া বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ নেইফিউ রিও ১৯৮৯ সাল থেকে উত্তরাঞ্চল আঙ্গামী-২ আসনে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তিন মেয়াদে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। তবে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে চলে গিয়েছিলেন রিও। পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইচ্ছায় এবং বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করে ২০১৮ সালে রাজ্য রাজনীতিতে চলে আসেন এবং এই আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেন নেইফিউ।উল্লেখ্য, ৬০ সদস্যের নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ২০টি আসনে এবং জোটশরিক এনডিপিপি ৪০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবার নাগাল্যান্ড বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় এবং আঞ্চলিক মোট ১২টি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে বলে জানান।

সেবি-কে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলার তদন্ত শেষ করার নির্দেশ, রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ ভারতের শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ' অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া' (সেবি)-কে আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলা নিয়ে দ্রুত তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেবি-কে আগামী দু'মাসের মধ্যে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হিন্ডেনবার্গ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণে খুশি প্রকাশ করেছেন গৌতম আদানি, তাঁর মতে সত্যের জয় হবে। টুইট করে গৌতম আদানি জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। সত্যের জয় হবে।মূলত হিন্ডেনবার্গের রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত করছে সেবি। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, সেবি যেন এই মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করে। বেঞ্চ বলেছে, ' তদন্ত করে দেখতেই হবে যে, সত্যিই বেআইনি ভাবে শেয়ারের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল কি না।'' একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও তৈরি করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এএম সাপ্রের নেতৃত্বে ওপি ভট্ট, বিচারপতি কেপি দেবদত্ত, কেভি কামাথ, নন্দন নিলেকানি এবং সোমাশেখর সুন্দারেশনেপ কমিটি শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

জর্জিয়াকে ভারতে স্বাগত জানালেন মোদী, রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে ভারতে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনাও জানানো হয়েছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বৃহস্পতিবার সকালেই দিল্লিতে এসে পৌঁছন, বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ইউরোপীয় দেশ থেকে কোনও শীর্ষ নেতার এটিই প্রথম ভারত সফর। বিমানবন্দরে মেলোনিকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পি পওয়ার।পরে রাষ্ট্রপতি ভবনে ইতালির প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন জর্জিয়া মেলোনি। বৃহস্পতিবারই ' রাইসিনা সংলাপ'-এর অষ্টম সংস্করণ শুরু হচ্ছে। চলবে আগামী চৌঠা মার্চ পর্যন্ত। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলানি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

বিশাল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা

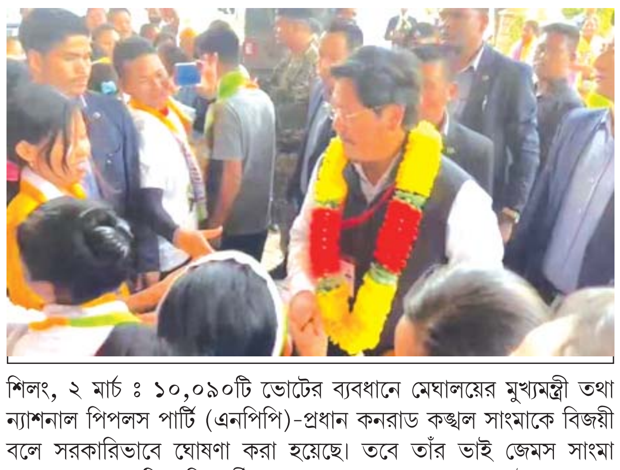

শিলং, ২ মার্চ ঃ ১০,০৯০টি ভোটের ব্যবধানে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-প্রধান কনরাড কঙ্খল সাংমাকে বিজয়ী বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তাঁর ভাই জেমস সাংমা দাদেংগ্রে আসনে টিএমসি প্রার্থী রূপা মারাকের কাছে মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন।রাজ্যের জনতা তাঁর দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রতি আস্থা রেখে দলীয় প্রার্থীদের ভোট দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন কনরাড সাংমা। নির্বাচনী আধিকারিকের হাত থেকে শংসাপত্র নিয়ে বাইরে এসে জয় সম্পর্কে এভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে কনরাড সাংমা বলেছেন, তাঁরা এখনও কয়েকটি সংখ্যা থেকে পিছনে চলছেন। তব চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি।মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ তুরা কেন্দ্রে তাঁর প্রতিপক্ষ ও বিজেপি নেতা বার্নার্ড মারাককে পরাজিত করে নির্ধারক বিজয় অর্জন করেছেন।এদিকে রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক আইএএস ফ্রেডরিক রায় খরকংগর জানান, দক্ষিণ তুরা আসনে ১০,০৯০টি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। ওই আসনে ভোট পড়েছিল প্রায় ৪৯.৪২ শতাংশ। কনরাড সাংমা নেতৃত্বাধীন এনপিপি এখন পর্যন্ত পাঁচটি আসনে বিজয়ী এবং ২১টি আসনে এগিয়ে রয়েছে।এদিকে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার বড় ভাই জেমস পাংসাং কঙ্খল সাংমা তিনবারের এনপিপি বিধায়ক, দাড়েংগ্রে আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের রূপা এম মারাকের কাছে মাত্র ৭ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হয়ছেন।

''জোটই আগামীদিনের সূত্র'', আশা অধীরের

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ জোটই আগামীদিনের সূত্র বলে মনে করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।প্রশ্নের উত্তরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বৃহস্পতিবার বলেন, আমরা বরাবরই জোট চেয়েছি। বামেদের সঙ্গে আমরা কখনও জোট বিচ্ছিন্ন করিনি তো। ২০১৬ সাল থেকে আমরা একই কথা বলে আসছি। সিপিএমের মাঝখানে মনে হয়েছিল, জোটের দরকার নেই, তাই তারা সরে গিয়েছিল। আমরা সরিনি।আমি বিমানবাবুকে নির্বাচন শুরুর আগে অনুরোধ করেছিলাম। উনি তাতে সাড়া দিয়ে সমর্থন করেছেন। তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাই। মহম্মদ সেলিম আমাকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। তাঁরা প্রচারে এসেছিলেন। বোন মীনাক্ষী প্রচারে এসেছিলেন। সিপিএমের বহু বড় বড় নেতা এখানে প্রচারে এসেছেন।স্বাভাবিকভাবে বায়রন বিশ্বাসের জয়ের পিছনে কংগ্রেস, তার সঙ্গে বামেদের সমর্থন এবং তৃণমূলের একটা অংশ আমাদের সমর্থন করেছেন। গতবার আমি বলেছিলাম, কংগ্রেস হারতে পারে। হারিয়ে যাবে না। আজ প্রমাণ হয়েছে, কংগ্রেস হারিয়ে যায়নি। কংগ্রেস হারাতে পারে, তাড়াতে পারে। তৃণমূলকে বাংলা থেকে হারাব এবং তাড়াব।সোমবার বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া মোটের ওপর শান্তিপূর্ণই ছিল ভোটগ্রহণ। ভোট পড়ে ৭৮.১৮ শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে জয় নিয়ে আশা প্রকাশ করে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেছিলেন, সাগরদিঘিতে বামেরা তো ভোট আমাদের দিয়েছে। বিজেপির কিছু ভোট দিয়েছে। কারণ তৃণমূলকে মোকাবিলা করতে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাম ও কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি নেই বিধানসভায়। সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ের হাত ধরে সেই খরা কাটতে চলেছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩ মার্চ ঃবৃহঃবার, ১৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৮ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩২.০৭ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার- সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ০১ মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪১ মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার মনকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস, সহানুভূতি, আশাবাদ এবং বিশ্বস্ততার মত ইতিবাচক অনুভূতিগুলি গ্রহণে উৎসাহিত
বৃষ রাশিঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। বিবাহের যোগ হতে পারে
মিথুন রাশিঃআপনার ক্রমাগত ইতিবাচক চিন্তা পুরস্কৃত হবে। আপনি আপনার প্রচেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃ সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। শুভ
সিংহ রাশিঃমানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন। শুভদিন।
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয়।
তুলা রাশিঃবন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন।
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। শুভদিন
ধনু রাশিঃ চোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে
মকর রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি আজ একটি ইতিবাচক আভা নির্গত করবেন। বিবাহের যোগ হবে।
কুম্ভ রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে। শুভদিন হবে
মীন রাশিঃকাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। থেকেআপনাকে ভালোবাসবার

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার অপহরন হওয়া যুবতী, ধৃত ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২ মার্চ ঃ পুলিশের তৎপরতায় ভেস্তে গেল অপহরণ। উদ্ধার এক যুবতী। ধৃত যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানা এলাকায়। আর এই অপহরণ করার অপরাধে এক যুবককে গ্রেফতার করলো জয়নগর থানার পুলিশ। তবে এটা অপহরণ নাকি অবৈধ সম্পর্ক তাঁর তদন্তে জয়নগর থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার রায়নগর এলাকার এক যুবতীকে অপহরণের অভিযোগে ধৃত এক যুবককে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। জয়নগর থানার রায়নগর এলাকার ২৫ বছরের এক যুবতির সাথে মথুরাপুরের এক যুবকের বেশ কিছু দিন আগে যোগাযোগ ঘটে যায়। তাঁর পরে তাকে কলকাতায় কাজের টোপ দিয়ে ডেকে নিজের বাড়িতে আটকে রাখে বলে অভিযোগ। মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী মেয়ের অপহরণের অভিযোগ দায়ের করে ওই মহিলার মা জয়নগর থানায়। আর সেই অভিযোগ পাওয়ার পরে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এস আই তন্ময় দাস তদন্তে নেমে বুধবার রাতে মথুরাপুর থানার তিলান এলাকা থেকে সব্যসাচী মন্ডল নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতকে বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় জয়নগর থানার পুলিশ। এই অপহরণের পিছনে কি কারন আছে। এই ঘটনায় কারা কারা যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ভট্টনগর বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই বেশ কয়েকটি দোকান, ঘটনাস্থলে ২টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার ভোররাতে হাওড়ার লিলুয়ার ভট্টনগর বাজারে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এই ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায় বেশ কিছু দোকান। সামনে দোল, হোলি এবং বিয়ের মরসুমে প্রচুর টাকার মালপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিধ্বংসী আগুনে সবজি বাজার ভস্মীভূত হয়ে যায়। কমপক্ষে ১৫- ২০টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেখানে দশকর্মা থেকে সবজির দোকান ছিল। সব দোকানে আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন দোকানদারেরা। সামনে দোল ও হোলি। রয়েছে বিয়ের মরসুম। দোকানে প্রচুর টাকার মাল মজুত করেছিলেন ব্যবসায়ীরা। আগুনে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হাওড়া ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার সুব্রত ভট্টাচার্য্য জানান, প্রায় ১০- ১২টি দোকান পুড়ে গেছে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। ঘটনাস্থলে ২টি ইঞ্জিন এসে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। এদিন দোকানদারেরা জানান, আগুনে প্রায় তাদের সব দোকান মিলে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিনে এসে আগুন আযত্বে নিযে.আসে। ঘটনাস্থলে আসে লিলুয়া থানার পুলিশ। এদিন খবর পেয়ে বাজার সংলগ্ন বস্তির লোকজন ছুটে এসে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তখন তারা দেখেন ওই বাজারের মধ্যেই একটি দোকানের তালা ভাঙা এবং দোকানের ভেতর থেকে ক্যাশ বাক্স চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে চোরেরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও ভট্টনগর বাজারে আতঙ্কের সৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে।

মার্চ মাসে হাওড়া বর্ধমান শাখায় ১৪ টি লোকাল ট্রেন বাতিল, দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২ মার্চ ঃ আবার দুর্ভোগের মুখে পড়তে চলেছে হাওড়া শাখার নিত্যযাত্রীরা। গোটা মার্চ মাস জুড়ে হাওড়া শাখায় ১৪ টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। পূর্ব রেলের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হাওড়া শাখায় লিলুয়া বর্ধমান রেল লাইন মেরামতির জন্যই লোকাল বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, লিলুয়া-বর্ধমান লাইনে হাইস্পিড ট্রেন চলবে। যে কারণেই ট্রেন চলাচলের জন্য লাইন সংস্কারের কাজ করতে হবে। ওই নির্দিষ্ট লাইনে উন্নতমানের ওভারহেড তারও বসবে। সে কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। গোটা মার্চ মাস জুড়েই ১৪ টি লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। হাওড়া থেকে বাতিল থাকবে-৩৭৬১১, ৩৭৮১৫, ৩৭৩৪৩, ৩৬০৭১, ৩৭০১১, ৩৬৮২৫, ৩৬০৮৫। বর্ধমান থেকে যে দুটি ট্রেন বাতিল থাকবে, ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৪০। পাণ্ডুয়া থেকে বাতিল থাকছে, ৩৭৬১৪, তারকেশ্বর থেকে বাতিল থাকবে ৩৭৩৫৪। শ্রীরামপুর এবং মশাগ্রাম থেকেও একটি করে লোকাল বাতিল থাকছে।

গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি ও ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২ মার্চ ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছির মধ্যে এবং ডিব্রুগড়- সেকেন্দ্রাবাদের মধ্যে যথাক্রমে ০৩ মার্চ থেকে ০১ এপ্রিল, ২০২৩ পর্যন্ত ও ০৯ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২৩ পর্যন্ত ট্রেন পরিষেবা সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ০৬ মার্চ, ২৩ তারিখ থেকে আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনটির পরিষেবা করিমগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, ০৮০৪৭ / ০৮০৪৮ নং সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল উভয় দিক থেকে বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে ৫ টি ট্রিপের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৮০৪৭ নং সাঁতরাগাছি-গুয়াহাটি সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনটি ০৩ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ, ২৩ তারিখ পর্যন্ত সাঁতরাগাছি থেকে প্রত্যেক শুক্রবার করে রওনা দিবে। ০৮০৪৮ নং গুয়াহাটি-সাঁতরাগাছি সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল ট্রেনটি ০৪ মার্চ থেকে ০১ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত গুয়াহাটি থেকে প্রত্যেক শনিবার করে রওনা দিবে। ০৭০৪৬/ ০৭০৪৭ নং সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল উভয় দিক থেকে বিদ্যমান সময়সূচি, স্টপেজ ও গঠনের সাথে ০৯ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। ০৭০৪৬ নং সেকেন্দ্রাবাদ-ডিব্রুগড় স্পেশাল ট্রেনটি ০৯ মার্চ থেকে ২৭ এপ্রিল ২৩ তারিখ পর্যন্ত সেকেন্দ্রাবাদ থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে রওনা দিবে। ০৭০৪৭ নং ডিব্রুগড়-সেকেন্দ্রাবাদ স্পেশাল ট্রেনটি ১২ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল, ২৩ তারিখ পর্যন্ত ডিব্রুগড় থেকে প্রত্যেক রবিবার করে রওনা দিবে। এছাড়াও, ০৭৬৭৯০ / ৭৬৮০ নং আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনটির চলাচল ০৬ মার্চ, ২০২৩ তারিখ থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ০৭৬৭৯ আগরতলা- করিমগঞ্জ ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনটি আগরতলা থেকে ০৬.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ১৩.২০ ঘণ্টায় করিমগঞ্জ পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ০৭৬৮০ নং করিমগঞ্জ-আগরতলা ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনটি করিমগঞ্জ থেকে ১৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ২০.৪৫ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছাবে। এর সম্প্রসারিত পরিষেবার সময় ট্রেনটি নদীয়াপুর, চুড়াইবাড়ি, তিলভূম, চাঁন্দখিরা বাগান, কলকলিঘাট, পাথারকান্দি, কানাইবাজার, বারইগ্রাম, কায়স্থগ্রাম, নিলামবাজার ও সুপ্রাকান্দিতে স্টপেজ দিবে। আগরতলা-ধর্মনগরের মধ্যে স্টেশনগুলিতে ট্রেনটির সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ট্রেন বাতিলে ভোগান্তি যাত্রীদের একাংশের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আবারও বাতিল একাধিক ট্রেন। রেলের পরিকাঠামো সংক্রান্ত কিছু কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে একগুচ্ছ ট্রেন। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের মূলত আদ্রা ডিভিশনে নন-ইন্টারলকিং-এর কাজ হচ্ছে। সেই কারণেই ২ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত ট্রেন চলাতল ব্যহত হবে বলে জানানো হয়েছে। এই শাখায় যে ট্রেনগুলি বাতিল হচ্ছে, সেগুলি হল- ১৩১৫২ / ১৩৫১১ আসানসোল-টাটানগর- আসানসোল এক্সপ্রেস ট্রেন। এই ট্রেনটি এক সপ্তাহে তিন বার চলে। ৩ মার্চ, শুক্রবার এই ট্রেন যাত্রা করার কথা। ০৮১৭৩/ ০৮১৭৪ আসানসোল-টাটানগর-আসানসোল মেমু স্পেশাল ট্রেনটি পুরুলিয়া স্টেশন অবধি যাতায়াত করবে। ২, ৩, ৪ মার্চ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার ট্রেনটি যাত্রা করার কথা ছিল। রামপুরহাট ও মুরারই স্টেশনের মধ্যে এবং রামপুরহাট ও মুরারই স্টেশনের তৃতীয় লাইনের কাজ হচ্ছে। সে কারণে ওই দুই লাইনেও ব্যহত হচ্ছে রেল পরিষেবা। **যে সব ট্রেন ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেগুলি হল-** ১৩০৫৩/ ১৩০৫৪ হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯/ ১৩১৫০ শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭/ ১৩১৪৮ শিয়ালদহ-বামনহাট-শিয়ালদহ, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। এই ট্রেনগুলি ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফরাক্কা লাইন দিয়ে ঘোরানো হবে। ব্যান্ডেল, কাটোয়া ও আজিমগঞ্জ স্টেশনে থামবে ট্রেন। ১৩৪১৭ দিঘা-মালদহ টাউন এক্সপ্রেস ৩০ মিনিট দেরিতে চলবে বলেও জানানো হয়েছে।

গরম বাড়ছে মহানগরীতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ তাপমাত্রার পারদ চড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম বাড়ছে তিলোত্তমায়, বাড়ছে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। গরম বাড়ছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, বরং ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। ভোরের দিকে এখনও হালকা ঠান্ডা মালুম হচ্ছে, কিন্তু বেলা বাড়তেই তাও উধাও হয়ে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দিন পাঁচেকের মধ্যে রাতের তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন না হলেও, দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। সকালের দিকে কোথাও কোথাও আকাশ মেঘলা থাকলেও, বেলা বাড়তেই আকাশ পরিস্কার হয়ে যাবে।

দু'দিন চিকিৎসার পর মৃত্যু ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২ মার্চ ঃ বোনের সঙ্গে মাথার চুল বাধার ফুল নিয়ে গন্ডগোলের জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল এক কিশোরী। মৃতার নাম ফিরোজা মোল্লা (১৬)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত সিংহেশ্বর গ্রামে ওই ছাত্রীর। দু'দিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফিরোজার মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গত সোমবার এলাকায় জলসা উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা থেকে মাথার চুল বাধার ফুল কিনেছিল ফিরোজা। বাড়িতে সেটা নিয়ে এলে বোন নার্গিস মোল্লা সেটি নিয়ে নেয়। এই নিয়েই দুই বোনের মধ্যে ঝগড়া অশান্তি হয়। এরপর দশম শ্রেণীর ওই ছাত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। মঙ্গলবারই তাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানে দু'দিন চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার সকালে মৃত্যু হয় ফিরোজার। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

অঙ্ক পরীক্ষার দিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় হাওড়ায় বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখলেন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২ মার্চ ঃ অঙ্ক পরীক্ষা সকলের ভালো হয়েছে। দাবি পর্ষদ সভাপতির। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার দিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় হাওড়ায় বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন এবার জেলায় জেলায় ঘুরে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষার দিন তিনি হাওড়ায় আসেন। বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন। পরীক্ষা ক্ষেত্রে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখেন পর্ষদ সভাপতি। এদিন তিনি হাওড়ায় শিবপুর বি ই মডেল, শিবপুর প্রজ্ঞানন্দ, শিবপুর হিন্দু গার্লস, হাওড়া হাট হাইস্কুল, বালিটিকুরি মুক্তারাম সহ বেলুড় হাইস্কুলে পরিদর্শন করেন। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উল্লেখ্য, এবারই প্রথম কোনও পর্ষদ সভাপতি নিজে জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে যাচ্ছেন। এদিন তিনি বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে যান। কথা পরীক্ষকদের সঙ্গে। জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা খতিয়ে দেখেছেন তিনি। পর্ষদের দেওয়া নির্দেশ মানা হচ্ছে কি না তাও তিনি খতিয়ে দেখেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আজকে আমি হাওড়া সদরের কয়েকটি স্কুল ঘুরে দেখলাম। আজ যেহেতু অঙ্ক পরীক্ষা, এবং এই অঙ্ক পরীক্ষা নিয়ে যেহেতু পরীক্ষার্থীরা ও অভিভাবকেরা চিন্তায় থাকেন, কিন্তু সেই চিন্তা সকলেই কাটিয়ে উঠেছেন। সকলেরই পরীক্ষা ভালো হয়েছে। প্রতিদিনই আমি স্কুলগুলোতে যাচ্ছি। কীভাবে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছেন তা দেখছি। পর্ষদের নির্দেশ মেনে কীভাবে ভালো কাজ হচ্ছে তা দেখে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যতগুলো জেলা দেখব ততই ভালো। সেজন্যেই ঘুরছি। আমি খুব খুশি। হাওড়ার যেসব স্কুলে আজ এসেছি তারা যেভাবে কাজ করছেন তাদের উদ্বুদ্ধ করাও খুব প্রয়োজন ছিল। আমাদের কাছেও এটা একটা অভিনব অভিজ্ঞতা।' অঙ্ক পরীক্ষায় গ্রাফ পেপার দেওয়া হয়নি এই অভিযোগ প্রসঙ্গে পর্ষদ সভাপতি বলেন, 'আমরা নোটিফাই করে দিয়েছিলাম। আমরা জানিয়েও দিয়েছিলাম। একটা কনফিউশান হয়েছিল। যে অঙ্ক ছিল সেটা খাতাতেই করার কথা। আমরা সেভাবেই ছাত্রছাত্রীদের বলেছি তোমরা যেরকম নরমালই করো গ্রাফ আঁকতে হবেনা। তোমাদের যেভাবে এঁকে করার কথা সেভাবে আঁকো।' এবার মাধ্যমিকের শুরুতে কোথাও প্রশ্ন ফাঁসের কথা উঠছিল সেই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'একটাও প্রশ্ন ফাঁস হয়নি। এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে হ্যাটা করার জন্য। এই স্যাবোটেজ করে কারও কোনও লাভও হয়নি। আমরা খুব খুশি মানুষের মধ্যে চেতনা এসেছে। আমাদের আবেদনে সকলে সাড়া দিয়েছেন। প্রশাসনের সদর্থক প্রচেষ্টায় এই ধরনের ঘটনা কেউ আর ঘটানোর চেষ্টা করেনি। এই ধরনের ঘটনাও ঘটেনি। সেই কারণেই এবার পরীক্ষাও নির্বিঘ্নে হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'এবছরই প্রথমবার মনিটরিং সিস্টেম চালু করে ভালো সাড়া পাচ্ছি। ৫ শতাংশ ভেনু থেকে খুব স্মুথলি সাড়া পাচ্ছি। ১৫ শতাংশ ভেনুতে ওটিপি, কানেক্টিভিটি সহ সামান্য কিছু সমস্যা হয়েছে। এছাড়া আর কোনও সমস্যা আমরা পাচ্ছিনা। প্রথম বছর হওয়া সত্ত্বেও এবার এই মনিটরিং সিস্টেম চালু করে খুব উপকৃত হয়েছি। পরেরবার থেকে এটা আরও উন্নততর মিডিয়ামের কাজ করবে।'

২০২৩ মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্র নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক

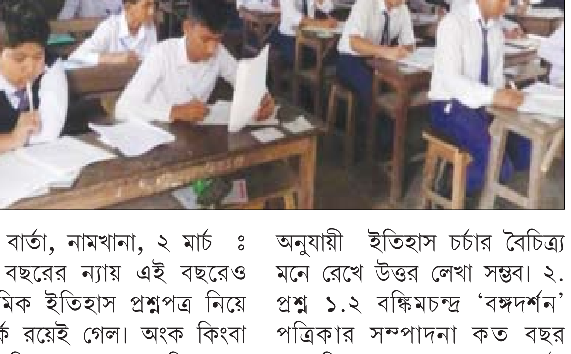

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২ মার্চ ঃ গত বছরের ন্যায় এই বছরেও মাধ্যমিক ইতিহাস প্রশ্নপত্র নিয়ে বিতর্ক রয়েই গেল। অংক কিংবা ইংরেজি থেকে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের কাছে ইতিহাস পরীক্ষা কিন্তু সহজ হয়ে থাকে। ড ইতিহাস যারা পড়াশোনা করেন তাদের জানা থাকলে 'কমন' আর জানা না থাকলে 'আনকমন' এই ধারণায় বিশ্বাসী পরীক্ষার্থীরা। বুধবার দিন ছিল পরীক্ষার্থীদের ইতিহাস পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাতে ছাত্রছাত্রীরা শর্ট কোশ্চেন টাচ করতে পারে নি। যেসব ছাত্রছাত্রীরা একটু মেধাবী তাদের ক্ষেত্রেও শর্ট কোশ্চেনের উত্তর তেমন ভাবে আশানুরূপ করতেই পারেনি বলে ছাত্রছাত্রীরা মত প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নামখানা ব্লকের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলেন, 'ইতিহাসের শর্ট প্রশ্ন বইয়ের বাইরে থেকেও এসেছে। আমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় ইতিহাস বিষয়ে এত কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হব আমরা ভাবতে পারিনি।' যেমন - ১. প্রশ্নপত্রে ১.১ দাগে রাচেল কারসন নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। উত্তর হবে- (গ) পরিবেশের ইতিহাসে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম বলছে- আধুনিক ইতিহাস চর্চার বৈচিত্র্য। এখানে প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তির নাম আসবে যারা আধুনিক ইতিহাস চর্চার সাথে যুক্ত। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে ব্যক্তি নাম অনুযায়ী ইতিহাস চর্চার বৈচিত্র্য মনে রেখে উত্তর লেখা সম্ভব। ২. প্রশ্ন ১.২ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সম্পাদনা কত বছর করেছিলেন। এক্ষেত্রে পর্ষদ পাঠ্যক্রমে বলছেন- আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি (ঘ. সাময়িক পত্র ও সংবাদ পত্র- সোমপ্রকাশ ও বঙ্গদর্শন) উপদান ব্যবহারের পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এখানে ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে বুঝতে পারবে এই দুটি বা পাঠ্যক্রমে অন্যান্য যে সকল পত্রিকা রয়েছে তার সকল সম্পাদকের কার্যকালের মেয়াদ কত। এক্ষেত্রে সংবিধানের ধারার মতো সম্পাদকের কার্যকালের তো সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। তাহলে এত জন সম্পাদকের কার্যকালের মেয়াদ ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে মনে রেখে পরীক্ষায় উত্তর দেবে। ৩. গত বছরের ন্যায় প্রশ্নকর্তা এবছরেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রশ্নপত্রে (১.৮) 'মহাবিদ্রোহ' তকমা ১৮৫৭ খ্রিঃ বিদ্রোহকে (যা পর্ষদ পাঠ্যক্রমে উল্লেখিত) দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্নে ভাষাগত বিভ্রান্তি রয়েছে। ঠিক একই যুক্তি ২.৪.১ মানচিত্রে স্থান চিহ্নিত কারণ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ৪. পশ্চিমবঙ্গে যোগদানের পূর্বে পুরুলিয়া কিভাবে পুরুলিয়া জেলা ছিলো? মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম বলছে- ৮.১ দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও বিতর্ক। ৮.৩ ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনঃগঠনের উদ্যোগ ও বিতর্ক। সেক্ষেত্রে 'পুরুলিয়া জেলা' শব্দবন্ধ ব্যবহার কতটা যুক্তিপূর্ণ। ৫. পর্ষদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায় থেকে মান ২ এর দুটো করে প্রশ্ন থাকবে। ৩.১ দাগের প্রশ্নটি সেক্ষেত্রে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়কে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। তাহলে প্রথম অধ্যায় থেকে মান ২ এর দুটি প্রশ্ন কোথায়? ৬. একই প্রশ্ন বারংবার - ছাপাখানা থেকে ৩.১০ দাগে মান ২, ৪.৫ দাগে মান ৪, ৫.২ দাগে মান ৮ এ পড়েছে। একই ভাবে ৩.১৬, ৪.৭ একই প্রশ্ন রাজ্য পুনঃগঠন কমিশন ও ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনঃগঠনের প্রচেষ্টা। ড্একই জায়গা থেকে বারবার প্রশ্ন আশায় ইতিহাস বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে বলে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র ফেরত সমীক্ষা বলছে। মজার বিষয় হলো, ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যা পাঠ্যক্রমের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় জুড়ে চারটি আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। সেখান থেকে তথাকথিত অর্থে 'কমন' প্রশ্নের দেখা পাচ্ছি না। এটা ভারতবর্ষের সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে কি ভুলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ৭. বিভাগ ঙ - ৫.১, ৫.৩ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশ্ন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সমালোচনামূলক মানসিকতা থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে কি সত্যি সক্ষম হবে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অংকের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, অংকের পরীক্ষায় তাদের গ্রাফ পেপার দেওয়া হয়নি। জানা গ্রাফ কিভাবে হবে? কিভাবে অংক পরীক্ষায় নাম্বার তোলা যাবে। পরীক্ষার শেষে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের স্কুলের শিক্ষকদের পেয়ে তাদের একরাশ ক্ষোভ উগরে দেয়।

প্রায় দেড় মাস পর জামিন পেলেন বিধায়ক নওশাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির জামিন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট। টানা ৪০ দিন পর খুলল জট। ধর্মতলায় বিক্ষোভের জেরে গ্রেফতার করা হয়েছিল নওশাদ সিদ্দিকিকে। তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া ৪ টি মামলায় আজ তাঁকে জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বার বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ নওশাদের জামিন মঞ্জুর করে। পুলিসের দাবি ছিল নওশাদ যাতে নিউ মার্কেট থানায় না আসতে পারেন তার নির্দেশ দেওয়া হোক। সেই আবেদন খারিজ করেছে আদালত। তার পরেও জামিন মঞ্জুরের ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ধর্মতলায় গোলমালের মামলায় মোট ৬৫ জনের মধ্যে ৬৪ জনের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল হাইকোর্ট। পুলিসের অভিযোগ ছিল ধর্মতলার মঞ্চ থেকে পুলিসকে মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন নওশাদ। এমনই অভিযোগ উঠেছিল নওশাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এদিন আদালতে রাজ্য সরকার জানায় পুলিসকে নওসাদ মারতে বলেছিলেন এমন কোনও ভিডিয়ো আমরা পাইনি। অন্যদিকে, মামলাকারির আইনজীবীকে উদ্দেশ্য বিচারপতি দেবাংশু বসাক বলেন, পুলিশের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, পুলিশের উর্দিতে হাত দিতে পারেন না। যাদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। এদিন রাজ্য সরকার জানায় নিউ মার্কেট থানার অভিযোগের পরিপ্রক্ষিতে ২ জনকে সনাক্ত করা হয়েছে। ওই কথা শুনে বিচারপতি বলেন, কী প্রমাণ আছে? ছবি আছে, জানালেন রাজ্যের আইনজীবী। সেই ছবি দেখে বিচারপতি বলেন, এটা কী ছবি? মঞ্চে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতে কী প্রমাণ হয়? পুলিসকে যে মারা হচ্ছে তার প্রমাণ কোথায়? প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য। পাশাপাশি তিনি বলেন, আহত পুলিস কর্মীদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রয়েছে কিন্তু প্রমাণ কোথায়? চল্লিশ দিনের উপর জেলবন্দি, ১০ দিন পুলিস হেফাজত। এটা তদন্ত চলছে?

সজাগ পুরসভা, কলকাতায় ওয়াটার মিটার বসানো শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ জলের অপচয় রাখতে ফের সজাগ কলকাতা পুরসভা । কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ট্যাপ কল থেকে পরে যায় জল । এবার সেই জলের অপচয় রুখতে বৃহস্পতিবার কলকাতা পুরসভার তরফে ওয়াটার মিটার বসানো শুরু হল । উত্তরের পর এবার দক্ষিণ কলকাতার চারটি ওয়ার্ডে ওয়াটার মিটার বসাতে চলছে কলকাতা পুরসভা । কলকাতা পুসভা সূত্রে খবর, জল নষ্ট রুখতেই এই ব্যবস্থা । যদিও মিটার বসলেও এখনই জলের উপর কর বসানোর কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছে পুরসভা । ১০১, ১০২, ১০৭ এবং ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে বাড়ি বাড়ি ওয়াটার মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা সূত্রে দাবি, বিভিন্ন ওয়াটার প্লান্টে যে পরিমাণ জল পরিশোধন হয়, তাতে কলকাতা পুরসভা এলাকার বাসিন্দাদের মাথাপিছু দৈনিক ৪০ লিটার জন্য দেওয়া হয় ।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ফুরফুরা শরিফ বাস সার্ভিস চালু ঃ পরিবহন মন্ত্রী

বনস্পতি দে, হুগলি, ২ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় ফুরফুরা শরিফ স্পেশাল বাস সার্ভিস শুরু হচ্ছে। ৫ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে এই স্পেশাল বাস উৎসব। আগামী ৫ তারিখ থেকে হুগলির ফুরফুরা দরবার শরীফে শুরু হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র এক ধর্মীয়সভা। এই উপলক্ষ্যে চালু হচ্ছে বিশেষ বাস পরিষেবা। রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম এবং দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা যৌথভাবে এই বাস পরিষেবা চালু করছে। এসপ্ল্যানেড থেকে ফুরফুরা শরিফ পর্যন্ত ২৬ ট্রিপ থাকছে। বারাসাত থেকে ফুরফুরা শরিফ পর্যন্ত থাকছে ২০ ট্রিপ। ২৪ ট্রিপ বারুইপাড়া রেল স্টেশন থেকে ফুরফুরা শরিফ থাকছে। আরামবাগ থেকে ফুরফুরা শরিফ পর্যন্ত থাকছে ১৮ ট্রিপ। ২৬ ট্রিপ ডানকুনি রেল স্টেশন থেকে ফুরফুরা শরিফ থাকছে। ২৮ ট্রিপ হরিপাল রেল স্টেশন থেকে ফুরফুরা শরিফ থাকছে। ২৪ ট্রিপ বড়গাছিয়া রেল স্টেশন থেকে ফুরফুরা শরিফ থাকবে। শ্রীরামপুর কোর্ট থেকে ফুরফুরা শরিফ স্পেশাল বাস সার্ভিস ২৪ ট্রিপ থাকবে।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড খাওয়া নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আর্জি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ সন্তান ধারণের বয়সের মহিলাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলিক অ্যাসিড না খাওয়ায় নানা সময়ে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয় মূলত রক্তাল্পতা (অ্যানিমিয়া) প্রতিরোধ করতে। প্রতি বছর ৩ মার্চ দিনটা প্রতিবন্ধকতা নিবারণ দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে এ ব্যাপারে সচেতনতা তৈরির উপযোগিতার কথা বললেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। কোনও নারী সন্তানসম্ভবা হয়েছেন কি না তা পরীক্ষা করা হয় গর্ভ সঞ্চারের বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে। তার মধ্যেই ভ্রূণের শিরদাঁড়া বা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম) তৈরি হয়ে যায় এবং এই তৈরির সময়ে মায়ের শরীরে অতিরিক্ত ফলিক অ্যাসিডের প্রয়োজন। বিশিষ্ট স্নায়ু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সন্দীপ চ্যাটার্জির মতে, এই ব্যাপারে সরকারের নীতি বদল করা দরকার। যাতে আয়োডিন যুক্ত লবণের মতোই ফলিক অ্যাসিডও যুক্ত করা যায় এবং সন্তান ধারণের বয়সের সব মহিলাই পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড পান। ফলিক অ্যাসিড অন্যদের কোনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা কোনও ক্ষতি করে না। কলকাতা প্রেস ক্লাব এবং দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক নিউরো সার্জারি ও দ্য স্পাইনা বিফিনা ফাউন্ডেশন (ওয়েস্টবেঙ্গল)-এর বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি একটি আলোচনার আয়োজন করে।

দিল্লি যাওয়া ঠেকাতে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন অনুব্রত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ শুক্রবার অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার কথা ইডি-র। তবে শেষ চেষ্টা ছাড়তে নারাজ কেষ্ট। তাই দিল্লি যাওয়া ঠেকাতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন তিনি। শুক্রবার সকালেই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি বিবেক চৌধুরীর বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন অনুব্রত মণ্ডল। আর এই মামলায় অনুব্রতর হয়ে সওয়াল করতে পারেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। সূত্রের খবর, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বৃহস্পতিবার সবুজ সংকেত দিয়েছে আসানসোল আদালত। আর তারপরই অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে ইডি। বিশেষ কোনও অঘটন না ঘটলে শুক্রবারই তাঁকে নিয়ে দিল্লি রওনা দেবেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিকেরা। তবে যাত্রার আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন অনুব্রতর আইনজীবী। অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আসানসোল আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করছেন তাঁর আইনজীবী। শুক্রবার সকালেই বিচারপতি বিবেক চৌধুরী বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হতে পারে। আর এই মামলায় অনুব্রতর হয়ে সওয়াল করতে পারেন কংগ্রেস নেতা তথা দুঁদে আইনজীবী কপিল সিব্বল। ফলে আদৌ আগামীকাল অনুব্রতর দিল্লি যাওয়া হচ্ছে কিনা তা হাইকোর্টের রায়ের উপরই নির্ভর করছে। প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যেতে চায় ইডি। যদিও গত কয়েক মাস ধরে এইব্যাপারে তোড়জোড় শুরু হলেও একের পর এক মামলার বেড়াজালে অনুব্রতর দিল্লি যাওয়া আটকে ছিল। তারপর গত বুধবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে অনুব্রতর মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে প্রশ্ন করেন, এখনও কেন অনুব্রতকে দিল্লিতে নিয়ে এসে জেরা করা হয়নি? কীসের বাধ্যবাধকতা রয়েছে? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে আদালতে জানানো হয়, দিল্লি আসা রুখতে আগেই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করে রেখেছেন অনুব্রত। সেই মামলা বিচারাধীন। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, সেই মামলায় তো কোনও রায় বেরোয়নি, দিল্লি হাইকোর্টে কোনও স্থগিতাদেশও দেয়নি। অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে আসা যেতেই পারে। সেখানে কোনও বাধা থাকতে পারে না। এরপরই আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। কেননা বর্তমানে আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে রয়েছেন কেষ্ট। রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর অবশ্য বৃহস্পতিবার আসানসোল আদালতও অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেয়। উল্লেখ্য, এর আগে অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলে শিবঠাকুর মণ্ডল নামে এক তৃণমূল কর্মীর অভিযোগ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। শিবঠাকুর মণ্ডল অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে নাকি দলীয় কার্যালয়ের মধ্যেই গলা টিপে খুনের চেষ্টা করেছিলেন অনুব্রত। চার লাইনের একটা অভিযোগ, তাতে কোনও প্রমাণ ছিল না, তার ভিত্তিতেই দুবরাজপুর থানার পুলিশ অনুব্রতকে গ্রেফতার করে। ফলে সেই সময় অনুব্রতর দিল্লি যাওয়া থমকে যায়। তবে এবার হাইকোর্টের রায় অনুব্রতর পক্ষে যায় কিনা, সেটাই দেখার!

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৯

জোট নিরপেক্ষের জয় নিশ্চিত

সম্পাদকীয় ১

ভারতের জোট নিরপেক্ষের জয় লাভ নিশ্চিত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতির প্রবক্তা ছিলেন পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর যখন বিশ্ব দুই শক্তি বিভক্ত হয়ে গেল রাশিয়া এবং আমেরিকা তার ফলে বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ হয়ে পড়তে শুরু করলো। ভারত কোন জোটের মধ্যে প্রবেশ না করে জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলো। তার ফলে ভারতের কাছে রাশিয়া এবং আমেরিকা বন্ধু হল। বিশ্বের দুই পরস্পর বিবাদমান শক্তির সঙ্গে ভারত মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকে এবং ব্যবসায়িক ও আর্থিক সেতুবন্ধন তৈরি করে। তার ফলে ভারত দুই রাষ্ট্রে কাছ থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে থাকে। ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করার ফলে আজকে ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিকে পরিণত হতে পেরেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত যেমন জোট নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে সব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের ধর্ম আচরণ করার অধিকার দিতে থাকে। তার ফলে ভারতে সব ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা বসবাস করতে থাকে। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভাগ হলেও বহু মুসলিম পরিবার পাকিস্তানের যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তারা নিজেদের ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে শুরু করে। তার ফলে দেশ ভাগ হয়ে গেলে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা ভারতে বসবাস করতে থাকে। আবার বহু ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল যে পাকিস্তানে ইসলাম ধর্মের বিশ্বাসী মানুষের চেয়ে ভারতের ইসলাম ধর্মের মানুষেরা বসবাস করছে বেশি। তার ফলে এটা বুঝতে পারা গেল যে ভারতের ইসলাম ধর্মের মানুষেরা নিজেদের পাকিস্তানের নাগরিক বলে ভাবতে চায় না। তারা নিজেদের ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে চায় এবং ভারতে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান ভাগ হয়ে কোনও লাভ হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা অর্জন করতে পারছিল না বহু মুসলিম পরিবার। তারা ভারতে থেকে গিয়েছে। এবং জিন্নার কথাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। জিন্না শেষ জীবনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে কোনও লাভ হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না শুধু মাত্র ভারত বিরোধিতা করা ছাড়া। কাশ্মীরে সেনা অভিযান করেছিল পাকিস্তান শুধু মাত্র কাশ্মীরকে দখল নেওয়ার। তার বাইরে আর কোনও পরিকল্পনা পাকিস্তানের ছিল না। পাকিস্তানের কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেনি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারেনি। অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান তৈরি হওয়ার ফলে সেখানে আজও অস্ত্র দিয়ে ক্ষতা দখল করার লড়াই চলে। পাকিস্তানের সেনারা হচ্ছে সেখানকার ক্ষমতার উৎস।

ভারত বিরোধীতায় গিয়ে শেষ পাকিস্তান

সম্পাদকীয় ২

ভারত বিরোধিতা করতে গিয়ে পাকিস্তান শেষ হয়ে গিয়েছে। ভারত বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো আমেরিকাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি সেখানে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ভারত বিরোধী কথা বলে আমেরিকাবাসীদের মনকে তিনি জয় করতে অক্ষম হয়েছিলেন। শূন্য হাতে ফিরে এসেছিলেন। তারপরই চিন পাকিস্তান থেকে দূরত্ব স্থাপন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিন পাকিস্তানকে পরিস্কার করে বলেছে জমি দাও ঋণ নাও। পাকিস্তান একন চিনকে ভয় পেতে শুরু করেছে। জমি চিনকে দিলে তার উদ্ধার করা একেবারে অসম্ভব। তার ওপরে সার্বভৌমত্বতে আগাত এসে পড়বে। ফলে চিনকে জমি বিক্রি করতে পারছে না। চিন এখন অর্থ দিয়ে বেনিয়া ব্যবসা খুলে বসেছে। চিন পরিস্কার করে বলতে শুরু করেছে তারা গোটা পাকিস্তানকে কিনে নিতে সক্ষম। যদি পাকিস্তান সরকার তাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তাহলে তারা পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিকে ৯৯ বছরের লিজ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। সেখানে চিনা সেনারা ঘাঁটি তৈরি করবে। সামরিক শিবির তৈরি করবে। এদিকে চিনকে নিয়ে পাকিস্তানে একটি জনরোষ সৃষ্টি হয়েছে। চিন পাকিস্তানের জমি ঋণ নিয়ে সেখানে যদি তারা তাদের প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করে দেয় তাহলে কিন্তু বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইতিমধ্যে করাচি বন্দরে চিনা জাহাজ প্রবেশ করেছে। তারা সেখানে নোঙর ফেলেছে। তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্রীলঙ্কাতে চিনা নৌবন্দর লিজ নিয়েছে। সেখানেও তারা জাহাজ পাঠিয়েছে। যার ফলে ভারত মহাসাগরের ওপরে চিন কর্তৃত্ব ফলাতে চেষ্টা করছে। ভারত এখন তাকে গ্রহণ করতে নিতে পারছে না। কাশ্মীরে আর্থিক করিডর তৈরি করা নিয়ে ভারতের আপত্তি রয়েছে। চিনা সেই আপত্তিকে মান্যতা দিচ্ছে না। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেবে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেন্দ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবেরপ্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুরের শিক্ষা। সেবা করা ঠাকুর প্রধান মন্ত্র। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, রম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি।

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে গুরুত্ব দিতে হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ সবাইকে গ্রহণ করতে হবে এবং তা মেনে চলতে হবে। আজকে গোটা বিশ্ব একটি সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে বইতে শুরু করে দিয়েছে। তাকে রোখ করতে হবে। তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রাধান্য দিতে না পারলে কিন্তু আন্তর্জাতিক মৈত্রী বৃদ্ধি লাভ করবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন একটি পুতুলে পরিণত হতে থাকবে। আজকে নিরাপত্তা পরিষদের মুখ্য কারিগর রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের মধ্যে শক্তিকে যাচাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সারা বিশ্ব একদিকে যেমন উত্তপ্ত আবার অন্য দিকে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। ইউরোপের ইতিহাসে প্রথম শরনার্থী দেখতে পাওয়া গেল। বহু লোকেরা আজকে খোলা আকাশের নিচে বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব সমস্যার কথা ভাবতে হবে। তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। জি-২০ সম্মেলন ব্যর্থ হবে যদি এই সব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করা না যায়। তাহলে এত টাকা ব্যয় করে সম্মেলন থেকে কোনও বার্তা কি উঠে আসবে না বিশ্ববাসীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার? মানব শক্তিকে ধ্বংস করার যজ্ঞ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাকে এখনই দমন করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের কাজ হচ্ছে সব রাষ্ট্রকে পথ দেখানো। কিন্তু তারাই এখন শক্তি পরীক্ষা দিতে শুরু করেছে। রাজার অর্থনীতি ত্যাগ করে অস্ত্র নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে আজকে সারা বিশ্বে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। জ্বালানি, তেল এবং খদ্যের সঙ্কট দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে গেলে জি-২০ সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে পথ রচনা করতে হবে। এই বার্তা উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিনের বিদেশ মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমেরিকার বিদেশ সচিব স্টেট সেক্রেট্যারি উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সেখান থেকে কী বার্তা উঠে আসে তার দিকে বিশ্বের রাষ্ট্র নেতারা তাকিয়ে রয়েছেন। সেখানে বলা হচ্ছে যে জাতীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে মর্যাদা দিতে হবে। শক্তিশালী করতে হবে বিশ্বাসকে। রাজনৈতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক বিশ্বাস এবং কূটনীতিক বিশ্বাসের ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। তবেই বিশ্বের বর্তমান যে ভযাবহ পরিবেশ তৈরি হয়েছে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এদিকে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করার ফলে বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে শুরু করেছে। ইউক্রেন যুদ্ধকে হাতিয়ার করে এখন অস্ত্রের উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি । এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ তৈরি করতে হবে। উস্কানি অস্ত্র বিরোধী আইন প্রস্তুত করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে এগিয়ে আসার খুবই প্রয়োজন। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এড়িয়ে যেভাবে শক্তিশালী দেশগুলি ইউক্রেনকে উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত তার বিরোধিতা করেছে। কিন্তু ভারত কাউকে সরাসরি বলতে পারছে না যুদ্ধ থামান। কারণ এই সব শক্তিশালী দেশগুলি ভারতের কথায় কান দেবে না। তারা নেটোর নেতাদের কথায় কান দেবে। যারা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণ করে তাদের কথায় কান দেবে। পৃথিবীতে যদি শান্তি বিরাজ করে তাহলে সব অস্ত্র কারখানাগুলি তো একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। অস্ত্র উৎপাদন তো একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তার ফলে বহু রাষ্ট্রকে ভিক্ষার থালা নিয়ে গুরে বেড়াতে হবে দ্বারে দ্বারে। শক্তি দিয়ে বিশ্ব জয় করার প্রবণতা একন এই সব শক্তিশালী দেশগুলির মনের মধ্যে বিরাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। তিনটি শক্তিশালী দেশ যুদ্ধকে জিইয়ে রাখার চেষ্টাা করছে। সেই সব শক্তিশালী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে রাশিয়া, চিন এবং আমেরিকা। এদেরকে থামানো সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। শক্তিশালী রাষ্ট্র নেতারা অস্ত্র সরবরাহ করার আশ্বাস দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে যুদ্ধ থমবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। যুদ্ধকে পাশে রেখে শান্তির কথা বলা যায় না। আর্থিক উন্নয়নের কথা বলা যায় না। সমস্যার সমাধানের সূত্র বের করা যায় না। কবে যুদ্ধ থামবে তার কোনও উত্তর কেউ দিতে পারছে না। সবাই মুখ বন্ধ করে রয়েছে। একমাত্র ভারত বলতে পেরেছে, এটা যুদ্ধের সময় নয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বহু দেশ আজকে সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। বহু দেশের বাসিন্দারা আজকে অনাহারে থাকছে। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে শুরু করেছে। তার সমাধান করার কোনও পথ তৈরি করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক বাজারে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে প্রতি পণ্যের দাম আকাশ ছোঁয়া। তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। বিশ্বের কোনও মানুষ আজকে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারছে না। তারা সবাই আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। খাদ্যে আক্রান্ত হচ্ছে। বসবাসস্থান না পাওয়ার ফলে মানসিক আক্রান্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। সুস্থ নাগরিক জীবন ব্যাহত হতে শুরু করেছে। এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যাপারে সবাই সচেষ্ট হলেও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি শুধু মাত্র রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে একের পর এক সমস্যার সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। কৃত্রিম সমস্যার সৃষ্টি করছে। তার সমাধান করা ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তার ফলে আজকে গোটা বিশ্ব নানা রকম সমস্যার জর্জরিত। এর হাত থেকে মুক্তি পেতেই জি-২০ সম্মেলনের আয়োজন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ভারত এগিয়ে চলার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে ভারত বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছে। বিশ্বের অধিকাংশ বিদেশ মন্ত্রীরা দিল্লিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতি প্রেক্ষিতে সব কিছুর সমাধান করার পথ তৈরি করা দিকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিদেশ মন্ত্রীদের সম্মেলনের সফল কামনা করেছেন। তিনি বলেছেন, জি-২০ সম্মেলনে ভারত পথ দেখানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ভারতই আগামি দিনে নয়া বিশ্ব রচনা করার পথ তৈরি করতে থাকবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে কি জয়শঙ্কর বৈঠক হবে?

বিশেষ প্রতিনিধি

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। সেই রকমই আভাস শুনতে পাওয় যাচ্ছে। এদিকে রাজধানি দিল্লিতে শুরু হয়ে গিয়েছে জি-২০ বিদেশ মন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে এসে উপস্থিত হয়েছেন চিনের বিদেশ মন্ত্রী। তিনি বিমান বন্দরে নেমেই বলেছেন, সমস্যার সমাধান করাই হচ্ছে চিনের লক্ষ্য। সেই পথ ধরেই এগোতে থাকবে। চিনের বিদেশ মন্ত্রী উপস্থিত হওয়ার ফলে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা চাইছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে চিনের বিদেশ মন্ত্রীর একটি একান্ত বৈঠক হোক। বর্তমান চিনের বিদেশ মন্ত্রী নবীন হলেও তিনি কিন্তু কূটনীতিক। তিনি ভারতের আসার আগে ভারত চিন সমস্যার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সমস্যার পাঠ গ্রহণ করেছেন। তার ফলে তিনি ভারত চিনের সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদিও চিনের বিদেশ মন্ত্রী ভারতের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন কিনা সীমান্ত নিয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। তবে সবাই আশা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিনের বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর আলোচনা প্রস্তুত করা হোক। তার ফলে সীমান্ত নিয়ে যে বরফ জমে রয়েছে তা গলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তবে এদিকে বিদেশ মন্ত্রক বলতে শুরু করে দিয়েছে যে চিনের সঙ্গে বারতের বহুবার সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তার সমাধান সূত্র বের করা হয়েছে। তবুও চিন তাকে রাজনৈতিক স্বার্থে জড়িয়ে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এবারে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে গালওয়ানকে বেশি করে প্রাধান্য দেওযা হয়েছিল। ভারত বিরোধিতাকে সূত্র করে চিনা কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন চিনে তিন বারের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তিনি ভারত বিরোধিতাকে রাজনৈতিক ইস্যু করতে শুরু করে দিয়েছেন। রক্তাক্ত লাদাখ আপাতত শান্ত। লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে বেশ ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। চিনও বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে রেহাই পেতে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে লাদাখে সীমান্ত ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় সেনারা চিন সেনাদের ওপরে কোনও সময়ে মস্তানি দেখায় না। কিন্তু চিনা সেনারা বহু বার তারা লাইন অব কন্ট্রোল অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে জোরজুলুম করতে শুরু করে। চিন বহুবার এইভাবে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সেনাদের ওপরে হামলা করেছিল। অরুণাচল প্রদেশের ভারত চিন সীমান্ত এলাকা ডোকলামে চিন বহুবার প্রবেশ করে ভারতীয় সেনাদের নজরদারি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। আবার তারা লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে ছিল ভারতীয় সেনাদের। কেন চিন এই সব করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। চিন আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে কোনওঠাসা বলা যেতে পারে। চিন দেশে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সেখানকার প্রশাসনের কোনও সুসম্পর্ক নেই। সবাই সেখানে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। ফলে চিন এমন কিছু করতে চাইছে যে চিন দেশের সমস্ত জনগণ কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করুক। করোনা ভাইরাস নিয়ে চিনের অবস্থা খুবই জটিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো সরাসরি চিনকে দায়ী করেছে। ফলে চিন বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। চিন দেশের পণ্য ইউরোপের কোনও দেশে চলে না। একমাত্র এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া। যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, হংকং, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে থাইল্যান্ড সহ ইন্দোনেশিয়া। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে চিনা পণ্যের বাজার রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের আর কোথাও চিন পণ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইউরোপের দেশগুলোতে চিন প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি একটি মাত্র কারণে, সেটা হচ্ছে চিন দেশের নির্মিত কোনও পণ্যের স্থায়িত্ব নেই। সব পণ্য একেবারে বাজারি পণ্য। শক্তিশালী পণ্য উৎপাদন করার দিকে চিনের কোনওঝোঁক নেই।

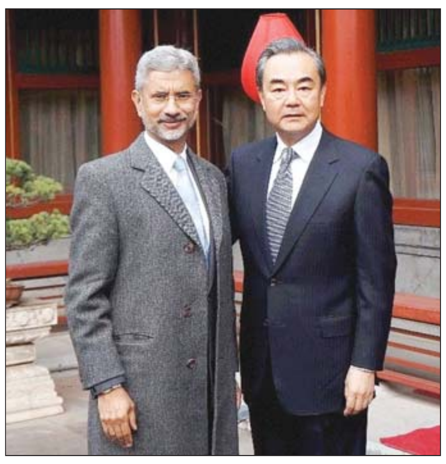

‘ভারত জোড়ো’ যাত্রায় রাহুল বিরোধী দল নেতা

বিশেষ প্রতিনিধি

ভারত জোড়ো’ পদযাত্রার মধ্যে দিয়ে রাহুল গান্ধি বিরোধী দল নেতা হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পেরেছেন। তিনি কন্যাকুমারি থেকে কাশ্মীরের লালচক পর্যন্ত গিয়ে সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকাকে উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৪টা রাজ্য তিনি পদযাত্রায় অতিক্রম করেছেন। এর আগে এত শক্তিশালী পদযাত্রা দেখতে পাওয়া যায়নি ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে একমাত্র মহাত্মা গান্ধির ডান্ডি অভিযান সফলতা লাভ করেছিল। তারপরে তাঁর মতো বিপুল জনস্রোত পদযাত্রা আয়োজন করতে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায়নি। একমাত্র রাহুল গ্যান্ধি এটা করে দেখালেন। তিনি বলতে পেরেছেন যে তাঁর ডাকে সাদারণ মানুষ সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে ‘ভারত জোড়ো’ পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে। ভারতের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এই পদযাত্রার আয়োজন করেছিলেন রাহুল গান্ধি। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, সংখ্যালঘু ও দলিতদের সমস্যাকে তুলে ধরেছিলেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেছেন যে বর্তমান সরকার এই সব সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভারতকে রক্ষা করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকার সাধারণ নাগরিকদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নয়। তারা শুধু সমস্যার সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে শুরু করে দিয়েছে। পররাষ্ট্র ভারতকে হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। বিদ্বেষের রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। সেই বিদ্বেষের রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসার ডাক দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধির ‘ভারত জোড়ো’ পদযাত্রা সফল হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু যে জন্য এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল তা কি সফল হয়েছে? বিজেপি ভেটে কি ভাঙন ধরাতে পেরেছেন রাহুল গান্ধি? যদি সেটা না করতে পারেন তাহলে কিন্তু বলতে গেলে এই পদযাত্রা একেবারে নিস্ফল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে এখনকার রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য। সেখানে উদার পদযাত্রা করাটা কোনও রাজনৈতিক নেতারা সহজে গ্রহণ করে নিতে পারবে না। ১৯৯০ সালে লাল কৃষ্ণ আদবানি গুজরাতে সোমনাথ থেকে অযোধ্য পর্যন্ত রথযাত্রা করেছিলেন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তার ফল ভারতীয় রাজনীতি জগত ভালো করে জানে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ভারত জোড়ো পদযাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল গান্ধি তা কি সত্যিই সফল হল? তার জবাব মিলছে না। রাহুল গান্ধিও এ ব্যাপারে কোনও সদার্থক উত্তর দিতে পারছেন না। রাহুল গান্ধি বলেছেন এই পদযাত্রা হচ্ছে ‘তপস্যা’। এর থেকে কোনও ফল লাভ গ্রহণ করার ইচ্ছা তাঁর নেই। এর থেকে কৃতিত্ব গ্রহণ করা ইচ্ছা তাঁর নেই। তিনি ভারতবাসীদের কাছে একটি দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে ভারতকে অখণ্ড রাখা। অক্ষত রাখা। বিভেদ সৃষ্টি না করা। বিজেপি দলের নেতা নরেন্দ্র মোদি যতদিন আসনে বসে রয়েছেন সেখানে অন্য কাউকে বসানোর কথা ভাবতে পারছে না ভারতবাসীরা এই মুহূর্তে। তারা কোনও বিকল্প নেতাকে নির্বাচন করতে পারছে না। রাহুল গান্ধি যতই ভারত জোড়ো পদযাত্রা করে ভারতবাসীদের সচেতন করার রাস্তা তৈরি করুক না কেন মোদির আসনে অন্য কাউকে ভাবতে পারছে না ভারতবাসীরা। তার ফলে আজকে রাহল গান্ধিকে কংগ্রেস নেতা হিসাবে ভাবলেও দেশনায়ক হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করতে ভারতবাসীরা কোথাও যেন খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর এখানেই রাহুল গান্ধির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাস্তাটা ক্রমশ সংকীর্ণ হতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান ভারতের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মোদিকে রাখার যে কুবই প্রয়োজন সেটা কিন্তু ভারতবাসীরা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানকে কোনঠাসা করে দেওয়ার চক্রান্তে সফল হয়েছেন মোদি। তার ফলে পাকিস্তান এখন ভারত বিরোধী কোনও বক্তব্য রাখতে পারছে না। পাকিস্তান এখন নিজেদের রক্ষা করতে ব্যস্ত। ইজরায়েলের ওপরে বেশি করে ভরসা রাখতে শুরু করে দিয়েছেন মোদি। তিনি এখন আমেরিকার চেয়ে ইজরায়েলের ওপরে বেশি বন্ধুত্ব রাখার কথা চিন্তা করছেন। তার একটি মাত্র কারণ ভারতকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইজরায়েল প্রযুক্তি। এদিকে বিজেপি দলের নেতারা বলতে শুরু করেছেন রাহুল গান্ধি আজকে কাশ্মীরে গিয়ে লালচকে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি কি নেহরুর সময়ে কাশ্মীরে গিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলতে পারতেন? যা মোদির সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে তা কিন্তু নেহরুর সময়ে করা একেবারে অসম্ভব ছিল এটা বুঝতে হবে রাহুল গান্ধিকে। রাহুল গান্ধির ভারত জোড়া পতযাত্রা সফল হয়েছে মোদির দৌলতে। নাহলে কিন্তু কন্যাকুমারীতে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে ফিরতে হতো। তাঁকে আর কাশ্মীরে যেত হতো না। মোদির কৌশলে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পরাস্ত। তারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাহুল গান্ধির উচিত হচ্ছে মোদির সুকর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া। সুকৌশলী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করা।

মাধ্যমিকে অঙ্ক পরীক্ষায় মিলল না গ্রাফ পেপার

দুরন্ত বার্তা, ফাঁসিদেওয়া, ২ মার্চ ঃ মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় দেওয়া হল না গ্রাফ পেপার। যার ফলে বিপাকে পড়ুয়ারা। প্রত্যেকবার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষায় গ্রাফ পেপার পরীক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয়। কিন্তু ২০২৩ সালে একেবারেই অন্যরকম ঘটনা ঘটল। গোটা রাজ্যেই সম্ভবত এমনটা হয়েছে। পরীক্ষা চলাকালীনই হঠাৎ একটি নোটিশ জারি করে পর্ষদ। সেখানে বলা হয়েছে, সাদা কাগজেই পরীক্ষার্থীরা গ্রাফ করতে পারবেন। গ্রাফ করার একটি বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা কখনও সাদা কাগজে গ্রাফ করেছে এরকম ঘটনা ঘটেনি। মাধ্যমিকের মতো বড় পরীক্ষায় তাদেরকে পর্ষদের তরফে সাদা কাগজে গ্রাফ করতে বলা হচ্ছে। এটা কি নিছকই ভুল নাকি এবার গ্রাফ পেপার সরবরাহের কোনও নির্দেশই ছিল না তা নিয়ে জল্পনা চলছে। অন্যদিকে, প্রশ্ন উঠছে যদি সাদা কাগজে গ্রাফ করতে না পারে পড়ুয়ারা সেক্ষেত্রে ভুলটা আসলে কার? পরীক্ষা চলাকালীন মাধ্যমিকের ঘোষপুকুর সেন্টার সেক্রেটারি শামসুল আলম জানান, তাঁদের স্কুলে গ্রাফের আলাদা কোনও কাগজ আসেনি। পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষার্থীদের সাদা কাগজে গ্রাফ করতে বলা হয়েছে। দিনহাটা সোনি দেবী হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অমর চক্রবর্তীর কথায়, আগে পর্ষদ থেকেই গ্রাফ পেপার সরবরাহ করা হত। উত্তরপত্রের সঙ্গে তা সেলাই করে দিত পরীক্ষার্থীরা। যদি এখন নিয়ম বদল হয়ে থাকে, তাহলে আলাদা কথা। তবে, সাদা কাগজে অঙ্কের গ্রাফ কীভাবে পড়ুয়ারা করবে জানি না। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার কনভেনর রাম ছেত্রী বলেন, প্রশ্নপত্র মুদ্রনে ভুল হয়েছে। ইংরেজি প্রশ্নপত্রে গ্রাফ পেপারে উত্তর দেওয়ার কথা উল্লেখ করা নেই। হিন্দি এবং বাংলায় গ্রাফ পেপার ব্যবহার করে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। পর্ষদ থেকে সাদা কাগজেই উত্তর দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে তা জানানো হয়েছে। বাচ্চাদের পরীক্ষা দিতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

তাজা বোমা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার ফের বিপুল পরিমাণে উদ্ধার হল তাজা বোমা। নানুর থানার পুলিশ বোমাগুলিকে উদ্ধার করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নানুর থানার পুলিশ তল্লাশিতে নামে। নানুরের রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ইটভাটার কাছে একটি তাল গাছের গোড়ায় তিনটি ড্রামে মজুত করা তাজা বোম দেখতে পাওয়া যায়। বোমগুলিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য সিআইডির বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। তবে কে বা কারা, কোন উদ্দেশ্যে এই বোমা মজুত করেছিল তা স্পষ্ট নয়। প্রসঙ্গত, বুধবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বীরভূমের নানুরের কাখুরিয়া মোড় থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম জাপান মল্লিক ও রাজু শেখ। জাপানের বাড়ি নানুরের নাবাস্তায়, রাজু শেখের বাড়ি নানুরের বেরুগ্রামে। তাঁদের আটক করে শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁদের কাছ থেকেই বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। মোট ১০টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। এছাড়াও ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একুশ রাউন্ড কার্তুজ। এরপরই তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে কি কারণে মজুত করা হয়েছিল এই আগ্নেয়াস্ত্র, কোথা থেকেই বা আনা হয়েছিল তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।

অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যেতে সায় দিল সিবিআই আদালত

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলকে আপাতত দিল্লি নিয়ে যেতে আর কোনও বাধা রইল না এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির কাছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ায় সবুজ সংকেত দিল আসানসোলের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। ইডির কাছ থেকে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে একটি আবেদন করেছিল আসানসোল জেল বা বিশেষ সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। তাতে সায় দিয়েছেন বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের সেই রায়ের কপি বৃহস্পতিবার দুপুরেই পৌঁছে গেছে আসানসোল সংশোধনাগারে। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টে চলা ইডির মামলার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে পাল্টা মামলা করেছিলেন অনুব্রত। তার শুনানি রয়েছে আগামী ১৭ মার্চ। এর মধ্যেই অনুব্রতকে দিল্লিতে হাজির করানোর জন্য মঙ্গলবার আরও একটি শমন জারি করে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। সেই নির্দেশ বুধবারই আসানসোল বিশেষ সংশোধনাগারে ই-মেল করে পাঠায় ইডি। এরপরই বৃহস্পতিবার অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে আবেদন করেন সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। সেই অনুমতি মিলেছে বলে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে। গরু পাচার মামলায় যৌথভাবে তদন্ত চালাচ্ছে দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই ও ইডি। ওই মামলায় আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল অন্যতম অভিযুক্ত তথা অনুব্রতের এক সময়ের দেহরক্ষী রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল সায়গল হোসেনকে। সায়গল আপাতত দিল্লির তিহার জেলে রয়েছেন। সেই গরু পাচার মামলায় অনুব্রতকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় ইডি। এর আগে, গত বছরের শেষ দিকে তাদের সেই আবেদনে সায়ও দেয় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। কিন্তু তখন ঠিক একদিন আগেই পুরোনো একটি মামলায় বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ ওই জেলায় নিয়ে চলে যায় তাঁকে। তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে বীরভূমের বালিজুড়ি পঞ্চায়েতের মেজে গ্রামের বাসিন্দা শিবঠাকুর মণ্ডল অভিযোগ করেন, ২০২১ সালে অনুব্রত তাঁকে গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই মামলায় অনুব্রতকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। অনুব্রত মণ্ডল ছিলেন দুবরাজপুর থানায়। তারজন্য সেই যাত্রায় থমকে যায় অনুব্রতের দিল্লি যাওয়া। জানা গিয়েছে, সবকিছু ঠিক থাকলে শুক্রবার অনুব্রত মণ্ডল দিল্লি যাবেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার আসানসোলের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে গরু পাচার মামলায় অনুব্রত মণ্ডলের হাজিরা দেওয়ার দিন নির্দিষ্ট রয়েছে। বৃহস্পতিবার আসানসোলের বিশেষ সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় অনুব্রত মণ্ডলকে। তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরার অনুমতি চায় সিবিআই। প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট দাখিল করা হয় বিচারকের সামনে। তা খতিয়ে দেখে বিচারক জানান, এই আবেদন নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কোনও জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় কাউকে ভারতের যে কোনও জায়গায় নিয়ে যাওয়া আইনসিদ্ধ। এমনকী এর আগেও অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোল জেল থেকে দুবরাজপুর পুলিশ লকআপে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই তাঁকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে জেরা করা যেতেই পারে। কোন পথে তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হবে, সেই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলছে।

হাসপাতালে পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২ মার্চ ঃ আসানসোল জেলা হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থায় বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল মহকুমার চার পরীক্ষার্থী। এদিন মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। চারজনের পরীক্ষার গোটা বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা সেলের আসানসোল সাবডিভিশন কনভেনারের প্রতিনিধি বীরেন্দ্র সিং। জামুড়িয়া থানার বেনালি গ্রামের বাসিন্দা নাজ খাতুন ও শশী রুইদাস। তারা বেনালি শ্রী সিকেসিটি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছিল। পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল জামুড়িয়ার ইকড়া হাইস্কুল। বুধবার বিকেলে পরীক্ষা শেষে টোটো করে ফেরার পথে ইকড়া রোডে টোটো উলটে যায়। দুর্ঘটনায় শশীর ডানহাতে ও নাজের ডানপায়ে চোট লাগে। দু'জনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন হাসপাতালে তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে, অঙ্কিতা রায় ও মনীষা কুমারী হাড়ি আসানসোলের উষাগ্রাম গার্লস ও পাঁচগাছিয়া আদর্শ হিন্দি হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিচ্ছিল। বুধবার তারা অসুস্থ হয়ে পড়ায় জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকালের মতো এদিনও তারা জেলা হাসপাতালে পরীক্ষা দিয়েছে। বীরেন্দ্র সিং বলেন, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশ মতো পড়ুয়াদের পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা জেলা হাসপাতালে করা হয়েছে।

সোনার বিস্কুট-সহ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইঃ টলিজেন্স (ডিআরআই) টিম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে ৬৫ লক্ষ টাকার সোনার বিস্কুট সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। ধৃতের নাম টোটন সাহা। তিনি আগরতলার বাসিন্দা। ডিআরআই বুধবার আগরতলা-কলকাতা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে এনজেপি স্টেশন থেকে তোতন সাহাকে গ্রেফতার করেছে। বৃহস্পতিবার ডিআরআই সূত্রে খবর, বুধবার আগরতলা কলকাতা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস থেকে সোনা পাচার হতে চলেছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে, এনজেপি স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের আগমনে একটি প্রচার চালানো হয়। খবরের ভিত্তিতে ট্রেনের বি-৫ কোচের ১২ নম্বর সিটে বসা ব্যক্তিকে তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির সময় ওই ব্যক্তির কোমরের বেল্ট থেকে ১০ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। যার ওজন ১ কেজি ১৬৫ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ধরা হয়েছে ৬৫ লাখ টাকা। এরপরই অভিযুক্তকে আটক করে পরবর্তী পদক্ষেপ শুরু করে ডিআরআই।

পৌরপ্রধানকে আক্রমন করায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২ মার্চ ঃ কালিয়াগঞ্জ পৌরসভায় পৌরপ্রধান আক্রান্ত, গ্রেফতার এক। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায় অন্যান্যদিনের মতো বুধবার কালিয়াগঞ্জ পৌরসভায় পৌরপ্রধান রামনিবাস সাহা এসেছিলেন। সেই সময় বিবেকানন্দ মোড়ের রেল গেট সংলগ্ন তৃণমূল শহর কার্যালয়ের পাশের বাসিন্দা ঋষিকেষ দত্ত চৌধুরী নামে এক ব্যক্তি আচমকা পৌরপ্রধান রামনিবাস সাহার উপরে চড়াও হয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই পৌরসভায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় কালিয়াগঞ্জ থানার, পুলিশ ছুটে এসে অভিযুক্তকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এদিকে পৌরপ্রধানের শারিরীক অবস্থা খারাপ থাকায় তাকে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় রায়গঞ্জ স্থানান্তর করা হয়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন উত্তর দিনাজপুর জেলার চেয়ারম্যান শচিন সিংহ রায় সহ তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন পৌরসভার পক্ষ লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে জানান পৌরপ্রধান। পৌরপ্রধান রামনিবাস সাহা জানান, হাসপাতাল রোডের রাস্তায় হাইড্রেনের কাজ হবে। সেই কাজের জন্য ঋষিকেষ দত্ত চৌধুরী নামে ব্যক্তির বাড়ির কিছুটা অংশ ভাঙা হবে। সেই নিয়ে কয়েকদিন ধরেই ঝামেলা হচ্ছিলো। আজ ঋষিকেষ দত্ত চৌধুরী পৌরপ্রধানকে ফোন করে উল্টো-পালটা কথা বলে। পৌরপ্রধান তাকে পৌরসভায় আসতে বলেন। সেই সময় উত্তপ্ত কথা হলে আচমকা ঋষিকেষ দত্ত চৌধুরী চেয়ারম্যানের উপরে চড়াও হয়। প্রতিবেশীদের দাবি, উগ্র মেজাজের কারণে এর আগেও নিজের কর্মজীবনে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে ঋষিবাবু। বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন ঋষি দত্ত চৌধুরীর পরিবারের লোকজন। তবে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের যোগসাজশে তিনি এ ধরনের কাজ করেছেন বলে দাবি করছে তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের। উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, বিষয়টি কালিয়াগঞ্জ প্রশাসনের আইনানুগভাবে দেখা উচিৎ। কালিয়াগঞ্জ শহর তৃণমূল যুব সভাপতি রাজা ঘোষ বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দলের চক্রান্তের শিকার হয়েছেন চেয়ারম্যান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, চেয়ারম্যানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ধৃত অনলাইন সেক্স র‍্যাকেটের মাথা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ ম্যাসাজ পার্লারের নাম করে ওয়েবসাইট বানিয়ে অনলাইনে দেহ ব্যবসার চক্রে গ্রেফতার হলো মূল পাণ্ডা। ধৃত ব্যক্তির নাম অখিলেশ কুমার (৩২)। ধৃতের ব্যক্তির বাড়ি বিহারের ভেগুসরাই এলাকায়। ধৃতকে সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। চক্রে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অনলাইনে ওয়েবসাইট বানিয়ে রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসার চক্র, এমনই অভিযোগ পেয়ে গত বছর ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে শিলিগুড়ির মহিলা থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক মহিলা সহ তিন জনকে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে উঠে আসে এই চক্রের মূল পাণ্ডা অখিলেশ কুমারের নাম। তবে দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল অভিযুক্ত অখিলেশ কুমার। তার খোঁজে শিলিগুড়ির মহিলা থানার একটি বড় টিম বিহারে গিয়ে বিহার পুলিশের সহযোগিতা নিয়েও ঘাঁটি গেড়ে তার খোঁজ চালিয়েছিল। কিন্তু তখনও তার কোনরকম সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে ২০ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে এসে নিজেই আত্মসমর্পণ করে অখিলেশ কুমার। এরপর ধৃতকে গতকাল শিলিগুড়ি মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বৃহস্পতিবার তার শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। এই চক্রে আরও বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে মহিলা থানার পুলিশ।

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "Supplying, fitting and fixing of LED outdoor Street Lights at different wards" vide **Tender Id - 2023_MAD_485834_1.** Estimated Cost - Rs 30,23,538.00. eTender submission end date -**18/03/2023.** Details information will be available from the website-(i) **http://wbtenders.gov.in**, (ii) **www.coochbeharmunicipality.com**
Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality

Office of the Pradhan
Polgustia Gram Panchayat
Under Jagatballavpur Development Block, Dist-Howrah
Invited E-Tender Notice. List of Tenders: **1) NIT No:- 016/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2022-23. Sl. No:-01, Dated:-01/03/2023.** Bid submission date: **02/03/2023 to 2.45 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 3.00 PM. 2) 017/POL/E-TENDER/15 th CFC(Untied)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-01/03/2023.** Bid submission date: **02/03/2023 at 2:45 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 3.00 PM. 3) 018/E-TENDER/15 th CFC(tied)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-02/03/2023.** Bid submission date: **03/03/2023 to11:00 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 4.00 PM. 4) 019/POL/E-TENDER/15 th CGF(tied)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-02/03/2023.** Bid submission date: **03/03/2023 to 11:00 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 4.00 PM. 5) 020/POL/E-TENDER/15 th CFC(tied)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-02/03/2023.** Bid submission date: **03/03/2023 to 11:00 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 4.00 PM. 6) 021/POL/E-TENDER/15 th CFC(tied)/2022-23 Sl. No:-01, Dated:-02/03/2023.** Bid submission date: **03/03/2023 to 11:00 PM** and End of Bid submission:- **08/03/2023 at 4.00 PM.** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtender.gov.in**
Sd/- Prodhan
Polgustia Gram Panchayat
Polgustia, Howrah

Office of the Office of the
Ramsagar Gram Panchayat
Ramsagar, Onda, Bankura
e-mail ID – wbregs.ramsagar@gmail.com
Notice Inviting e-Tender No – 06/2022-23(Tender ID 2023_ZPHD_485938) Memo No 180/RGP/2023. Date: 02/03/2023. Pradhan, Ramsagar Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for 4 (four) nos works. Last date of documents download and bid submission is 10th March, 2023 at 18:00 hrs. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Ramsagar Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER
NO.226/BGP/e-Tender/22-23
For and on behalf of the Bahira Gram Panchayat, The Prodhan, Bahira Gram Panchayat under Uluberia-I P.S. invites Sealed percentage rate tenders for Construction of Community Toilet at different locations under the jurisdiction of this office under the Programme of XV (15 th F.C.) Commission. For details go through the website: **https://howrah.nic.in/ https:wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Bahira Gram Panchayat

ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ সিস্টেম

উদ্বোধন করলেন নির্মলা সীতারমণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির ল্যান্ড কাস্টমস অফিস থেকে ভুটান সীমান্তের নাগরাকাটা ও কুলকুলি ল্যান্ড কাস্টমস অফিসে ভার্চুয়ালি ইডিআই (ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ) সিস্টেমের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। চারদিনের সিকিম সফরের পর বৃহস্পতিবার তিনি শিলিগুড়ি থেকে সড়ক পথে সোজা চলে আসেন ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে। এসএসএবির ৪১ নং ব্যাটালিয়ানের গৌড়সিং জোত বিওপিতে গিয়ে তিনি প্রথমে উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন ও কাস্টমস আধিকারিক ও এজেন্টদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পানিট্যাঙ্কির ল্যান্ড কাস্টমস অফিসে এসে তিনি ভুটান সীমান্তের দুটি স্থল বন্দরের ইডিআই সিস্টেম ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি ইডিআই সিস্টেমের মাধ্যমে ভুটানের একটি গাড়িকে নেপালে যাওয়ার ছাড়পত্র দেন। এরপর তিনি ভারত নেপাল সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। সীতারামন জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভারত লাগোয়া নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতে পণ্য আমদানি ও রফতানির ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করতেই ইডিআই সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এই সিস্টেম চালু হাওয়ায় ফলে পণ্যবাহী ট্রাক দ্রুতার সঙ্গে এক আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর থেকে অন্য আন্তর্জাতিক স্থল বন্দরে পৌছে যাবে। এতে সময় অনেক কম লাগবে। এছাড়াও কাগজপত্র সম্পর্কিত ঝামেলা কমে যাবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি আরও জানান, ইডিআই সিস্টেম চালু হবার ফলেও নাশকতা, চোরাচালান বহুলাংশে রোখা সম্ভব হবে।

বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২ মার্চ ঃ সরকারি বাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা বাইকে ধাক্কা বেসরকারি বাসের। ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো বাইক চালকের। ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা ১ নং ব্লকের শিকারপুর এলাকায়। জানা গেছে মৃত ওই ব্যক্তি মাথাভাঙ্গার বৈরাগিরহাট এলাকার বাসিন্দা। আরও জানা গেছে এদিন জামাইয়ের মোটরসাইকেল নিয়ে বৈরাগিরহাট এলাকা থেকে মাথাভাঙ্গার দিকে আসছিলেন ওই বাইক আরোহী। সেইসময় শিকারপুর এলাকায় উল্টো দিক থেকে আসা দিনহাটা শিলিগুড়ি একটি বেসরকারি বাস ওই বাইকটিকে ধাক্কা মেরে বেশ কিছুদুর পর্যন্ত পিষে নিয়ে গেলে আগুন ধরে যায় বাইকে। ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে নিয়ে আসে এবং ঘাতক বাসটিকে আটক করেছে বলে জানা গেছে।

পরিদর্শনে মন্ত্রী

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ২ মার্চ ঃ ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে অ্যাডিনো ভাইরাস, আর এই ভাইরাস নিয়ে চিন্তিত রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। গত সাত দিনে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জ্বর ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে একশোর উপর রোগী ভর্তি হয়েছিল। বৃহস্পতিবার জরুরী ভিত্তিতে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নার্সিং স্টাফ এবং শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নতুনভাবে আরও ১৬টি বেডের আর একটি পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ড খোলা হচ্ছে বলে জানালেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। একই সাথে হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে ফিভার ক্লিনিক। হাসপাতালে পাঁচজন শিশু চিকিৎসক পালা করে চিকিৎসা করবেন। পাশাপাশি মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ আরও জানান, বর্ধমান মেডিকেল কলেজে এটি চালু হয়েছে, বৃহস্পতিবার কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চালু করার ব্যবস্থা করা হলো।

পাখি নিয়ে উৎসব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২মার্চ ঃ ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে তৃতীয় নর্থ বেঙ্গল বার্ড ফেস্টিভাল। চলবে ১০ তারিখ পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার, দুপুর ১ টা নাগাদ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্তারিত জানান উদ্যোক্তারা। জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন এন্ড টুরিজমের সহযোগিতায় এই বার্ড ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হতে চলেছে। এবিষয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন এন্ড ট্যুরিজমের আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, আগামীকাল থেকে শিলিগুড়ির মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে এই ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করার জন্য রেজিস্ট্রেশন শুরু হবে। ৪ তারিখ থেকে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। শিলিগুড়ি সহ, চিলাপাতার কোদালবস্তি, ভুটান সংলগ্ন লেপচাখা এলাকাতেও এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হবে।

গ্রেফতার ডাকাত

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বড়োসড়ো ডাকাতির আগেই দুস্কৃতীদের গ্রেফতার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। জানা গেছে, রামপুরহাট থানার অন্তর্গত মাঝখন্ড মোড়ে ১৩-১৪ জনের একটি দুস্কৃতীর দল মিলে ডাকাতির উদ্দেশে জমায়েত হয়। আগাম খবর পেয়ে পুলিশ ডাকাতির আগে সেখানে গিয়ে চারজনকে আটক করে। বাকিরা সব পালিয়ে যায়। এই চারজনের কাছ থেকে ভোজালি, একটি সাইকেলের চেন, একটি লোহার রড, আর একটি ছুরি উদ্ধার হয়। জানা গেছে যে, এই চারজন বিভিন্ন সমাজ বিরোধীমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। ধৃতদের নাম যথাক্রমে অমিত মন্ডল, হৃদয় মন্ডল, সিদ্ধেশ্বর মন্ডল এবং সন্ন্যাসী মন্ডল। বাড়ি যথাক্রমে রামপুরহাট পুরসভার আট ও আঠারো নম্বর ওয়ার্ডে।

বাড়ি ঘেরাও জারি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২ মার্চ ঃ চা শ্রমিকদের পিএফ ও কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০০০ কোটি টাকা প্রদান সহ বিভিন্ন দাবিতে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ত এবং দুই বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণ ও দুর্গা মূর্মূর বাড়ির সামনে ধর্নায় বসল দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসি। বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তের আবাসনের সামনে ও বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মণের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে। উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সাধারণ সম্পাদক সৌম্য মজুমদার, জেলা সহ সভাপতি প্রবীর দত্ত, জেলা নেতা প্রদীপ মজুমদার শ্যাম যাদব, শিলিগুড়ি টাউন-১ সভাপতি নরসিং মাহাতো, টাউন-৩ সভাপতি সুজয় সরকার, মাটিগাড়া ১ সভাপতি জীবন ভগত, ফাঁসিদেওয়া সভাপতি মেহবুব আলম, সাধন রায়-সহ অন্যান্যরা।

ভস্মীভূত গুদাম

দুরন্ত বার্তা, বুনিয়াদপুর, ২ মার্চ ঃ পাটের গুদামে আগুন লেগে ভস্মীভূত হল বেশ কয়েক কুইন্টাল পাট। বৃহস্পতিবার বুনিয়াদপুর পুর এলাকার ৮ নম্বর ওয়ার্ড শ্যামাপল্লি এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন এলাকার কানাই সরকারের বাড়ির পাটবোঝাই করা একটি ঘর থেকে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে। চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরাই তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। নিমেষের মধ্যে এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, কানাইবাবু বাড়িতে ১৫ কুইন্টাল পাট মজুত করে রেখেছিলেন। যার আনুমানিক মূল্য ৭৫ হাজার টাকা। দমকল কেন্দ্রের আধিকারিক প্রদীপ কুমার সাহা জানান, সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-৪০-২২ তারিখ ০২.০৩.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক বৈধ বৈদ্যুতিক লাইসেন্সধারী ঠিকাদার এবং আর্থিকভাবে নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম এইরূপ খ্যাতনামা টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। স্থানসহ কাজের নাম: আসানসোল ডিভিশন- আসানসোল ডিভিশনে ২ বছরের জন্য "এ" চেকের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং "বি" চেকের রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি, আনুষঙ্গিক মেরামত সহ এলএইচবি এবং কনভেনশনাল পাওয়ার কারগুলিতে লাগানো কমিন্স ডিজেল ইঞ্জিন (মডেল কেটিএ-১১৫০, কেটিএ-১৯ জি ৫, কেটিএ-১৯ জি ১০)-এর "পি" চেক। টেন্ডার মূল্য: ₹ ৮৬,৮৯,৮৩০.৮০; টেন্ডার নথির মূল্য: শূন্য। বায়না অর্থ: ₹ ১,৭৩,৮০০.০০। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ এবং খোলার তারিখ ও সময়: ৩০.০৩.২০২৩ বেলা ১১টা। কাজ শেষ করার মেয়াদ: ২৪ মাস। বিশদ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।
ASN-211/2022-23
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৫০২, তারিখ: ০১.০৩.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলস্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নোক্ত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২১৪-আর। কাজের নাম: হাওড়া ডিভিশনের হাওড়াতে ২.২ এমডব্লুপি অন-গ্রিড (ব্যাটারি ব্যাকআপ ছাড়া) সোলার রুফ-টপ/শেড-টপ প্ল্যান্ট স্থাপন। টেন্ডার মূল্য: ₹ ১০,০৬,০২,৭৮৮/-; বিড সিকিউরিটি (বায়না অর্থ জমা): ₹ ৬,৫৩,০০০/-। কাজ শেষ করার সময়সীমা: ৯ মাস। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ২৩.০৩.২০২৩ বিকেল ৪টার। বিজ্ঞপ্তিতে আহ্বান জানানো টেন্ডারে উল্লিখিত জমার শেষ তারিখটি যে কোনও কারণে ছুটি/বনধ/হরতাল ঘোষণা করা হলে, অনলাইনে টেন্ডার জমার শেষ তারিখ পরিবর্তন করা হবে না যেহেতু আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে টেন্ডারের আবেদন জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না। সেইহেতু, টেন্ডারটি জমার শেষ তারিখ এবং সময়ের পরে যেকোনো সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের অফারটি অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-436/2022-23
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayHeadquarter

কাটিহার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ
[illegible]
www.ireps.gov.in
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice
Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. Plant/105/2023, Pant/106/2023 Dated 03/03/2023.** Last Date of Submission of Bid **14/03/2023 upto 11 AM.** For more information please visit the website : **https//www.wbtenders.gov.in**

উত্তর মধ্য রেলওয়ে
নং. ঃ জেএইচএস/ ইএলজি/ ডব্লু/ টি-২০/ ২০২২-২৩ তারিখ ঃ ২৭.০২.২০২৩
টেন্ডার নোটিস
ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সাধারণ), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন ওপেন টেন্ডার অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য ঃ-

টেন্ডার নং.	জেএইচএস/ ইএলজি/ ডব্লু/ টি-২০/ ২০২২-২৩
বিস্তারিত বিবরণ নির্মতা	ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ০৩ টি হেভি ডিউটি জনসন এসকেলেটর প্রতিস্থাপন পিএফ নং. ২ ভিজিএলবি রেলওয়ে স্টেশনে ও পিএফ নং. ১, ২ ও ৩ জিডব্লুএল রেলওয়ে স্টেশনে ঝাঁসি ডিভিশনে দুই বছরের মেয়াদে, ২৪ মাস।
টেন্ডারের মূল্য	টাকা. ৪২১৯২৭২ /-
বায়না মূল্য	টাকা. ৮৪৪০০ /-
টেন্ডার নথির মূল্য	টাকা. শূন্য
সম্পাদনের মেয়াদ	দুই বছর (২৪ মাস)
টেন্ডার বন্ধের তারিখ	২১.০৩.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা)
টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়	২১.০৩.২০২৩ (১৫.৩০ ঘটিকা)

যদি টেন্ডার খোলার তারিখ ছুটির দিন হিসাবে বিবেচিত হয় বা প্রযুক্তিগত সমস্যা হয় ওয়েবসাইটে, টেন্ডার খোলা হবে পরের কাজের দিনে একই পদ্ধতিতে। বিস্তারিত তথ্যাবলী সঙ্গে টেন্ডারের নথি উপরোক্ত ই-টেন্ডারের পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে-**https://www.ireps.gov.in** টেন্ডার খোলার বকেয়া তারিখে বেলা ১৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে ২১.০৩.২০২৩ (১৫.০০ ঘটিকা)। বিস্তারিত তথ্যাবলী ও টেন্ডার জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট-**https://www.ireps.gov.in**। **322/23(A)**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2 nd Floor), A.C. Market, Malda-732101.
Phone/Fax: (03512) 252104, e-Mail: med.malda@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
TENDER ID: 2023_MAD_484008_1
2023_MAD_484008_2
2023_MAD_484008_3
Abridged e-tender Notice is invited from Interested Bonafide bidders/Govt. contractors for "Construction of Three Nos. Passenger shed, 60 Nos. RCC Sitting Arrangement, both side Avenue Tree and Hedge Plantation, from Buniadpur More towards Narayanpur (SH 10A and connecting road) under Green Corridor programme within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur" Last date of submission: **24-March-2023 06:00 PM.** Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/- Executive Engineer
Malda Division
M. E. Directorate

সাহায্যের আবেদন ক্যান্সার আক্রান্তের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ প্রায় মাস ৭ আগে ক্যান্সার শরীরে বাসা বাঁধে মালদা জেলার চাঁচলের পাঞ্চালি পাড়ার বাসিন্দা বছর ৪০-র মুন্না শেখের। তাঁর মুখ মণ্ডলের ডান চোয়ালজুড়ে ছড়িয়েছে ওই রোগ। রাজ্যের বাইরে গিয়ে করাতে হবে চিকিৎসা। আর তার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। নিতান্ত সাধারণ ওই পরিবারের পক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আর্থিক সহায়তার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর পরিজনেরা। জানা যায়, ওই পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি মুন্না। এলাকার একটি বাইকের শোরুমে মেকানিকের কাজ করতেন। বাড়িতে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তাঁর অসুস্থ হওয়ার পর থেকে রোজগার বন্ধ। সংসার একপ্রকার অচল হয়ে পড়েছে। এদিকে আবার চিকিৎসার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আর্থিক সহায়তার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ওই পরিবারের পক্ষ থেকে। তাঁর স্ত্রী জলিনাজ বিবি বলেন, আমার স্বামী ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের পক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা অসম্ভব। সকলের কাছে সহযোগিতা চাইছি। মুন্নাবাবুর বাবা শেখ জমসেদ আলি বলেন, আমার ছেলে মুন্না ক্যান্সারে আক্রান্ত। পাড়া-প্রতিবেশী সহ আত্মীয়-স্বজনের কাছে সাহায্য নিয়ে তাকে চিকিৎসার জন্য মুম্বাইয়ে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসা চালানোর জন্য অর্থের প্রয়োজন। সকলের কাছেই সহযোগিতার আবেদন জানাচ্ছি। মুন্না বাবুর বড় বৌদি রোজি বিবি বলেন, মোটর সাইকেলের মেকানিকের কাজ করে সংসার চালাত আমার দেওর মুন্না। প্রায় মাস ৬ আগে তার শরীরে ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে চিকিৎসার জন্য একদিন আগে তাঁকে মুম্বাইয়ে পাঠানো হয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের পক্ষে ওই পরিমাণ অর্থ জোগাড় করা সম্ভব নয়। সকলে সহযোগিতা করলে আমার দেওর জীবন ফিরে পাবে। আপনাদের মাধ্যমে সকলের কাছে আমরা এই আবেদনই জানাচ্ছি।

টলি-বলির টুকরো খবর

রহস্য রোমাঞ্চ আর মার্ডার মিস্ট্রির ভিড়ে 'ডাকঘর', অভিনয়ে দিতিপ্রিয়া- সুহোত্র

পরিচালক অভ্রজিৎ সেনের নতুন ওয়েব সিরিজ 'ডাকঘর'। কিন্তু ৭ এপিসোডের এই সিরিজ দেখতে বসলে ঠিক উল্টোই প্রতিক্রিয়া হবে। একটা ভাল কনসেপ্ট যে দুর্বল চিত্রনাট্যের কারণে মাঝারি মানের হয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ 'ডাকঘর'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জনপ্রিয় নাটক 'ডাকঘর'-এর গল্প হুবহু না বললেও অভ্রজিৎ সেনের নতুন ওয়েব সিরিজের মূল প্রেক্ষাপট অনেকটা তেমনই। এক ঘন জঙ্গলের পাশে ছোট্ট একটি গ্রাম। আড়াই বছর ধরে তাদের গ্রামের ডাকঘর বন্ধ। সেখানে এখন নাকি ভূতের বাসা। সেই বাসাতেই এসে হাজির হয় স্বয়ং 'ভূতের ছেলে' ওরফে দামোদর দাস (সুহোত্র মুখোপাধ্যায়)। শহরের ছেলে হঠাৎ গণ্ডগ্রামে এসে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার জীবন ভরে যায় নানা রকম রঙিন গ্রামবাসীতে। কেউ খ্যাপাটে, কেউ অসহায়, কেউ ভূতগ্রস্ত আর কেউ আবার নিতান্তই সরল। তাদের সঙ্গে কী করে যেন মিশে যায় দামোদর। এবং জড়িয়ে পড়ে সকলের নিত্য জীবনের সঙ্গে। সাতটি পর্ব কেটে যাবে সারল্যে ভরা হাসি-কান্না-ইয়ার্কিতে মোড়া একটি অত্যন্ত সহজ গল্প দেখতে দেখতে। যে গল্পের সে ভাবে কোনও রহস্য নেই, এটি থ্রিলার নয়, নেই কোনও যৌনতার সুড়সুড়ি। রয়েছে শুধু সারল্য। এবং ধীর গতিতে চলতে থাকা মন ভাল করা মিষ্টি কিছু মুহূর্ত! এটুকু পড়েই অনেকে হয়তো ভাবছেন জীতেন্দ্র কুমারের জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'পঞ্চায়েত'-এর কথা মনে পড়ে যেতে পারে। তবে 'ডাকঘর' দেখতে গিয়েও বহু দৃশ্য, বহু ঘটনা বারবার 'পঞ্চায়েত' এবং সচিবজি-র কথাই মনে করাবে। তবে এ গল্পের প্রেক্ষাপটে মিল থাকলেও, তার প্লটলাইনগুলি স্বতন্ত্র। এখানে রয়েছে দামোদরের ছেলেবেলা ঘিরে কিছুটা ধোঁয়াশা, রয়েছে একটি চুপিচুপি হয়ে যাওয়া প্রেমও। কেবল চিত্রনাট্যে নির্দেশ নয়। কিছু অংশ অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। দামোদরের জীবনে একটি ক্রাইসিস রয়েছে। কিন্তু সেই ক্রাইসিস বার বার যেন ফিরে আসে সংলাপের মাধ্যমে। তাই দর্শকেরও নতুন করে কোনও তথ্য জানা হয় না। তবে সাদামাটা গল্প দিয়েও যে মন ছুঁয়ে ফেলা যায়, তার যোগ্য উদাহরণ অবশ্যই এই সিরিজ। এবং তার পিছনে সিংহভাগ কৃতিত্বই অভিনেতাদের। মুখ্য ভূমিকায় সুহোত্র মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন। মাপা অভিনয় কী ভাবে করতে হয়, তার মাস্টারক্লাস করাতে পারেন তিনি। দুঃখ-আনন্দ-বিস্ময়-রাগ- সবেতেই তিনি সমান দক্ষ। বাংলায় ও যে একজন জীতেন্দ্র কুমার রয়েছেন, তা নিয়ে এ বার গর্ব করতে পারবে টলিউড। পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন কাঞ্চন মল্লিক। কিন্তু যাঁদের জন্য 'ডাকঘর' দর্শকের মনের এত গভীরে যেতে পেরেছে, তাঁরা হলেন একঝাঁক নাম না জানা চরিত্রাভিনেতা। গোটা সিরিজে অধিকাংশ চরিত্র একটি নির্দিষ্ট টোনে কথা বলে। কিন্তু সেই কথা-বলার টানটা যেন বাকিদের মতো সমান দক্ষতার সঙ্গে রপ্ত করতে পারেননি দিতিপ্রিয়া। তাই তাঁর সংলাপগুলি একটু কানে লেগেছে বৈকি। 'পঞ্চায়েত'-এর গল্প উত্তর প্রদেশের একটি ছোট্ট গ্রাম নিয়ে। গোটা সিরিজটি একটি গ্রামের গল্প বললেও সেখানে গল্পবলার ধরন আপাদমস্তক শহুরে। হয়তো তাই, সিরিজটি ওটিটি দর্শকের মনে দাগ কাটতে পেরেছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত সুস্মিতা সেন, হল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

হৃদরোগে আক্রান্ত প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন। কিছুদিন আগে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী। তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী করা হয় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, বসানো হয় স্টেন্ট। বৃহস্পতিবার বিকেলে অসুস্থতার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই শেয়ার করেন সুস্মিতা। পাশাপাশি তিনি নিজেই জানান যে, এখন কেমন আছেন তিনি? বাবা সুবীর সেনের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, 'বাবা বলেন, তোমার হৃদয়কে আনন্দিত ও সাহসী রাখো। যখন যখন তোমার আমাকে দরকার হবে, তখন তখন আমি তোমার পাশে দাঁড়াব সোনা।' এরপরেই সুস্মিতা জানান তাঁর অসুস্থতার খবর। বিশ্বসুন্দরী লেখেন, 'কিছুদিন আগেই আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হই। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয়েছে। স্টেন্ট বসেছে ঠিক জায়গায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমার কার্ডিওলজিস্ট বলেছেন, আমার হৃদয় অনেক বড়। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ যাঁরা সময়মতো সাহায্য করেছেন, যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন।' সঙ্গে শেয়ার করেছেন হাসির ও ভালোবাসার ইমোটিকন। অভিনেত্রী আরও লেখেন, 'এই পোস্টটি তাঁদের জন্য যাঁরা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ও আমাকে ভালোবাসেন। তাঁদের এই ভালো খবরটি জানাতেই পোস্ট করলাম যে, এখন সব ঠিক আছে। জীবনের জন্য আমি আবার তৈরি। তোমাদের আমি অনেক ভালোবাসি! দুগ্গা দুগ্গা।' পোস্টে অভিনেত্রী নিজেই খোলসা করেছেন যে, আপাতত সুস্থ আছেন তিনি। দুঃসময়ে যাঁরা পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন সুস্মিতা। সুস্মিতার পোস্টে সবাই তাঁর সুস্থতার প্রার্থনা করেছেন। অনেকেই তাঁকে নিজের খেয়াল রাখতে বলেছেন। কেউ কেউ তাঁদের উদ্বিগ্নতার কথাও জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই সুস্মিতার সেনের প্রেম নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়া। প্রাক্তন আইপিএল কর্তা ললিত মোদি আচমকা নিজেই ঘোষণা করেন তাঁর ও প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনের প্রেমের খবর। তবে এ্যাপারে একটি বাক্যও ব্যয় করেননি অভিনেত্রী। উপরন্তু, সেই খবর চাউর হওয়ার পর থেকে নানা অনুষ্ঠানে তাঁর পাশে দেখা গেছে প্রাক্তন রোমান শলকে। নভেম্বরে একসঙ্গে জন্মদিনও সেলিব্রেট করেছেন তাঁরা। অন্যদিকে তাঁর প্রফেশনাল লাইফেও সময়টা বেশ ভালোই যাচ্ছিল সুস্মিতার। মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে সুস্মিতার জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'আরিয়া'র সিজন থ্রি। তাঁর প্রচারেই ব্যস্ত ছিলেন অভিনেত্রী। এর মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সুস্মিতা। তবে এখন ভালো আছেন তিনি।

পূজোয় ছবি আনছেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ জুটি, মুখ্য চরিত্রে মিমি-আবির

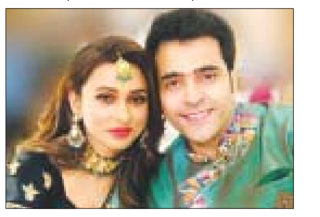

এই বছর পুজোর ছবির 'লড়াই' ভিন্ন মাত্রা পেতে চলেছে। কারণ এই প্রথম পুজোয় ছবি নিয়ে আসছেন নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জুটি। আর এই ছবিতে জুটি বাঁধছেন মিমি চক্রবর্তী এবং আবির চট্টোপাধ্যায়। এর আগে নন্দিতা-শিবপ্রসাদ জুটির 'পোস্ত' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন মিমি। এই ছবির হিন্দি রিমেকেও মিমি রয়েছেন। যদিও হিন্দি সংস্করণ এখনও মুক্তির অপেক্ষায়। ছবির অন্য দিকে পরিচালকদ্বয়ের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থার ছবিতে দর্শক আবিরকে দেখেছেন। মে মাসে মুক্তি পাবে 'ফাটাফাটি'। সেই ছবিতেও ঋতাভরীর বিপরীতে দর্শক দেখবেন আবিরকে। শিবপ্রসাদের কথায়, ''সে ক্ষেত্রে আমাদের দু'জনের পরিচালনায় আবির এবং মিমিকে পাওয়াটা সত্যিই খুব নতুন অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। সেই স ঙ্গে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিও পাবে এক নতুন জুটি।'' অন্য দিকে আবিরের সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, ''মিমির সঙ্গে আগে ছবি করলেও এই প্রথম ওর বিপরীতে। আপাতত শুটিং শুরুর অপেক্ষায় রয়েছি।'' সাধারণত গরমের ছুটিতেই ছবি নিয়ে আসেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। ছক ভেঙে পুজোর ভিড়ে কেন ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা? ''ঈশ্বরের আশীর্বাদে এখনও আমাকে পুজোয় ছবি রিলিজ করতে হয়নি। আসলে এই ছবির সঙ্গে দুর্গাপুজোর একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রয়েছে। তাই পুজোকে বাদ দিয়ে এই ছবির মুক্তি ভাবতে পারছি না,'' স্পষ্ট উত্তর শিবপ্রসাদের। এই ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। কলকাতায় ছবির শুটিং হবে সামান্যই। আউটডোর লোকেশনের মধ্যে রয়েছে বোলপুর, বানতলা এবং ধূলাগড়। আগামী ১৫ মার্চ থেকে শুরু হবে শুটিং।

এফআইআর দায়ের হল গৌরী খানের নামে

মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েও নির্ধারিত সময়ে মেলেনি ফ্ল্যাট। বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ তুলে শাহরুখ-পত্নী গৌরী খানের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় এফআইআর দায়ের করেন মুম্বইয়ের বাসিন্দা যশবন্ত শাহ। লখনউয়ের সুশান্ত গল্ফ সিটির পুলিশ স্টেশনে জামিন-অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেন মুম্বইবাসী যশবন্ত। তাঁর অভিযোগ, ৮৬ লক্ষ টাকা দাম দিয়েও ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাননি তিনি। গৌরী খান ছাড়াও যশবন্তের দায়ের করা এফআইআরে নাম রয়েছে তুলসিয়ানি কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের দুই শীর্ষকর্তা অনিল তুলসিয়ানি ও মহেশ তুলসিয়ানিরও। যশবন্তের অভিযোগ, ৮৬ লক্ষ টাকা দিয়ে তাঁদের সংস্থার কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তিনি। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ফ্ল্যাটের চাবি মেলেনি। তাই বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর দায়ের করেছেন তিনি। তুলসিয়ানি কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের প্রধান মুখ বা ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ-পত্নী গৌরী খান। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নাকি ওই সংস্থার ফ্ল্যাট কিনতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যশবন্ত। যশবন্তের দাবি, যে হেতু অঃদরসজ্জা শিল্পী গৌরী খান ওই সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, তাই এই বিশ্বাসভঙ্গের দায় বর্তায় তাঁর উপরেও। তাই শাহরুখ-পত্নীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

মেট্রো রেল সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট বার্ষিক ৬২ লাখ টাকার বেশি সাশ্রয় করে

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ মেট্রো রেলওয়ে বিকল্প উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমাতে প্রতিনিয়ত কঠোর পরিশ্রম করছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই উদ্যোগ গতি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন স্থানে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এই উদ্যোগের সাক্ষ্য। পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো (গ্রীন লাইন) কলকাতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন ব্যবস্থা। বর্তমানে সল্টলেক সেক্টর V এবং শিয়ালদহের মধ্যে

৮.৮৮৫ কিলোমিটার প্রসারিত পরিষেবাগুলি চলছে। এই করিডোরের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সেন্ট্রাল পার্ক ডিপো, সল্টলেক থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। ওয়ার্কশপের ১৬০০০ বর্গ মিটার এলাকা এবং সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোর ইটিইউ-এর ৩১৭৩ বর্গ মিটার এলাকাজুড়ে ইতিমধ্যেই ছাদে সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই প্ল্যান্টগুলি ১.২৪ Mwp বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে এবং টাকা ৪৮ লক্ষ (প্রায়) বার্ষিক। এছাড়াও, দুটি পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো স্টেশনের ছাদে যেমন সল্টলেক সেক্টর V এবং সেন্ট্রাল পার্কে ০.২৮ MWp রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবেশ-বান্ধব সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ৩৫৬৬.৩৪ বর্গ মিটার এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এর ফলে মেট্রো রেলের টাকা বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। ১৪.৫০ লক্ষ (প্রায়) বার্ষিক। এই প্রকল্পটি যেটি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মোডের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে তা সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষায় সজ্জিত। মেট্রো রেলওয়ে ছাদের জায়গাগুলি সরবরাহ করেছে যেখানে সৌর শক্তি বিকাশকারী সম্পূর্ণ নকশা, সংগ্রহ, ইনস্টলেশন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং কাজ করেছে। সৌরবিদ্যু বিকাশকারী এই প্ল্যান্টগুলি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে। মেট্রো রেলের এই সৌরবিদ্যুৎ উপাদন ব্যবস্থা ক্লাউড-ভিত্তিক মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বাহ্যিক কম্পিউটার এবং স্মার্ট ডিভাইসগুলি অন্তর্নির্মিত মিটার এবং ডেটা লগারের সাহায্যে উদ্ভিদের কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ করে। স্ট্যাবলিং বে লাইন ওয়ার্কশপের ছাদে ০.৫ Mwp ক্ষমতার আরেকটি রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট আসছে। এখানে ৫১১২ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বিস্তৃত হবে। একবার সম্পূর্ণ হলে, এটি মেট্রো রেলওয়ের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেবে। এই সমস্ত প্ল্যান্টগুলি ভারতীয় রেলওয়ের জন্য ১০০ মেগাওয়াট পিক রুফটপ সোলার জেনারেশন প্রকল্পের অংশ হিসাবে ইনস্টল করা হয়েছে যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে 'নেট জিরো কার্বন ইমিটার' হয়ে ওঠা।

দোল উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেলের

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ দোল উপলক্ষ্যে বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। দোলের সময় অতিরিক্ত ভিড় এড়াতে কলকাতা এবং পুরীর মধ্যে একটি বিশেষ ট্রেন চালু করা হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতি রবিবার একটি করে ট্রেন কলকাতা থেকে পুরী যাবে। পুরী বিশেষ ট্রেন কলকাতা থেকে ছাড়বে রাত ১১টা ৪০ মিনিটে। পুরী গিয়ে পৌঁছাবে পরের দিন সকাল ৯ টা ৩৫ মিনিটে। একইভাবে ৬ থেকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত প্রতি সোমবার একটি করে পুরী বিশেষ ট্রেন পুরী থেকে কলকাতায় আসবে। ট্রেনটি প্রতি সোমবারই বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে পুরী থেকে ছাড়বে। কলকাতা এসে পৌঁছবে রাত ২টোয়। ট্রেনগুলি আপ এবং ডাউনে ভট্টনগর, আন্দুল, খড়গপুর, বালাসোর, ভদ্রক, জয়পুর, কটক, ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড স্টেশনে থামবে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, কলকাতা-পুরী হোলি বিশেষ ট্রেনটির টিকিট ২ মার্চ থেকে পাওয়া যাবে। কাউন্টারের পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে বলে রেল জানিয়েছে।

সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির

সঙ্গে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত ও ইতালি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। এই সহযোগিতা আরও জোরদার করার জন্য আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই বছর ভারত ও ইতালি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭৫ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে। নবায়নযোগ্য শক্তি, হাইড্রোজেন, আইটি, টেলিকম, সেমিকন্ডাক্টর এবং মহাকাশের ক্ষেত্রে ইতালির সঙ্গে নিজস্ব সম্পর্ক আরও জোরদার করবে ভারত। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ভারতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে, সহ-উৎপাদন এবং সহ-উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হচ্ছে যা উভয় দেশের জন্য উপকারী হতে পারে। আমরা নিয়মিত যৌথ অনুশীলন এবং প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মোদী জানান, আজ আমরা ভারত এবং ইতালির মধ্যে একটি ''স্টার্ট আপ ব্রিজ'' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করছি। আমরা এটাকে স্বাগত জানাই। আরও একটি সেক্টর রয়েছে যেখানে উভয় দেশ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে, তা হল- প্রতিরক্ষা সহযোগিতা।

শিশুদের প্রতি অপরাধ হজম করা কঠিন, ভিন্নভাবে তা মোকাবিলা করা প্রয়োজন ঃ কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ সমস্ত অপরাধই খারাপ, কিন্তু শিশুদের প্রতি অপরাধ হজম করা কঠিন, ভিন্নভাবে তা মোকাবিলা করা প্রয়োজন। বললেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি সম্মেলনে বক্তব্য রাখায় সময় কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেছেন, যদি মহিলা ও শিশুরা নিরাপদ না থাকে, তাহলে একটি সমাজ অথবা দেশ নিজস্ব অর্জন উদযাপন করতে পারে না। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের আইনী বিধানের বাইরে যেতে

হবে, এবং মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজকে একত্রিত হতে হবে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের এই সম্মেলনকে সময়োপযোগী এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হিসাবে বর্ণনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, আমরা আশা করি এই সম্মেলন থেকে সুনির্দিষ্ট ফলাফল বেরিয়ে আসবে।

জি-২০ গোষ্ঠী ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে, বৈঠকে বললেন এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ জি-২০ গোষ্ঠী একটি ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি-২০ বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, আসুন আমরা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই, এই গ্রুপিং একটি ব্যতিক্রমী দায়িত্ব বহন করে। আমরা প্রথম বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে একত্রিত হয়েছিলাম এবং আজ আবারও বাস্তবে একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব আর্কিটেকচার অষ্টম দশকে। এই সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা চারগুণ হয়েছে। এটি বর্তমানের রাজনীতি, অর্থনীতি, জনসংখ্যা বা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না। ২০০৫ সাল থেকে, আমরা উচ্চ স্তরে সংস্কারের জন্য অনুভূতি প্রকাশ করতে শুনেছি।

ব্যবধান মাত্র ৭ ভোট, মমতার এক সময়ের সতীর্থের ছেলেকে হারিয়েই মেঘালয়ে খাতা খুলল তৃণমূল

শিলং, ২ মার্চ ঃ মেঘালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাদাকে পরাজিত করে শক্তি প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। দাদেংগ্রে কেন্দ্রে গত তিনবার ন্যাশনাল পিপলস পার্টির হয়ে জয়ী হয়েছিলেন জেমস পাংসাং সাংমা। তবে, এইবারের নির্বাচনে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার দাদাকে পরাজিত করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রূপা এম মারাক। যদিও ভোটের ব্যবধান মাত্র ৭। ক্ষমতা দখলের মতো জায়গায় যেতে না পারলেও, কিংবা কিংমেকার না হয়ে উঠতে পারলেও, মেঘালয়ে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে, ২০১৮ সালেও মেঘালয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তবে সেইবার তৃণমূলকে খালি হাতেই ফিরিয়ে ছিল মেঘালয়। সেই তুলনায় এবার উত্তর পূর্ব ভারতের এই রাজ্যে বড় সাফল্য পেল তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, মোট বৈধ ভোটের ৩৫.৩৮ শতাংশ বা ২৭,৭৪৬ টি ভোট পেয়েছেন জেমস পাংসাং সাংমা। তাঁর থেকে মাত্র ৭টি ভোট বেশি পেয়ে আসনটি জিতে নেন তৃণমূলের রূপা এম মারাক। এই জের মধ্য দিয়েই মেঘালয়ে খাতা খোলে তৃণমূল কংগ্রেস। এখনও পর্যন্ত গণনা অনুযায়ী ৪ টি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল, আর এগিয়ে আছে আরও ১ আসনে। দাদেংগ্রে কেন্দ্রটি পশ্চিম গাড়ো পাহাড় জেলায় অবস্থিত। এই আসনে অন্যান্য প্রার্থীরা ছিলেন বিজেপির ব্রেইনিং আর মারাক, কংগ্রেসের চেস্টারফিল্ড সাংমা এবং রিপাবলিকাল পার্টি অব ইন্ডিয়ার উইটিজেন এন সাংমা। এনপিপি ইতিমধ্যে ১৯ টি আসনে জয়ী হয়েছে আর এগিয়ে আছে আরও ৬ টি আসনে। প্রধান প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি জিতেছে ১১টি আসনে। প্রসঙ্গত, কনরাড সাংমা এবং জেমস সাংমার বাবা, পিএ সাংমা একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটেই সাংসদ

হয়েছিলেন। ২০০৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন মাত্র দুই জন - একজন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরজন পিএ সাংমা। সেই সাংমার ছেলেকে পরাজিত করেই এবার মেঘালয়ে সাফল্যের পথে পা বাড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৮ সালে মাত্র ০.৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেখানে বিজেপির ভোট ছিল ৯.৬ শতাংশ। এবার এখনও অবধি গণনা অনুযায়ী, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১৩.৭১ শতাংশ ভোট এবং বিজেপি পেয়েছে ৯.২৫ শতাংশ ভোট। বস্তুত, ২০১৮ সালের পর থেকে গত ৫ বছরে মেঘালয়ের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কংগ্রেস ভেঙে মুকুল সাংমা বেশ কয়েকজন বিধায়ক-সহ যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। সেই শক্তিক্ষয়ের ধাক্কা এখনও সামলাতে পারেনি হাত শিবির। ২০১৮ সলে রাজ্যে সবথেকে বেশি ভোট পেয়েছিল কংগ্রেস, ২৮.৫ শতাংশ। সেখান থেকে এইবার কংগ্রেসের ভোট প্রাপ্তি নেমে এসেছে ১৩.২৩ শতাংশে।

কোভিড সংক্রমণ উর্ধ্বমুখীই ভারতে, বাড়ল সুস্থতা

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ ঃ ভারতে করোনার বাড়বাড়ন্ত রোজই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাড়ছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বুধবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ২৬৮ জন। এই সময়ে অবশ্য কারও মৃত্যু হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২৬৮ জন, দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮৬,৮৭৯-তে পৌঁছেছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,৪৩৯-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৩,৬৬৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৫২৮ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪,০১,৭৬০।

হাথরাস গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডে ৩ জনকে খালাস আদালতের, দোষী সাব্যস্ত ১

হাথরাস, ২ মার্চ ঃ ২০২০ সালে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে এক দলিত তরুণীকে গণ-ধর্ষণ হত্যা মামলায় চার অভিযুক্তের মধ্যে তিনজনকে বেকসুর খালাস দিল উত্তরপ্রদেশের আদালত। এই ঘটনায় একজনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। বৃহস্পতিবার উত্তরপ্রদেশের আদালত অভিযুক্ত রবি, রামু এবং লভ কুশকে খালাস দিয়েছে। সন্দীপ নামে এক অভিযুক্তকে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৪ ধারা এবং এসসিএসটি আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সন্দীপ ঠাকুরকে ধর্ষণ বা খুনের অভিযোগে আদালত দোষী সাব্যস্ত করেনি বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০ বছর বয়সী এক দলিত তরুণী দিল্লি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে হাথরাসে নিজের গ্রামে গণধর্ষণের শিকার হন। চারজন উচ্চ বর্ণের লোক গণধর্ষণ করেছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই ঘটনায় সারা দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয় বিভিন্ন সংগঠন ও সাধারণ মানুষ। ১৫ দিনের লড়াই শেষে ২৯ সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিল্লির হাসপাতালে মৃত্যু হয় দলিত তরুণীর। তরুণীর মৃত্যুর পর অভিযোগ ওঠে, পুলিশ মধ্যরাতে পরিবারের অনুমতি না নিয়েই তরুণীর শেষকৃত্য করে দিয়েছে। যদিও এই অভিযোগ সে সময় অস্বীকার করে পুলিশ। অবশেষে এই ঘটনায় সিট গঠন করে যোগী সরকার। কিন্তু, তারপরেও দু বছরেরও বেশি সময় ধরে মামলা চলার পর উত্তরপ্রদেশ আদালত ৩ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দেওয়ায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হল।

ইউক্রেন 'কঠিন' শীতকাল কাটিয়ে উঠেছে ঃ জেলেনস্কি

কিয়েভ, ২ মার্চ ঃ 'খুব কঠিন' শীত থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজের দেশের প্রশংসা করেছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লামাদির জেলেনস্কি। জেলেনস্কি বলেন, 'আমরা এই শীত কাটিয়ে উঠেছি। এটি একটি খুব কঠিন সময় ছিল।' এক বছর পার হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের। চলমান এই যুদ্ধ তীব্র শীতেও বন্ধ থাকেনি। শীতে ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো ও স্থাপনাগুলোতে রাশিয়া নিয়মিত হামলা করেছিল। এ কারণে লাখ লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন ও ঠান্ডায় নিমজ্জিত ছিলেন। মস্কোর আগ্রাসন মোকাবিলা করে 'খুব কঠিন' একটি শীতকাল সফলভাবে পার করেছে ইউক্রেন। তাই 'কঠিন' এই শীত থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিজের দেশের প্রশংসা করেছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভ্লামাদির জেলেনস্কি। জেলেনস্কি বলেন, 'আমরা এই শীত কাটিয়ে উঠেছি। এটি একটি খুব কঠিন সময় ছিল। এই সময়ে প্রতিটি ইউক্রেনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখনও ইউক্রেনকে বিদ্যুৎ এবং তাপ দিতে সক্ষম হয়েছি।' জেলেনস্কি আরও বলেন, 'আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এখনও হুমকিতে রয়েছে।'

Name Change

I, HAFIZUR RAHAMAN MUNSI (old name) S/O MOHAMMED KAMALUDDIN MUNSHI Resident of 19/1, Naya Basti Brace Bridge, Diamond Harbour, Pin- 700088 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MOHAMAD HAFIZUR RAHAMAN MUNSHI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. HAFIZUR RAHAMAN MUNSI and MOHAMAD HAFIZUR RAHAMAN MUNSHI both are same and one identical person.

Name Change

I, TARAK KUMAR LAHA (old name) S/O SANAT KUMAR LAHA Resident of 174, Vidyasagar Sarani, Flat-302 Nischinda Madhyapara, PO-Ghoshpara, PS-Bally, Howrah, Pin-711227 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TARAK LAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. TARAK KUMAR LAHA and TARAK LAHA both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SAFIK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- SAHID MIA. Residing at Vill - Maheshnarayan Ganj, Post- Bhagwangola, Ps-Bhagwangola, Dist- Murshidabad, Pin-742135, West Bengal. Shall henceforth be known as SAFIK MIA. That my name SAFIK MIA and MD SAFIK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AHASAN ALI is wrongly recorded in my Passport No- L2019034. S/o- ISARUDDIN MANDAL. Residing at Vill - Sahebnagar, Post- Sahebnagar, Ps- Jalangi, Dist-Murshidabad, Pin- 742306, West Bengal. Shall henceforth be known as AHASAN ALI SEKH. That my name AHASAN ALI SEKH and AHASAN ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KHALID PERWEZ (old name) S/O MD HANIF (Old Name) Resident of Jahangiri Mohalla Railpar, Asansol, PO-Asansol, PS-Asansol North, Pin-713302, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713302 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's actual name to (shall henceforth be known as) MOHAMMED KHALID PERWEZ S/o MOHAMMED HANIF, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. KHALID PERWEZ S/O MD HANIF and MOHAMMED KHALID PERWEZ S/o MOHAMMED HANIF both are same and one identical person.

Name Change

I, EMADUL MONDAL is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ALI HOSSAIN MONDAL. Residing at Vill - Kanainagar, Post-Kanainagar, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 742121, West Bengal. Shall henceforth be known as IMADUL MONDAL. That my name IMADUL MONDAL and EMADUL MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ALI HOSSAIN SK is wrongly recorded in my Son's Passport No- K8132175. S/o- RAHIM SEKH. Residing at Vill - Halsanapur, Post- Chourigacha, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Shall henceforth be known as ALI HOSSEN SEKH. That my name ALI HOSSEN SEKH and ALI HOSSAIN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SHAKIL AKHTAR (old name) S/o MD ALAM Resident of 10/1,PHEARS LANE, BOWBAZAR, KOLKATA-700073 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SAKIL AKHTAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. SHAKIL AKHTAR and MD SAKIL AKHTAR both are same and one identical person.

Name Change

I, RAHABAN BIBI is wrongly recorded in my Son's Passport No- K8132175. W/o- ALI HOSSEN SEKH. Residing at Vill - Halsanapur, Post- Chourigacha, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Shall henceforth be known as RAHAMAN BIBI. That my name RAHAMAN BIBI and RAHABAN BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MONTU SINGHA is wrongly recorded in my Wife Passport No- L2031575. S/o- LATE RAMANI MOHAN SINGHA. Residing at Vill & Post - Pritinagar Colony Dakshinpara, Ps- Ranaghat, Dist- Nadia, Pin- 741247, West Bengal. Shall henceforth be known as MANTU SINGHA. That my name MANTU SINGHA and MONTU SINGHA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PRADEEP BARMA (old name) S/o BRIJLAL MAWATWAL residing at 240, Jai Hanuman Residence, Debai Pukur Road, PO-Hindmotor, PS-Uttarpara, Dist-Chandannagar, Hooghly-712233 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PRADIP KUMAR MAWATWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 25/02/2023. PRADEEP BARMA and PRADIP KUMAR MAWATWAL all are same and one identical person.

Name Change

I, ABDUS SALAM is wrongly recorded in my Son's Passport No- J8202854. S/o- SABIRUDDIN MANDAL. Residing at Vill - Daulatpur, Post- Nalagola, Ps-Bamangola, Dist- Malda, Pin- 733124, West Bengal. Shall henceforth be known as ABDUL SALAM. That my name ABDUL SALAM and ABDUS SALAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, HEPAJUDDIN SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- NASIRUDDIN SK. Residing at Vill - Senpur, Post-Senpur, Ps- Nakashipara, Dist-Nadia, Pin- 741137, West Bengal. Shall henceforth be known as HAFIJUR SK. That my name HAFIJUR SK and HEPAJUDDIN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, PURNENDU DAS (old name) S/O ROHIT DAS Resident of Vill-Tutranga, PO-Thakurchak, PS- Belda, West Medinipur, Pin- 721424 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RISHI DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. PURNENDU DAS and RISHI DAS both are same and one identical person.

Name Change

I, AJIJUR MOLLA (old name) S/O GOLAP NABI MOLLA Resident of DAKSHIN KANKHULI, LEBUTALA, PS-RABINDRANAGAR, KOL-700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AJIJUR RAHAMAN MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 02/03/2023. AJIJUR MOLLA and AJIJUR RAHAMAN MOLLA both are same and one identical person.

ঘরে ঘরে পানীয় জল ও প্রতিটি রাস্তা পাকা করার লক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত বাজেট পেশ হল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদে

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ২ মার্চঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল এবং প্রতিটি রাস্তা পাকা করার লক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত বাজেট পেশ হল পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বাজেটে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি এবং পূর্ত কার্য ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতিতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার সংস্কৃতির এনেক্স হলে ওই বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডু, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বাগবুল ইসলাম, মহঃ ইসমাইল, দেবাশীষ নাগ, মাম্পি রুদ্র, জহর টুডু সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা পরিষদের দশটি স্থায়ী সমিতি মিলিয়ে (চলতি আর্থিক বছরের ১৯২ কোটি ৫৮ লক্ষ, ০৭ হাজার ৫৯৮ টাকা সমাপন স্থিতি বা ক্লোজিং ব্যালেন্স মিলিয়ে) মোট বাজেট ধরা হয়েছে ১৩০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৭৭ টাকা। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২২-২৩ সালের মোট বাজেট ছিল ১১৬৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৬ টাকা। অর্থাৎ এবারে সমস্ত স্থায়ী সমিটি মিলিয়ে মোট ১৪২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭১১ টাকা বরাদ্দ বেড়েছে। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২৭ টাকা এবং পূর্ত কার্য ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতির বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা। এছাড়া অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির জন্য ৯৫,৭৭,৯৮, ১৪৫ টাকা, কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি খাতে ২৯,৮০, ৫১,৫৯৪ টাকা, শিক্ষা সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া

স্থায়ী সমিতির খাতে ৩৩,৩৭,৩০,৩৯২ টাকা, নারী শিশু উন্নয়ন জনকল্যান ও ত্রান স্থায়ী সমিতির জন্য ১৮,২০, ১০,০৫০টাকা, বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতির খাতে ৪৫,১৮,৫৭, ৩০৫ টাকা, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির খাতে ১৫,৩৭,৬১, ৩৯৭ টাকা,খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতিরখাতে ১৯, ৬০, ০০,০০০ টাকা, ক্ষুদ্র শিল্প বৃহৎ ও অচিরচারিত শক্তি স্থায়ী সমিতির খাতে ৩৮, ৯০,৩৬, ১৩০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিন জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া জানিয়েছেন, প্রত্যেক বছরের মতই বাজেট নিয়মাবলী মেনে এবারে বাজেট পেশ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ২০২৪ সালের মধ্যে গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে পানীয় জল এবং গ্রামের প্রতিটি রাস্তাই পাকা করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে এবারে ঘরে ঘরে পানীয় জল এবং পাকা রাস্তা তৈরী করার জন্য জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি এবং পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতির বাজেট বাড়ানো হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে পথশ্রী প্রকল্প যেমন চালু হয়েছিল এবছর ফেব্রুয়ারি মাসের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যজুড়ে রাস্তাশ্রী প্রকল্প চালু করার কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পের জন্য একটা মোটা অঙ্কের টাকা রাজ্যের জন্য তিনি বরাদ্দ করেছেন। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, ডব্লিউবিএসআরডিএ ও অন্য একটি সংস্থা মিলিয়ে চারটি পর্যায়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য মোট ৫১৭ টি রাস্তা তৈরীর তালিকা এসেছে, এছাড়া দু'দিন আগে ফের নতুন করে ১৯টি রাস্তার তালিকা এসেছে। অর্থাৎ আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ রাজ্যজুড়ে গ্রাম বাংলার ছোট বড় সব ধরনের রাস্তার কাজ হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের তালিকাভুক্ত রাস্তার ৭০ শতাংশ টেন্ডারের কাজ সম্পন্য করা হয়ে গেছে। খুব শীঘ্রই ওয়ার্ডকোটা দেওয়া হবে এবং মার্চের মধ্যেই রাস্তার কাজ শুরু করা হবে। বাজেট পেশের দিনও রাজ্য থেকে ৭ কোটির বেশী টাকা রাস্তা মেরামতির জন্য জেলা পরিষদে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সভাধিপতি। জেলাপরিষদের সহ-সভাধিপতি দেবু টুডু বলেন, জেলাপরিষদের এ বছরের মূল বাজেট গত ২০২২-২৩ বছরের তুলনায় প্রায় দুশো কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের বাজেটে রাজ্য সরকার মূল নীতি কে অনুসরণ করে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য,শিক্ষা,রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জলের উপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। জনস্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৪৫৬ কোটি ও পূর্ত খাতে প্রায় ৪৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যাতে আগামী দিনে গ্রামে গঞ্জে সম্পূর্ণ পাকা রাস্তা,বাড়ি সহ পরিশ্রুত পানীয় জলের কোন অভাব না হয় তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাই এবারের মূল বাজেটের ৭০শতাংশ টাকা এই খাতে খরচ করতে চলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ বলে জানান তিনি। দেবু বাবু আরও বলেন, এবারের বাজেটের বরাদ্দ কখনোই আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে করা হয়নি, পঞ্চায়েত স্তরে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বরাদ্দ করা হয়েছে। একথায় এবছর পূর্ব বর্ধমান জেলাপরিষদে ১৩০৯ কোটি ৪৯ লক্ষের বাজেট সম্পূর্ণ জনমুখী বাজেট।

সাগরদিঘি জয়ে অকাল হোলিতে মাতল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২ মার্চঃ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর উপনির্বাচনে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাসের বিপুল জয়ে আনন্দে আবির খেলায় মেতে উঠলেন বর্ধমানের কংগ্রেস কর্মীরা। ওই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস তার নিকটতম তৃণমূল প্রার্থীকে প্রায় ২৩হাজার ভোটে পরাজিত করেন। জয়ে খবর ছড়িয়ে পড়তে উল্লাসে ফেটে পড়েন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এই সাফল্যের খবর আসতেই পূর্ব বর্ধমান জেলায় উল্লাস দেখা যায় কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে। এদিন বর্ধমান শহরের কার্জনগেট চত্বরে সবুজ আবির খেলে ও মিষ্টি মুখ করে উল্লাসে মাতেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এদিন কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, সাগরদিঘীর উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জয় আরেকবার প্রমাণ করে দিল মুর্শিদাবাদ এখনও কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর গড়। বিপুল ভোট দিয়ে মুর্শিদাবাদের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে তারা কংগ্রেসের পাশেই আছে। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির তাবেদারী করে আর বেশী দিন চলতে পারবে না। অপরদিকে কংগ্রেসের পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব সভাপতি গৌরব সমাদ্দার জানিয়েছেন, তৃণমূলের চুরির রাজনীতি আর পছন্দ করছে না মানুষ। তাই মানুষের ভোটে এই জয়। সাগরদিঘির জয়ে প্রমান হল সংখ্যালঘুদের আর বেশীদিন বোকা বানিয়ে রাখতে পারবে না তৃণমূল। তারা বুঝে গেছে তাদের শুধুমাত্র রাজনীতির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদের উন্নয়ন হচ্ছে না। তাই তারা কংগ্রেসকেই বেছে নিয়েছেন বিকল্প হিসাবে। আগামি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই জয় কংগ্রেসের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট মনোবল বাড়াবে। বীরভূম জেলার কংগ্রেস নেতা পরাগ সিংহ জানিয়েছেন, কংগ্রেস কোনদিন শেষ হয়ে যায় না সেটা সাগরদিঘির জয়ে আর একবার প্রমানিত হল। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস অনেক ভাল ফল করবেন বলে জানিয়েছেন পরাগ বাবু।

যুবতীকে কুপ্রস্তাব

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২ মার্চ ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে যুবতীকে টোপ। দিঘার হোটেলে ডেকে যুবতীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টার অভিযোগ। এই ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত। অনলাইনে প্রতারণার ফাঁদ। চাকরি দেওয়ার নাম করে যুবতীকে টোপ। এই ঘটনায় গ্রেফতার হাওড়া জেলার লিলুয়া এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে অভিযুক্তের নাম মৃত্যুঞ্জয় দাস। জানা গেছে গত ১৫ দিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালি থানার বাসিন্দা এক যুবতী অনলাইনে চাকরির জন্য আবেদন জানান। প্রতারিত ওই যুবতী একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যুবতীর অনলাইনে আবেদন দেখে দিঘায় একটি হোটেলের চাকরির ট্রেনিং হবে বলে ওই যুবতীকে ডেকে পাঠান অভিযুক্ত। এরপর ওই যুবতী দিঘায় এসে হাজির হন। পরে চাকরির ট্রেনিংয়ের নাম করে টাকা নেন ও যুবতীকে কুপ্রস্তাব দেন বলে অভিযোগ। শারীরিক সম্পর্ক না করলেও চাকরি পাবেন না বলে জানিয়ে দেন ওই যুবক। পরে জোরপূর্বক ও যুবতীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। হাওড়া জেলার লিলুয়ার বাড়ি থেকে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। দিঘা থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ মার্চ ঃ জ্বালানী গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নামল বামেরা। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত ইন্ডিয়ান অয়েলের আঞ্চলিক অফিসের সামনে মূল্যবৃদ্ধির সার্কুলার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাল এসইউসিআই। একই সঙ্গে ইন্ডিয়ান অয়েলের বোটলিং প্ল্যান্টে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। উত্তর-পূর্বের ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড তিন রাজ্যে ভোটাদানপর্ব মিটেছে। ফলাফল ঘোষনার আগের দিনই গৃহস্থের জ্বালানি ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার আরও ৫০ টাকা বেড়েছে। কলকাতায় গৃহস্থের জ্বালানি গ্যাস এখন ১১২৯ টাকা। হোটেল-রেস্তোরাঁয় ব্যবহৃত ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডার ৩৫২ টাকা বেড়ে হয়েছে ২২২১.৫০ টাকা। প্রসঙ্গত, উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস ছাড়া বাকি সমস্ত এলপিজি সিলিন্ডারে মানুষ কোথাও ভর্তুকি কার্যত না পাওয়ার মধ্যে। নামমাত্র ভর্তুকি জোটে। আর তাতেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছে আমজনতা। লাগামছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি জ্বালানি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধিতে কার্যত বিপাকে পড়েছে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। ইতিমধ্যে কেন্দ্র সরকারের জ্বালানী গ্যাস বৃদ্ধিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস সিপিএম সহ বিরোধীরা। কয়েকদিন পরই রঙের উৎসব হোলি। আর তাই বিরোধীরা কটাক্ষ করে ব্যাখা দিয়েছে, দেশবাসীর জন্য এটা বিজেপি সরকারের 'হোলির উপহার।' শেষ বার গৃহস্থের সিলিন্ডার দাম বৃদ্ধি হয়েছিল গতবছর ৬ জুলাই। যদিও বিজেপির দাবী, ১১২টি দেশে গ্যাসের দাম বেড়েছে। কোথাও দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতে প্রায় এক বছর পরে দাম বেড়েছে। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল ও গ্যাস সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েলের আঞ্চলিক অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এসইউসিআই। জ্বালানি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সার্কুলার পুড়িয়ে প্রতিবাদ দেখায়। উপস্থিত ছিলেন স্বপন মুন্সি, এসইউসিআই সি-র পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য সুচেতা কুন্ডু। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধুমাত্র দেশের মালিক শ্রেণীকে তোয়াজ করছে। আর সাধারণ মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। একইসঙ্গে এদিন দুর্গাপুর ইন্ডিয়ান অয়েলের গ্যাস সিলিন্ডার বোটলিং প্ল্যান্টে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএম। বিক্ষোভরত সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, ২০১৪-এ মোদি সরকার যখন ক্ষমতায় আসে, তখন সিলিন্ডার পিছু ভর্তুকি থাকায় ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারে ৪১০ টাকা গুনতে হত। এখন ভর্তুকি শূন্যে ঠেকেছে। এখন গৃহস্থের সিলিন্ডার ১১২৯ টাকায় কিনতে হচ্ছে। যা সাধারন মানুষের নাভিশ্বাস দশা।

চোখের মনি থেকে জীবন্ত কৃমি বের করলেন চক্ষু চিকিৎসকরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২ মার্চ ঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেল মহিলার ডান চোখের মনির পাশে রয়েছে একটি আস্ত কৃমি। বুধবার রাতে মালদা শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লী এলাকায় একটি চক্ষু সেবা কেন্দ্রে অস্ত্রোপচার করে মহিলার চোখ থেকে বের করা হয় প্রায় ৫ মিমি লম্বা একটি জ্যান্ত কৃমি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এটি দুর্লভ ঘটনা। আগে মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা দেখা যেত। বর্তমানে এই ঘটনা বিরল। কৃমির জন্য হতে পারত চোখ নষ্ট, এমন কি ব্রেনে পৌঁছে গেলে মৃত্যুর আশঙ্কাও ছিল। অস্ত্রোপচারের পর ভালো রয়েছেন মহিলা। তবে এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন পরিবারের লোকেরা। চিকিৎসকদের মতে খালি পায়ে হাঁটলে নাকি অনেক সময় রক্তের মাধ্যমে ডিম্বানু বা কৃমি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। শরীরে আরও কোথাও কৃমি বা ডিম্বাণু রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। চক্ষু চিকিৎসক ডা. ধূর্জটি রায়, ডা. রাশি রায় ও ডা. সাগ্নিক দাস তিনজনে অস্ত্রোপচার করে বের করেন আস্ত কৃমি। মালদা জেলার মোথাবাড়ি থানার গঙ্গাপ্রসাদ এলাকায় বাড়ি পঞ্চাশোর্ধ ওই মহিলা আকলামা বেওয়ার। সোমবার তার চোখে ব্যথা অনুভব করেন ওই মহিলা। এরপর চিকিৎসকের দ্বারস্থ হলে পরীক্ষা করে দেখা যায় তার ডান চোখে রয়েছে আস্ত একটি কৃমি। বুধবার রাতে অস্ত্রোপচার করে বের করা হয় কৃমিটিকে।

অবৈধ নির্মান ভাঙায় ক্ষোভ বস্তিকল্যান সমিতির

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২ মার্চ ঃ চেয়েছিল বসত জমির পাট্টা। জুটল বুলডোজারের অভিযান। সরকারি 'অব্যবহৃত' জমির ওপর বসবাসকারী নির্মিয়মান অবৈধ বাড়ী অন্যায়ভাবে ভাঙচুরের অভিযোগ রাষ্ট্রায়ত্ত দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আর ওই অমানবিক আচরনের প্রতিবাদে সরব হল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বস্তি কল্যান সমিতি। বৃহস্পতিবার বস্তিবাসীদের বাড়ী ভাঙচুরের প্রতিবাদে দুর্গাপুর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাস ধরে দুর্গাপুর শিল্পশহরে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত সেইল র দুর্গাপুর ইস্পাত (ডিএসপি) কর্তৃপক্ষ। গত ২১ ফেব্রুয়ারি দুর্গাপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ধোবিঘাট ও বিজুপাড়া অঞ্চলে ১০-১২টি নির্মিয়মান বাড়ী ভেঙে দেয় ডিএসপি। তাতেই চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে ওইসব পরিবারগুলি। একইসঙ্গে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গোটা এলাকাবাসী। তার প্রতিবাদে সরব হয় দূর্গাপুর শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন বস্তি কল্যান সমিতি। তাদের দাবী, ওই অঞ্চলে ধোবিঘাট, মধুপল্লী, রঘুনাথপুর, বিজুপাড়া এলাকায় প্রায় ৪ হাজার পরিবার বিগত ৬০-৭০ বছর ধরে বসবাস করছে। গত কয়েকবছর ধরে এলাকায় পাট্টার দাবী আন্দোলনও জারি রয়েছে। আন্দোলনের মাঝে বসত জমির স্থায়ীকরনের বদলে আচমকা বুলডোজার দিয়ে বাড়ী ভাঙচুরের ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনায় বিস্তর প্রশ্ন উঠেছে। বাসিন্দাদের দাবী, ধোবিঘাট, রঘুনাথপুর, বিজুপাড়া মৌজার ও অঞ্চলের বসত জায়গাগুলি বিতর্ক রয়েছে। বাসিন্দাদের অন্ধকারে রেখে, বেশীরভাগ জায়গা ১৯৯৫ সালে ডিএসপি মাত্র ৩১৫ টাকা বিঘা দরে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ক্রয় করেছেন। যা আমাদের কাছে অনৈতিক। এখানে রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৯ সালে সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত। যা প্রমান করে, জায়গাটি বসতিগত বহু পুরোনো। দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল বস্তি কল্যান সমিতির পক্ষে কৃষ্ণ মাল জানান, অধিগ্রহনের পর এযাবাৎকাল কোনরকম ব্যাবহার করেনি ডিএসপি কর্তৃপক্ষ। যদি ওই জমিটি তাদের ব্যাবহার্যে প্রয়োজন, তাহলে সরকারি নিয়ম মেনে আগাম কোনরকম মাইকিং করে জানানো হল না কেন? ডিএসপি আইনের উর্ধে গিয়ে এধরনের তালিবানি তান্ডব চালালো কেন? তিনি আরও বলেন, ভেঙে ফেলা বাড়ীগুলি একদিনে তৈরী হয়নি। গত ১-২ বছর ধরে তৈরী হচ্ছিল। গত ১-২ বছরের মধ্যে ডিএসপি কর্তৃপক্ষ ৩-৪ মাস আগেও কেন কোনরকম বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সতর্ক করেনি। ওই ওয়ার্ডে এমনও জমি রয়েছে, যা আরএস রেকর্ডে একবছর আগে ছিল বনাঞ্চল অর্থাৎ রাজ্য সরকারের জমি। বর্তমানে এলআর রেকর্ডে সেটি ডিএসপির নামে রেকর্ড হয়ে যায় কিভাবে? যেমন, ১৩১(পি), কমলপুর মৌজা। আরএস রেকর্ড ছিল বনাঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) বর্তমানে এলআর রের্কডে ডিএসপি শ্রমিক বসতি। আরটিআই মারফত জানতে পারি, ১৯৫ দাগের কমলপুর মৌজা কখনই ডিএসপি অধিগ্রহন করেনি। অথচ বর্তমানে রহস্যজনকভাবে ডিএসপি শ্রমিক বসতি নামে রেকর্ড হয়েছে। তিনি দাবী করে বলেন, তাই আমারা মনে করি, আমাদের পাট্টা নিয়ে আন্দোলনকে ষড়যন্ত্র করে দমানোর জন্য এধরনের বর্বোরচিত আক্রমন করা হল। সরকারের যখন লক্ষ্য, সাধারন মানুষের মাথার ছাদ দেওয়া। তখন, আমাদের এলাকায় ডিএসপি কর্তৃপক্ষ কেন ১১-১২ টি পরিবারের বাড়ী ভেঙে বেঘর করে ভয় দেখানো হচ্ছে। অমানবিক ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি ওই এলাকায় এভাবে উচ্ছেদের বদলে বসত জমির স্থায়ীকরনের দাবী জানাচ্ছি। না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে। ডিএসপি-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় জানান, সরকারি নিয়ম মেনে জবরদখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। আবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। দুর্গাপুর মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায় জানান, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

ডাক বিভাগের অফিসিয়াল পেজে অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরি করার তথ্যচিত্র

দেবশ্রী মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ২ মার্চ ঃ অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরির তথ্যচিত্র ডাক বিভাগের অফিসিয়াল পেজে। এক মুহূর্তে তা ভাইরাল। নোবেলজয়ী, ভারতরত্ন অমর্ত্য সেনের এতদিন কোনও আধার কার্ড ছিল না! জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে আসেন নোবেলজয়ী। আধার কার্ড তৈরির জন্য বোলপুরের মহকুমা শাসকের কাছে অনুরোধ করেন অমর্ত্য বাবু। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁর এই আবেদনের কথা জানানো হয় বীরভূম ডিভিশনের ডাক বিভাগকে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগী হয় তারা। আধার কার্ড তৈরির যাবতীয় প্রক্রিয়া সারা হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ডাক বিভাগের দুজন টিম আধার কার্ড তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হয়ে যান শান্তিনিকেতনের প্রতীচী বাড়িতে। প্রবীণ মানুষটিকে যাতে এর জন্য কোথাও দৌড়োদৌড়ি না করতে হয়, তার জন্য তাঁর শান্তিনিকেতনের বাড়িতেই লটবহর নিয়ে পৌঁছে যান ডাক বিভাগের প্রতিনিধিরা। ছবি তোলা থেকে, আঙুলের ছাপ নেওয়া, সবটাই সারা হয় প্রতীচী বাড়ির অন্দরে। ঐ সময় নোবেলজয়ীর অনুমতি ক্রমে পুরো প্রক্রিয়াটি ক্যামেরাবন্দী করে রাখে ডাক বিভাগ, সমস্ত ভিডিও ক্লিপকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে একটি তথ্যচিত্র। সেই তথ্যচিত্রটি পোস্ট করা হয়েছে ডাক বিভাগের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে। যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়েছে। ভারতরত্ন অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরি করতে পেরে তারা গর্বিত বলে জানিয়েছেন বীরভূম জেলা ডাক বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সুব্রত দত্ত। তিনি বলেন, ভারতরত্ন, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের আধার কার্ড তৈরি করে দিতে হবে। এই আবেদন পেয়ে আমরা ভাবলাম, এ তো অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আমাদের কাছে এটা গৌরবের। আমরা ডাক বিভাগ ওনার বাড়িতেই সমস্ত পরিকাঠামো নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। ডাক বিভাগের স্থানীয় সমস্ত কর্মী ও আধিকারিকের সহযোগিতায় ওনার আধার কার্ড তৈরি করা হয়েছে। আধার কার্ড তৈরি উপলক্ষে গুণী মানুষটিকে দফতরের পক্ষ থেকে উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। একটি পোস্ট কার্ডে নেওয়া হয় তাঁর স্বাক্ষর। সেখানে বাংলায় নিজের নাম লেখেন অমর্ত্য সেন। ভারতীয় ডাক বিভাগ এভাবেই সম্মান জানালো বাংলা তথা বিশ্বের গৌরবকে।

স্কুলের গেটে তালা

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২ মার্চ ঃ জলপাইগুড়ির নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেরি করে স্কুলে আসায় শিক্ষকদের বাইরে দাঁড় করিয়ে স্কুলের গেটে তালা দিয়ে দিলেন অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা। জানা গিয়েছে, একমাত্র টিচার ইনচার্জ অরিন্দম চক্রবর্তী ছাড়া এদিন আর কোনও শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্কুলে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সকাল আটটার পরে স্কুল শুরু হয়। দশটার মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষিকারাও প্রতিনিয়ত দেরিতে আসেন স্কুলে। তার ফলেই এদিন এই পদক্ষেপ নেন অভিভাবক এবং স্থানীয়রা। শিক্ষকদের ঢুকতে না দেওয়ায় এদিন আর স্কুলে পঠনপাঠন হয়নি। স্কুলটি সকালের পরিবর্তে দুপুরে চালু করার দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে সেই দাবি জানানো হয়েছে। স্কুলে মোট পড়ুয়ার সংখ্যা বর্তমানে ১১২জন। আংশিক সময়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ৩ জন। টিআইসি অরিন্দম চক্রবর্তী সহ মোট ৫জন স্থায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। অরিন্দম চক্রবর্তী জানান, সবাই যাতে সঠিক সময়ে স্কুলে আসেন তা অবশ্যই দেখা হবে। জলপাইগুড়ি জেলা ডিপিএসসির চেয়ারম্যান লক্ষ্যমোহন রায় জানান, দু'-একদিনের মধ্যেই ওই স্কুল দুপুরে চালু করা হবে।

মান্ডিতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২ মার্চ ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে মল্লারপুরের কিষাণ মান্ডিতে। বৃহস্পতিবার হঠাৎ দেখা যায় আগুনের লেলিহান শিখা। পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিষাণমান্ডিতে রাখা ধানের চটের বস্তা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। পরে সিউড়ি ও সাঁইথিয়া থেকে আরও দুটি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন নিয়ন্ত্রনে। স্থানীয় সূত্রের জানা যায়, মল্লারপুরের কিষাণমান্ডিতে এদিন হঠাৎই আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে কিষাণমান্ডি ভেতরে গোডাউনে। দমকলের গাড়ি যাওয়ার আগেই আগুন গোটা গোডাউনে ছড়িয়ে পরে। দমকল সূত্রে জানা যায়, কিষাণমান্ডির গোডাউনে রাখা বস্তায় প্রথম এই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান। দমকলের মোট পাঁচটি ইঞ্জিন আনা হয়েছিল।

জলে থৈ থৈ বড়জোড়া হাসপাতালের ওয়ার্ড

ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিজেপির ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২ মার্চ ঃ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বেড়ে ভর্তি রোগী, আর সারা ওয়ার্ড হাসপাতালের পরিসরে জলে থৈ থৈ। বাথরুমের নোংরা জল পাইপ লাইন বয়ে আসছে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে। সেই নোংরা জল পা দিয়েই রোগী, চিকিৎসক, কর্মী সকলকেই যাতায়াত করতে হচ্ছে। এই দুঃসহ অবস্থা বাঁকুড়ার শিল্পাঞ্চলের বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। হাসপাতালের এই শোচনীয় অবস্থায় রোগী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বুধবার রাত থেকে এই অবস্থার শুরু বলে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য। প্রার এক দশক হতে চলল বড়জোড়া হাসপাতালটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। এমনই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। বাঁকুড়ার শিল্পাঞ্চল এলাকায় এই হাসপাতালে রোগীদের চাপ, শিল্প কারখানা ও পরিবহনের ব্যস্ততার কারনে দুর্ঘটনা, কল কারখানায় শ্রমজীবী মানুষের আধিক্য ইত্যাদি কারনে হাসপাতালে রোগীদের ভিড় লেগেই থাকে অথচ পরিষেবা ঠিকমত মেলে না। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে যেখানে ১২৩ জন কর্মী দরকার, সেখানে নিয়োগ হয়েছে মাত্র ৫২জন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালে জমা জল দ্রুত অপসারণ ও সুষ্ঠ চিকিৎসা পরিষেবার দাবীতে আজ বিজেপির পক্ষ থেকে হাসপাতাল সুপারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি সোমনাথ কর বলেন, গতকাল রাত থেকে হাসপাতালের গ্রাউন্ড ফ্লোর, সেকেন্ড ও থার্ড ফ্লোরে বাথরুমের জল পাইপ বেয়ে ওয়ার্ড ভাসাচ্ছে, সেই জলে পা দিয়ে রোগীদের বেড়ে উঠতে হচ্ছে। হাসপাতালে কর্মীর সংখ্যা কম অথচ যথাযথ ভাবে নিয়োগ হচ্ছে না। বিজেপির বড়জোড়া ১নং মন্ডল সভাপতি গোবিন্দ ঘোষ বলেন, আজ আমরা সুপার সাহেবকে স্মারকলিপি দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছি। চারদিনের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ না হলে আরও বেশী লোক নিয়ে হাসপাতালে আসবো। হাসপাতাল সুপার ডাঃ শুভ নারায়ণ প্রসাদ, জানান বাথরুমের পাইপের গন্ডগোলের জন্য এই সমস্যা হয়েছে। বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। পাইপ লাইন সারানোর কাজ চলছে, শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

আম চারা বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, সামসী, ২ মার্চ ঃ মালদায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হয় বিশ্বের সব থেকে দামি মিয়াজাকি আম। বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জেলার চাঁচল-২ ব্লক এলাকার মালতীপুরে চাষিদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে মিয়াজাকি আমের চারাগাছ বিতরণ করল কৃষি দফতর। চাঁচল-২ ব্লকের কৃষি আধিকারিক মহম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম জানিয়েছেন, মোট ৯০ পিস মিয়াজাকি আমের চারাগাছ বিলি করা হল।

ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই দাহ হল নাবালিকার দেহ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ২ মার্চ ঃ অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল ১৪ বছরের এক নাবালিকার। অথচ হাসপাতাল থেকে ডেথ সার্টিফিকেট না নিয়েই রাতারাতি দাহ করা হল নাবালিকার দেহ। পরিবারের তরফে দেহ দাহ করা হলেও স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের মদতেই দাহ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। আর এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তাহলে কি হাঁসখালিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হল? দেহ দাহ করার আগে ডেথ সার্টিফিকেট কেন দেওয়া হল না? ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই কীভাবে শ্মশানে দেহ দাহ করা হল? তাহলে এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে? তাই নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, ওই কিশোরী হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কলোনী এলাকার বাসিন্দা। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বাড়িতেই তার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা তার দেহ বাড়িতে নিয়ে যায়। দেরি না করে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নৃসিংহপুর শ্মশানে তার দেহ দাহ করেন পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, যে শ্মশানে ওই নাবালিকাকে দাহ করা হয়েছে সেই শ্মশানটি বেআইনি। সেখানে দেহ দাহ করার জন্য কোনওরকম বৈধ কাগজপত্র লাগে না। নদীয়ার হাঁসখালি কাণ্ডে ঠিক একইভাবে বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই নির্যাতিতা নাবালিকার দেহ দাহ করা হয়েছিল। তার পরেই বেআইনি শ্মশান নিয়ে তৎপর হয়েছিল প্রশাসন। তারপরেও কীভাবে বেআইনি শ্মশান চলছে তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল মজুমদার জানান, যেহেতু এই শ্মশানটি বাড়ির কাছে সেই কারণে তাকে দাহ করে দেওয়া হয়েছে। ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে তাঁর যুক্তি, কোনও এক অশরীরী আত্মা ওই মৃত নাবালিকার ডেথ সার্টিফিকেট এবং আধার কার্ড নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। ওই পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল মজুমদার নিজ দায়িত্বেই নাকি নাবালিকার দেহ দাহ করিয়েছেন। এ বিষয়ে হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শোভা সরকার বলেন, এ বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে শ্মশান চালানোর বিষয়টি তাঁর জানা নেই। ওই শ্মশানের অস্থায়ী কর্মী কালু ভুঁইফোর দাবি করেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে যে কেউ এসে এই শ্মশানে দাহ করে চলে যান। ওই নাবালিকাকে যে রাতে দাহ করা হয়েছিল সেই রাতে তিনি ছিলেন না। এলাকাবাসীর দাবি, ওই নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন উঠছে কেন পঞ্চায়েত সদস্যের মদতে দেহ তড়িঘড়ি দাহ করা হল? অন্যদিকে, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত করে দেখা হবে।

NOTICE INVITING TENDER (CORRIGENDUM)

NIT No. 12 of 2022-23/PO/BCW/ JAL, Dt. 02-03-2023 (Sl. No. 01 to 04) for four (04) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is 16-03-2023. Details may be known from the office of the undersigned on any working day.
Visit www.wbtenders.gov.in.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW, Jalpaiguri

NOTICE INVITING TENDER (CORRIGENDUM)

NIT No. 11 of 2022-23/PO/BCW/ JAL, Dt. 28-02-2023 (Sl. No. 01 to 04) for four (04) nos. of works at different locations within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is 10-03-2023 (for Sl. No. 01) and 16-03-2023 (for Sl. No. 2,3 & 4). Details may be known from the office of the undersigned on any working day.
Visit www.wbtenders.gov.in.
N.B: Abbreviated notice published earlier in different print media on 01-03-2021 is hereby stands cancelled/ modified.

Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW, Jalpaiguri

SERENGDIH GRAM PANCHYAT
Vill + P.O.-SERENGDIH, BAGHMUNDI DEV BLOCK, PURULIA (W.B.)
Memo No. 77 SRNGP/2023 **Date : 01.03.2023**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লক অন্তর্গত সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ (এক)জন দুই বৎসরের জন্য (কাজের নিরিখে নবীকরণ করা হইবে)। কমিশন ভিত্তিক Add TAX COLLECTOR পদের জন্য মাধ্যমিক বা সমতুল্য পাশ করা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বসবাসকারী বেকার যুবক।যুবতীদের নিকট হইতে সাদা কাগজে নিজ হাতে লেখা আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। আবেদনকারীর বয়স ২৫ হইতে ৪০ মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবেদনপত্র জমা নেওয়ার তারিখ ০২.০৩.২০২৩ হইতে ২০.০২.২০২৩ অফিস টাইম। ২৭.০৩.২০২৩ তারিখ দুপুর ১টার সময় জি.পি. মিটিং হলে SCRUTNISE করা হইবে ও Selected Add TAX COLLECTOR এর নাম ঘোষনা করা হইবে। আবেদন পত্রের সঙ্গে নিম্নলিখিত নথিপত্রের Self Attested জেরক্স কপি সংযোজিত করিতে হইবে।
১. সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বসবাসকারীর শংসাপত্র।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র
৩. ভোটার কার্ডের জেরক্স কপি ১টি।
৪. আধার কার্ডের জেরক্স কপি ১টি।
৫. পাশপোর্ট সাইজ পটো ১টি।

Sd/- Pradhan
Serengdih Gram Panchyat
Baghmundi Devolapment Block

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. ০১ / ২০২২-২৩ তাং-২৮.০২.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনিয়র মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, ঝাঁসি আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার উল্লেখিত সামগ্রীর জন্য।

ক্র নং.	টেন্ডার নং.	বিস্তারিত বিবরণ	পরিমান	টেন্ডার বন্ধ / খোলার তারিখ
১	৫৪২৩১০৪৭	১. ডিসটেন্স পাইপ ইপি কন্ট্রাক্টর ধরণের টিসিপি-র জন্য ৩৪২১২৫.২এম সিএলডব্লু নকশা নং. ৩টিডব্লুডি.১১২.০৪১এ, পরিবর্ত-১, রেফ.-১। ২. ডিসটেন্স পাইপ ইপি কন্ট্রাক্টর ধরণের টিসিপি-র জন্য ৩৪২১২৫.২এম সিএলডব্লু নকশা নং. ৩টিডব্লুডি.১১২.০৪১এ, পরিবর্ত-১, রেফ.-২।	৫০টি	২৭.০৩.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইটে https://www.ireps.gov.in।

323/23 (P)

ব্যাটিং ব্যর্থতায় ব্যাকফুটে ভারত

অস্ট্রেলিয়ার চাই ৭৬ রান • কপিলের রেকর্ড ভাঙলেন অশ্বিন

ইন্দোর, ২ মার্চঃ প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবি। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০৯ রানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল ভারতের ইনিংস। প্রথম দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ ছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ঘুরে দাঁড়ানোই লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিবিরের। প্রথম ঘণ্টায় উইকেটের জন্য হা-পিত্তেস করতে হয়েছিল ভারতীয় শিবিরকে। ম্যাচের রং বদলানোর জন্য দায়িত্ব নিতে হত বোলিং বিভাগকে। দিনের প্রথম ঘণ্টা অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু এরপরই বল হাতে ম্যাজিক রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং উমেশ যাদবের। মাত্র ২৪ বলের ব্যবধানে অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছিলেন অশ্বিন, উমেশ। ৮৮ রানের মূল্যবান লিড নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় দিনের শেষেও ব্যাকফুটে ভারত। সৌজন্যে ব্যাটিং। একমাত্র প্রাপ্তি চেতেশ্বর পূজারা-শ্রেয়স আইয়ারের জুটি। পূজারা ৫৯ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। নাগপুর এবং দিল্লি টেস্টে জিতলেও টপ অর্ডারের ব্যর্থতা ভুগিয়েছে ভারতকে। যা কিছু রান, মিডল এবং লোয়ার অর্ডারেই এসেছে। এই ম্যাচে লোকেশ রাহুলকে বাদ দিয়ে খেলানো হয় ফর্মে থাকা তরুণ ওপেনার শুভমন গিলকে। কোনও পার্থক্য গড়ে দিতে পারলেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে ফিরলেন শুভমন। লাঞ্চের পরই নাথান লিয়ঁর বোলিংয়ে স্টেপ আউট করেন। বলের লাইন মিস করে বোল্ড। অধিনায়ক রোহিত শর্মার ইনিংসও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র ১২ রানে ফেরেন তিনি। ভারতীয় ইনিংসকে কিছুটা ভরসা দিলেন চেতেশ্বর পূজারা। শুরুতে অবশ্য মন্থর ব্যাটিং করছিলেন পূজারা। কাউন্টার অ্যাটাকে মন দেন শ্রেয়স আইয়ার। ঈশান কিষাণকে দিয়ে পূজারার জন্য ‘বিশেষ’ বার্তা পাঠান অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপরই অন্যরূপে দেখা যায় পূজারাকে। শেষ অবধি ৫৯ রানের অনবদ্য ইনিংসে তাঁর প্রতিরোধ ভাঙে। নাথান লিয়ঁর বোলিংয়ে শর্ট ফাইন লেগে এক হাতে অনবদ্য ক্যাচ নেন স্টিভ স্মিথ। ৫৯ রানের ইনিংসে ৫টি বাউন্ডারির পাশাপাশি একটি ওভার বাউন্ডারিও মারেন। রোহিতের বার্তার ফলেই ওভার বাউন্ডারি বলে মনে করা হচ্ছে। পূজারা আউট হতেই চাপ বাড়তে থাকে ভারতের। শেষ দিকে অক্ষর প্যাটেল মরিয়া চেষ্টা করেন কিছুটা রান যোগ করার। কিন্তু হেডিংলি টেস্টে বেন স্টোকসের সঙ্গী জ্যাক লিচের মতো হতে পারলেন না মহম্মদ সিরাজ। তিনি ক্রিজে থাকতে পারলে হয়তো অক্ষর আরও কিছুটা রান যোগ করতে পারতেন। সিরাজ স্টেপ আউট করে বোল্ড হন। ভারত অলআউট ১৬৩ রানে। সেখানে দিনের খেলারও সমাপ্তি ঘোষণা হয়। ইন্দোর টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার চাই মাত্র ৭৬ রান। এই রানের পুঁজি নিয়ে জেতা সম্ভব? পিচের যা পরিস্থিতি তাতে ক্ষীণ আশা হলেও করা যায়। যদিও খুবই কঠিন কাজ। ভারতীয় শিবির অবশ্য এই রান নিয়েও জেতার স্বপ্ন দেখছে। কেন না, এ দিন মাত্র ২৪ বলের ব্যবধানেই বাকি ৬ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। এদিন ইনিংসের শেষের দিকে অজি ব্যাটারদের ভেলকি খাওয়ালেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। কম সময়ের মধ্যে তিনটি উইকেট নিয়ে ক্যাঙারুদের ১৯৭ রানে বেঁধে দিতে সক্ষম হন অশ্বিন। একইসঙ্গে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেবের রেকর্ড ভেঙে দিলেন। সব ফরম্যাট নিয়ে কপিল দেবের নামের পাশে রয়েছে ৬৮৭টি উইকেট। সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারীর তালিকায় কিংবদন্তি অলরাউন্ডারের রেকর্ড চুরমার করে দিয়েছেন অফস্পিনার। ইন্দোরের পিচে রান তোলা কঠিন হলেও ৭৬ রান আহামরি নয়। তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবে অজিরা। হতাশ হলেও নেতিবাচক হতে চাইছেন না ভারতের অভিজ্ঞ টপ অর্ডার ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা। ৭৬ রানের পুঁজি নিয়েও লড়াই চালানোর বার্তা তাঁর মুখে। ম্যাচ পরবর্তী প্রশ্নোত্তরে বলে দিলেন, এখনও ভারতের কাছে সুযোগ রয়েছে। জয়ের আশা ছাড়ছেন না তিনি। নাথান লিয়ঁর দাপটে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে ১৬৪ রানে গুটিয়ে দেয় অস্ট্রেলিয়া। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়িয়েছে ৭৬ রান। অজিদের দেওয়া টার্গেটে হতাশার হলেও এই পরিস্থিতি থেকে ভারত উতরে যেতে পারে বলে আশা করছেন তিনি। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে পূজি বলেন, ‘‘এখানে ব্যাট করার জন্য খুব কঠিন পিচ। ৭৫ রান মোটেও আহামরি নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের কাছে সুযোগ রয়েছে।’’ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে তেমন আহামরি পারফরম্যান্স নেই চেতেশ্বর পূজারার। ইন্দোর টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দলের প্রয়োজনে দেওয়াল না হলেও রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন পূজারা। হোলকার স্টেডিয়ামে যে পিচে রান তোলাটাই দুঃসাধ্য সেখানে ১৪২ বলে ৫৯ রানের ইনিংস খেলেছেন পূজি। দলের অন্যান্য ব্যাটারদের চেয়ে হোলকার স্টেডিয়ামের উইকেটে পূজারাকে স্বচ্ছন্দ দেখিয়েছে। নিজের ইনিংস সম্পর্কে বললেন, ‘‘এই পিচে অ্যাটাক এবং ডিফেন্সের মিশেলে খেলতে হবে। আমার লক্ষ্য ছিল একটু বেশি ইতিবাচক হয়ে খেলা এবং যতটা সম্ভব বেশি রান তুলে যাওয়া। অক্ষরের সঙ্গে পার্টনারশিপটা আরও একটু বড় হলে হয়তো দলকে সাহায্য করতে পারতাম।’’ দলের প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ৫৯ রান করলেন। ইনিংসে রয়েছে ৫টি চার ও ১টি ছয়। যা পূজারার ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না। এই বিষয়ে দেশের অভিজ্ঞ ব্যাটার বলেছেন, ‘‘আমি আরও কিছু ট্রিকস শিখে রাখছি। প্রয়োজন পড়লে সেগুলো ব্যবহার করি। প্রয়োজনের সময় এমন শট খেলার বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।’’

ব্রাজিলিয়ান তারকা ক্লেটন সিলভার সঙ্গে চুক্তি বাড়াল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ বছর আসে বছর যায় ইস্টবেঙ্গলের পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব পড়ে না। ইনভেস্টর, কোচ, ফুটবলাররা বদলে যায় কিন্তু তাতেও লাল-হলুদের পারফরম্যান্সে উন্নতি হয় না। এ বারের আইএসএলে লিগ টেবলের ৯ নম্বরে থেকে শেষে করেছে মশালবাহিনী। ইস্টবেঙ্গলের প্রাপ্তি বলতে ব্রাজিলিয়ান তারকা ক্লেটন সিলভার পারফরম্যান্স। আইএসএল ২০২২-২৩ মরসুমে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সবচেয়ে বেশি হোল করেছেন ক্লেটন সিলভা। ২০ ম্যাচে তিনি করেছেন ১২টি গোল। তাঁর থেকে বেশি কোনও ফুটবলার এ বারের আইএসএলের লিগ পর্বে সেরার পুরস্কার পাননি। সেই ক্লেটন সিলভাকে আগামী মরসুমের জন্য ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল। আজ, ২ মার্চ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। গত বছর বেঙ্গালুরু এফসি থেকে ইস্টবেঙ্গলে এসেছিলেন ক্লেটন সিলভা। আইএসএল ২০২২-২৩ মরসুমে লাল-হলুদের ভরাডুবি পারফরম্যান্সের মধ্যে এক মাত্র টিম টিম করে জ্বলেছিলেন ৩৬ বছর বয়সী ব্রাজিলের এই তারকা। ২০২২ সালে ডুরান্ড কাপে ক্লেটন সিলভা মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে দু’টি গোল করেছিলেন। ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসির ডিরেক্টর সন্দীপ আগরওয়াল বলেন, ‘‘ইস্টবেঙ্গলে ক্লেটন সিলভাকে ধরে রাখতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত। শেষ মরসুমে দলের হয়ে ওর পারফরম্যান্স অসাধারণ এবং আমরা আশাবাদী দলকে এখনও ওর অনেক কিছু দেওয়া বাকি। আমরা আত্মবিশ্বাসী, ওর দক্ষতা পরবর্তী মরসুমে আমাদের লক্ষ্যপূরণ করতে সাহায্য করবে। পরবর্তী মরসুমের জন্য আমরা যে পরিকল্পনা করছি, তারই একটি পদক্ষেপ এটি।’’ শতবর্ষপ্রাচীন ক্লাবে আরও একটা বছর থাকছেন ক্লেটন সিলভা। ২০২৪ অবধি তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাড়াল ইস্টবেঙ্গল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘পরবর্তী মরসুমেও এখানে থাকতে পারব জেনে আমি খুশি হয়েছি। বিভিন্ন সমস্যার মাঝেও আমরা লিগে বেশ কিছু ভালো মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছি। আমি আশা করি একসঙ্গে আমরা আরও অনেক কিছু শিখব এবং পরের মরসুমে এগিয়ে যাব। জয় ইস্টবেঙ্গল!’’

নিউজিল্যান্ডে বুমরা! অস্ত্রোপচার করবেন শেন বন্ডের চিকিৎসক

বেঙ্গালুরু, ২ মার্চঃ গত বছর সেপ্টেম্বরে দেশের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন। তার আগেও দীর্ঘ সময় চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন জাতীয় দলের পেসার জসপ্রীত বুমরা। এশিয়া কাপ, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাওয়া যায়নি তাঁকে। ঘরের মাঠে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ দুটি টেস্টে তাঁকে পাওয়ার ক্ষীণ আশা ছিল। সেটাও নেই। এমনকি আইপিএলেও খেলা হবে না বুমরার। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে বুমরার। অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। ফলে আইপিএলেও পাওয়া যাবে না দেশের অন্যতম সেরা পেসারকে। এমনকি ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপেও তাঁকে পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। অস্ত্রোপচারের জন্য বুমরাকে নিউজিল্যান্ডে পাঠাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলিং কোচ শেন বন্ড এবং বুমরার সতীর্থ জোফ্রা আর্চারের চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করবেন এমনটাই সূত্রের খবর। ইংল্যান্ডের পেসার জোফ্রা আর্চারও চোটের জন্য বহু সিরিজ, টুর্নামেন্ট মিস করেছেন অতীতে। পরিস্থিতি এতটাই সঙ্গীন ছিল, তাঁর অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল। এ বছর ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। বুমরাকে পেতে মরিয়া ভারতীয় শিবির। সে কারণেই দ্রুত অস্ত্রোপচারের ভাবনা। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির চিকিৎসকরাই অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন। এরপরও বিশ্বকাপে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের খবর অনুযায়ী, বুমরাকে নিউজিল্যান্ডে পাঠানো হচ্ছে। অতীতে নিউজিল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসার শেন বন্ড এবং ইংল্যান্ডের পেসার জোফ্রা আর্চারের অস্ত্রোপচার যেই চিকিৎসক করেছিলেন, তাঁরই তত্ত্বাবধানে বুমরার অস্ত্রোপচার হবে। সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, নিউজিল্যান্ডে সেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথাও হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। সেই চিকিৎসকের নাম রোয়ান সৌটেন। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে এই অস্ত্রোপচার হবে বলে খবর। ওডিআই বিশ্বকাপের আগে হাতে সময় কম। তাই বুমরাকে তড়িঘড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করছে ভারতীয় বোর্ড। অস্ত্রোপচারের পর অন্তত সেপ্টেম্বর অবধি রিহ্যাব প্রক্রিয়া চলবে বুমরার। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ শুরু হবে অক্টোবরে।

বিশ্বজয়ীর হাতেই দিল্লির দায়িত্ব, ডেপুটি জেমাইমা

মুম্বই, ২ মার্চঃ উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটালসের নেতৃত্ব ঠিক হল। প্রত্যাশিত ভাবেই দলের ‘মেগা-স্টার’ মেগ ল্যানিংকেই নেতৃত্ব দেওয়া হল। সদ্য আরও একটা বিশ্বকাপ জিতে এসেছেন মেগ ল্যানিং। দুই ফরম্যাট মিলিয়ে পাঁচবার বিশ্বকাপ জিতেছেন অধিনায়ক মেগ ল্যানিং। এর মধ্যে চার বার টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে। ফলে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজির অধিনায়ক হিসেবে অটোমেটিক চয়েস ছিলেন অজি ক্যাপ্টেন। এ বার আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা হল। ৪ মার্চ অর্থাৎ শনিবার শুরু হচ্ছে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ। পর দিন, সুপার সানডে-তে অভিযান শুরু করছে দিল্লি ক্যাপিটালস। বিশ্বকাপ খেলে এ দিনই মুম্বই পৌঁছেছেন মেগ। কেরিয়ারে ১৩২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মেগ ল্যানিং। দুটি শতরান এবং ১৫টি অর্ধশতরান রয়েছে কেরিয়ারে। দেশের হয়ে একশো ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন মেগ। রবিবার ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে নামছে দিল্লি। অধিনায়ক মেগ ল্যানিংয়ের ডেপুটি করা হয়েছে দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার জেমাইমা রডরিগজকে। দিল্লির দায়িত্ব নিয়ে ল্যানিং বলেন, ‘‘আমার কাছে গর্বের মুহূর্ত। প্রথমত দিল্লি দলে সুযোগ পেয়েছি, দ্বিতীয়ত এই দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পাচ্ছি। ভারতে ক্রিকেট প্রতিটি মানুষের জীবন। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য বিরাট মুহূর্ত।’’ পাঁচ দলের টুর্নামেন্টে মেগ ল্যানিংই একমাত্র অজি ক্যাপ্টেন নন। জাতীয় দলের তাঁর সতীর্থ অ্যালিসা হিলি নেতৃত্ব দেবেন ইউপি ওয়ারিয়র্সকে। তেমনই গুজরাট জায়ান্টসকে নেতৃত্ব দেবেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার বেথ মুনি। বাকি দুটি দল অর্থাৎ মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং রয়্যালস চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে নেতৃত্ব দেবেন হরমনপ্রীত কৌর ও স্মৃতি মান্ধানা।

মেয়েদের আইপিএলের পর এ বার মেয়েদের কবাডি লিগ!

নয়াদিল্লি, ২ মার্চঃ বিশ্ব জুড়ে প্রাধান্য পাচ্ছে মহিলা ক্রিকেট। পুরুষদের সমস্ত টুর্নামেন্টই এখন খেলছেন মহিলারাও। মহিলাদের বিগ ব্যাশ, ওয়ার্ল্ড কাপ তো আছেই, সদ্য ভারতের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আরও একটি মহিলা টুর্নামেন্ট পেতে চলেছে ভারতীয় খেলাধুলো। আগামী বছর শুরু হতে চলেছে মেয়েদের কবাডি লিগও। ৯ বছর আগে শুরু হয়েছিল পুরুষদের প্রো কবাডি লিগ। বেশ সফল এই টুর্নামেন্টের মহিলা সংস্করণটি করার কথা ভাবছে আয়োজক সংস্থা। মনে করা হচ্ছে, এই লিগকে উইমেন্স কবাডি লিগ নাম দেওয়া হবে। আয়োজক সংস্থার তরফে কী জানা যাচ্ছে এই উইমেন্স কবাডি লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে? প্রতি বছরই প্রো কবাডি লিগ আয়োজন করে মশাল স্পোর্টস নামক সংস্থা। এ বছরে তাঁরা পিকেএলের দশম সংস্করণটি আয়োজন করতে চলেছে। এর মধ্যেই উইমেন্স কবাডি লিগের কথা ঘোষণা করল মশাল স্পোর্টস। যদিও ক’টি দল এই টুর্নামেন্টে খেলবে সে বিষয়ে সংস্থার তরফ থেকে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। মশাল স্পোর্টস এর কর্ণধার তথা প্রো কবাডি লিগের লিগ কমিশনার অনুপম গোস্বামী বলেন, ‘‘পুরুষদের কবাডি লিগের জনপ্রিয়তা দেখে আমরা মহিলাদের লিগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কবাডিকে বিশ্বমানের আধুনিক ক্রীড়ার মর্যাদা দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর আমরা। আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে এবং অ্যামেচার কবাডি ফেডারেশন ও আন্তর্জাতিক কবাডি ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলে আমরা উইমেন্স লিগের শুরু করার কথা ভাবছি।’’ প্রো কবাডি লিগের সর্বোচ্চ পয়েন্টের অধিকারী রেইডার প্রদীপ নারওয়াল বলেন, ‘‘প্রো কবাডি লিগের মান এবং জনপ্রিয়তা, কবাডি প্লেয়ার হিসেবে আমাদের সম্মান বাড়াতে অনেক সাহায্য করেছে। আমি মনে করি মেয়েদের কবাডি লিগও দেশের মহিলা কবাডি প্লেয়ারদের ক্ষেত্রেও একই কাজ করবে।’’ ছেলেদের কবাডি লিগের পাশাপাশি একবার মেয়েদের কবাডি লিগ অবশ্য শুরু হয়েছিল। ২০১৬ সালে মেয়েদের সেই লিগে তিনটে টিম খেলেছিল। বিদেশি প্লেয়ারও ছিল না। আসলে সে বার এই লিগের ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল, তা বোঝার চেষ্টা করেছিল আয়োজকরা। কিন্তু ওই বছরের পর আর মেয়েদের কবাডি লিগ হয়নি।

ডার্বি অতীত! এটিকে মোহনবাগান শনিবার আইএসএলের ‘ফাইনাল’ খেলতে নামছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ মার্চঃ ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে নামছে এটিকে মোহনবাগান! এমনটাই মনে করছে জুয়ান ফেরান্দোর দল। ডার্বি জয়ের আনন্দ মনে রাখেনি সবুজ-মেরুন। মোহনবাগানের পাখির চোখ এখন ফাইনাল খেলা। সেই কারণে শনিবার ওড়িশার বিরুদ্ধে প্লে অফের ম্যাচকে ফাইনাল হিসাবেই দেখছে তারা। যুবভারতীতে ডার্বি জিতেছে মোহনবাগান। টানা আটটি ডার্বিতে জয়ের পরেও উচ্ছ্বাসে মাততে নারাজ সবুজ-মেরুন। দলের ডিফেন্ডার স্লাভকো ডোমানভিচ বলেন, ওড়িশা শক্তিশালী দল। আমাদের কাছে ডার্বির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচ। ওড়িশা পাল্টা আক্রমণে উঠে আসে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পেয়েছি আমরা। মাঠে আমাদের সমর্থকরা থাকবেন। এই ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে, না হলে আনন্দটাই ফিকে হয়ে যাবে। মোহনবাগানের মাঝমাঠের শক্তি হুগো বুমোস। তিনি বলেন, ‘‘ডার্বিতে আমরা মরিয়া মনোভাব নিয়ে খেলেছিলাম। শনিবার আরও বেশি একাগ্রতা নিয়ে খেলতে হবে। ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে ওড়িশা বেশি শক্তিশালী। ওরাও ফাইনালে ওঠার চেষ্টা করবে। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হবে। আমরা চাই ৯০ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতে। অতিরিক্ত সময় বা টাইব্রেকারে ম্যাচ নিয়ে যেতে চাই না।’’ বাঙালির কাছে ডার্বির আবেগ কেমন তা বোঝেন প্রীতম কোটাল। মোহনবাগান অধিনায়ক তা-ও ডার্বির থেকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন ওড়িশা ম্যাচকে। প্রীতম বলেন, ‘‘এই ম্যাচটা হারলে সব শেষ। তাও ডার্বির থেকেও ১০ শতাংশ বেশি দিতে হবে আমাদের। ডার্বি এখন অতীত। আমরা লিগ জিততে পারিনি। কিন্তু শিল্ড জেতার সুযোগ রয়েছে আমাদের সামনে। সেটা কাজে লাগাতে হবে। ডার্বি খেলতে নেমেছিলাম জেতার মানসিকতা নিয়ে। ওড়িশা ম্যাচেও সেটা প্রয়োজন। নক আউটে সামান্য ভুলেই অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই সতর্ক থাকব। আমাদের এখন শুধুই চিন্তা ওড়িশাকে নিয়ে। আর কোনও কিছু নিয়েই ভাবছি না আমরা।’’

সোনার ফোন উপহার দিচ্ছেন লিও মেসি!

প্যারিস, ২ মার্চঃ একটা-দুটো নয়, একেবারে ৩৫টি ফোন! তাও আবার সোনার! আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি এমনই ৩৫টি ফোন অর্ডার করেছেন। অবাক করার মতো ঘটনা মনে হলেও, এটাই সত্যি। একটি ফোনের দাম ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১.৭৩ কোটি। কাতারে দেশ এবং দশ নম্বর জার্সির স্বপ্নপূরণ হয়েছে। ১৯৮৬-র পর ফের বিশ্বকাপ জিতেছে আর্জেন্টিনা। কিংবদন্তি লিওনেল মেসির কেরিয়ারের এই একটা ট্রফি অধরা ছিল। কেরিয়ারের সবচেয়ে মূল্যবান ট্রফি জেতেন কাতার বিশ্বকাপে। যদিও শুরুতেই বিশাল ধাক্কা খেয়েছিল আর্জেন্টিনা। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই সৌদি আরবের কাছে হার, বিশ্বকাপের স্বপ্নে বিশাল ধাক্কা দিয়েছিল। সেখান থেকে দারুণ ভাবে ঘুরে দাঁড়ায় আর্জেন্টিনা। মেসির বিরাট অবদান রয়েছে। তবে দলগত খেলায় বাকিদের অবদানও জরুরি। কৃতজ্ঞ মেসি। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লিওনেল মেসির। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেছেন সতীর্থরা। জুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টাররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ অনবদ্য কিছু সেভ করেছেন। ভুললে চলবে না কোচ লিওনেল স্কালোনি এবং সাপোর্ট স্টাফদের কথাও। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলছেন না সদ্য ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কারজয়ী মেসি। সকলকে তাই বিশেষ উপহার দিতে চলেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য সানের খবর অনুযায়ী, ৩৫টি সোনার ফোন উপহার দিচ্ছেন মেসি। সতীর্থ, সাপোর্ট স্টাফদের জন্য এই উপহার। ইতিমধ্যেই প্যারিসে মেসির বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে উপহারের ডালি। সূত্রের খবর, ‘লিওনেল মেসি তাঁর কেরিয়ারের বিশেষ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন। সে কারণেই এমন বিশেষ পরিকল্পনা তাঁর। ফোনগুলি বিশেষ ডিজাইন করা হয়েছে।’ সূত্রের খবর, প্রতিটি প্লেয়ারের জন্য নির্দিষ্ট ফোনে তাঁর নাম এবং জার্সি নম্বর, আর্জেন্টিনার লোগো থাকছে।

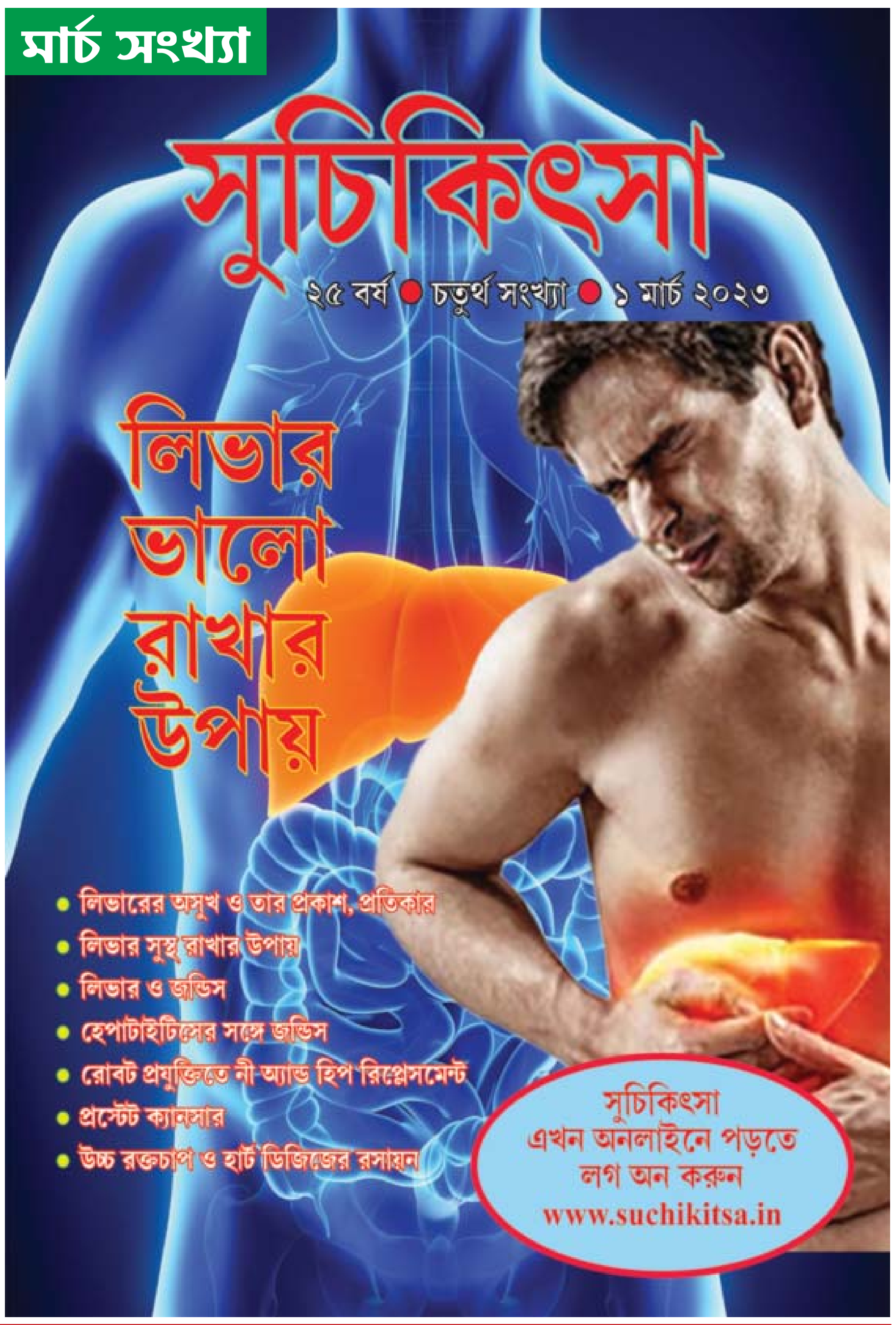

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501